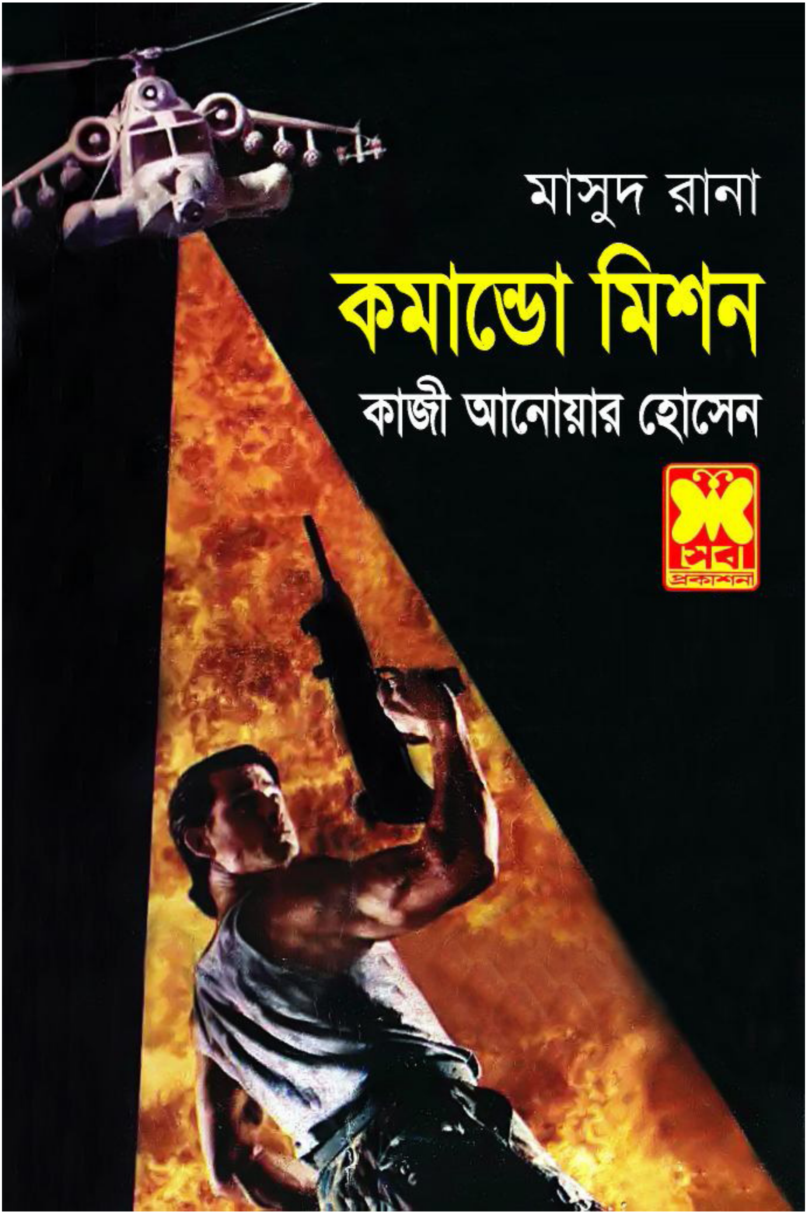

মাসুদ রানা
কমান্ডো মিশন
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা

মাসুদ রানা

কমান্ডো মিশন

কাজী আনোয়ার হোসেন

ইজরায়েলে ঢোকো, দুর্গম নেগেভ মরুভূমি পার হও, মোসাদের গোপন সন্ত্রাসী সংগঠন এমআইজে-র ঘাঁটি ধ্বংস করো, এবং অতি অবশ্যই বহাল তবিয়তে ফিরে এসো জর্দানে।

আশা করি বলে দিতে হবে না কে কাকে অর্ডার করছেন! কিন্তু মুশকিল হলো, ক্যাপটেন কার্দিশকে খুন করে নিজের পায়েই তো কুড়াল মেরে বসেছে মাসুদ রানা। কী মুশকিল! তার বাবা জেনারেল আইয়াহু ওয়াহাবা ওকে হাতে পেয়েও খুন করতে রাজি হচ্ছেন না!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

এক

ইজরায়েল-জর্দান সীমান্ত।

কটকটে দুপুর। দুই সীমান্ত চৌকির মাঝখানে পঞ্চাশ গজ নির্জন জায়গা, নো-ম্যানস-ল্যান্ড, কাঠফাটা রোদে পুড়ছে। জর্দানের ওদিক থেকে অস্পষ্ট একটা কোলাহল ভেসে এল। বিচ্ছিরি শব্দে ডেকে উঠল একটা উট। ব্যা ব্যা করল কয়েকটা ছাগল। সম্ভবত বেদুইনদের একটা কাফেলা আসছে, এটা-সেটা নজরানা দেওয়ার বিনিময়ে সীমান্ত পেরিয়ে ইজরায়েলে ঢোকার অনুমতি চাইবে।

ইজরায়েলি কাস্টমস শেড। ইমিগ্রেশন অফিসার ও দু'জন সীমান্ত রক্ষীকে নিয়ে নিজের টেবিলে তাসের আড্ডা বসিয়েছে কাস্টমস অফিসার আহুদ কোফা। অস্পষ্ট কোলাহলটা তার কানেও ঢুকল। টেবিল থেকে চোখ তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। বেদুইনদের কাফেলা বড়সড় হলে ঘুষটাও বেশি পাওয়া যায়।

কিন্তু এখনও পাহাড়ি বাঁকের আড়ালে তারা, কাফেলার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চোখ ফিরিয়ে নিতে যাবে, এই সময় চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে স্থির হয়ে গেল কোফা।

'জেসাস' ছায়াছবিটি দেখা আছে, এই মুহূর্তে তার মনে হলো ছবিটির মুখ্য চরিত্রকে নির্জন নো-ম্যানস-ল্যান্ড ধরে হেঁটে আসতে দেখছে সে। যিশুর পোশাক-পরিচ্ছদ পরে আছে, মুখটা হাসি

হাসি, চোখের দৃষ্টি থেকে ক্ষমা ও আশ্বাস ঝরে পড়ছে। পদক্ষেপ শান্ত। হাবভাবে বিনয় ও নম্রতা।

কোফার দৃষ্টি অনুসরণ করে ইমিগ্রেশন অফিসার ও দুই সশস্ত্র রক্ষীও জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। তারাও স্থির হয়ে গেল সাদা ঢোলা আলখেল্লা পরা পাদ্রিকে দেখে।

আসলে অবাক হওয়ারই কথা। ১৯৯৪ সালে ইজরায়েলের সঙ্গে শান্তিচুক্তি হয়েছিল জর্দানের, তাতে আরও অনেক কিছুর সঙ্গে এ-ও বলা হয়েছিল যে দুই দেশের পর্যটকরা যথাযথ নিয়মকানুন মেনে নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভ্রমণ করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে তেমন ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। নিরাপত্তার অভাবে কোনও ইহুদির সাহসই হয়নি সীমান্ত পেরিয়ে জর্দানে ঢোকে। আর জর্দান থেকে কিছু বেসরকারী ট্যুরিস্ট ইজরায়েলে ঢুকলেও, গত এক যুগে তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ জনও হবে কিনা সন্দেহ। তবে বেদুইনরা পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়া হরদমই সীমান্ত পেরুচ্ছে।

ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে কাস্টমস শেডে ঢুকল তরুণ ধর্মযাজক। বিনয়ের সঙ্গে কাস্টমস অফিসারের টেবিলের সামনে দাঁড়াল। 'গুড মর্নিং,' বলল সে। শেডের দেয়ালঘড়িতে বারোটা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি এখনও। আলখেল্লার পকেট থেকে পাসপোর্টটা বের করে টেবিলে রাখল।

সেটা নিয়ে খুলল আহুদ কোফা। প্রথমে ফটোটা ভাল করে দেখল সে, তারপর চোখ তুলে তাকাল। হ্যাঁ, পুরোপুরি মেলে। সুঠাম স্বাস্থ্য, সৌম্যদর্শন, বয়স এখনও আঠাশও পেরোয়নি।

এরপর পাসপোর্টে দেওয়া তথ্যগুলোর উপর চোখ বুলাল কোফা। কয়েক সেকেন্ড পর আবার মুখ তুলল সে।

'দেখা যাচ্ছে গত পাঁচ বছর জর্দান ছেড়ে কোথাও আপনি যাননি।'

'না।'

'পেশায় আপনি একজন পাদ্রি?'

মাথা নাড়ল তরুণ খ্রিস্টান। 'ধর্মচর্চা ও ধর্ম প্রচার করি আমি, এ আমার সাধনা ও আত্মনিবেদন, পেশা নয়।'

'ইজরায়েলে কেন যাবেন আপনি?'

'পরমপিতার সন্তান যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, যেখানে বেড়ে উঠেছেন, যেখানে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, সেই জায়গাগুলো একবার দেখব।'

'বেথলেহেম, নাজারেথ বা গ্যালিলিতে আপনার জানাশোনা কেউ আছে?'

মাথা নাড়ল পাদ্রি।

'আব্রাহাম লুকাস এখন কোথায়?' কৌশল করছে কোফা, প্রশ্নটা খুব দ্রুত করল সে।

'ইজরায়েলি সীমান্ত চৌকিতে।'

'কোথায়?' কোফা এমন ভান করল, যেন শুনতে পায়নি।

'ইজরায়েলি কাস্টমস শেডে, আপনার সামনে।'

হেসে ফেলল কোফা। পরমুহূর্তে গম্ভীর হলো সে, ইঙ্গিত করল রক্ষীদের। 'পরিস্থিতি ভাল নয়। মাত্র কদিন আগে আম্মানে তিন-তিনটে হোটেলে আত্মঘাতী বোমা ফেটেছে, বহুলোক মারা গেছে। সার্চ করো ওঁকে। প্রথমে বডি, তারপর ব্যাগ।'

কাঁধ থেকে মোটা ক্যানভাসের ব্যাগটা নামিয়ে টেবিলে রাখল পাদ্রি আব্রাহাম লুকাস। তাকে সার্চ করে কিছুই পেল না রক্ষীরা। ব্যাগে পাওয়া গেল একটা বাইবেল, আরও এক প্রস্থ আলখেল্লা, কিছু শেকেল ও অ্যাগোরা।

ফাদারের হাতে ঢাউস একটা রিস্টওয়াচ রয়েছে, সেটা খুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল কোফা। সন্তুষ্ট হতে না পেরে মান্ধাতার আমলের ঘড়ির পিছনটা খুলল সে। ভিতরে যা থাকার কথা তাই আছে, অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। তবে যদি কোনও ফলস বটম থাকে, কোফার চোখে সেটা ধরা পড়ল না।

ফিরে পেয়ে ঘড়িটা আবার কবজিতে পরল ফাদার, তারপর

টেবিল থেকে তুলে নিয়ে কাঁধে ঝোলাল ব্যাগটা।

'জেরুজালেম ও বেথলেহেম তো এখান থেকে বহুদূরে,' এতক্ষণে মুখ খুলল ইমিগ্রেশন অফিসার, 'নেগেভ মরুভূমি পার হয়ে পৌঁছাতে হবে। গাড়ির তো প্রশ্নই ওঠে না, অনেক জায়গায় রাস্তা পর্যন্ত নেই। আপনি যাবেন কীভাবে?'

'ঈশ্বর-পুত্র পথ দেখাবেন।'

'এতবড় একটা মরুভূমি আপনি পায়ে হেঁটে পার হতে চান, ফাদার?'

'বেদুইনরা পেরুচ্ছে না?' ইঙ্গিতে জানালা দিয়ে জর্দান সীমান্ত চৌকির ওদিকটা দেখাল ফাদার লুকাস।

এতক্ষণ ইজরায়েলি রক্ষী ও অফিসার দু'জন বেদুইনদের কথা ভুলে ছিল, ফাদার লুকাসের দৃষ্টি অনুসরণ করে তারাও এবার তাকাল জর্দান সীমান্ত চৌকির দিকে।

গোটা দশেক উট, ত্রিশ-চল্লিশটা ছাগল, খাঁচায় ভরা বেশ কিছু হাঁস-মুরগী, ঝাঁপিতে বন্দি বিষাক্ত সাপ ইত্যাদি নিয়ে জড়ো হয়েছে বেদুইনরা একটা কুয়ার চারধারে। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ-ষাটজনের একটা দল।

'বেদুইনরা যাচ্ছে, হ্যাঁ,' বলল ইমিগ্রেশন অফিসার, 'কিন্তু ওরা তো গ্রাম দেখলেই থামবে, এখানে সেখানে রাত কাটাবে। আপনাকে তো ওরা নিজেদের সঙ্গে রাখতে চাইবে না। আপনি খাবেন কী? শোবেন কীসে?'

হাসল ফাদার। 'আমি উপবাস করতে জানি। শুধু পানি খেয়ে সাতদিনও ছিলাম একবার। আর বিছানা হিসেবে পাথর মন্দ কী?'

কাস্টমস অফিসার ফাদারের পাসপোর্টে সিল মেরে দিল। তারপর বলল, 'স্পট ভিসা-র এই ফর্মটা পূরণ করুন।'

কলম ও ফর্ম নিয়ে ধীরে ধীরে কাজটা শুরু করল ফাদার লুকাস। হিব্রু, আরবী ও ইংরেজি, তিনটের যে-কোনও একটি ভাষায় পূরণ করতে হবে। আরবী ভাষাটাই বেছে নিল সে।

কাজটা শেষ হতে ফাদার বলল, 'একা কোথাও যাবেন না। বাইরে অপেক্ষা করুন। বেদুইনদের কাফেলাটা আসুক, ওদের সঙ্গে যাবেন। আপনার ভাগ্য ভাল হলে দেখা যাবে ওরাও হয়তো বেথলেহেম পর্যন্ত যাবে।'

'ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন,' বলে কাস্টমস শেড থেকে বেরিয়ে এল ফাদার লুকাস।

দু'ঘণ্টা পর।

ঢালু একটা শুকনো নালা ধরে দ্রুত গতিতে নামছে বেদুইনদের কাফেলা। আধঘণ্টা আগে তরুণ বেদুইনদের সঙ্গে সামনের কাতারেই ছিল ফাদার লুকাস, এখন তাকে কাফেলার একেবারে পিছনে দেখা যাচ্ছে। শুধু যে পিছিয়ে পড়ছে তা নয়, বন্ধুর পথে অনভ্যস্ত হওয়ায় পায়ে ব্যথা পেয়ে একটু খোঁড়াচ্ছেও সে। অচেনা, বিধর্মী পথিক দলে ভিড়ে যাওয়ার চেষ্টা করায় অখুশি ছিল প্রৌঢ় বেদুইন সরদার। ঢাল বেয়ে পাহাড়চূড়ায় ওঠার সময় উপদ্রবটা আরও পিছিয়ে পড়ছে দেখে খুশি হলো সে।

তবে খুশি বোধহয় হত না সরদার, যদি দেখত তারা চোখের আড়াল হতেই আলখেল্লার ভাঁজ থেকে ছোট্ট একটুকরো কাগজ বের করে একটা নকশার উপর চোখ বুলাচ্ছে ফাদার লুকাস। নকশাটা আবার লুকিয়ে রেখে ঢাল বেয়ে খানিকটা নামল সে, তারপর অন্য একটা সরু নালা ধরে এগোল পশ্চিম দিকে, মোটেও খোঁড়াচ্ছে না।

আধঘণ্টা পর ছোট একটা পাহাড়ের গোড়ায় এসে থামল ফাদার লুকাস। সীমান্ত পেরুবার পর এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট ধরে হাঁটছে সে, এখন পর্যন্ত কোথাও কোন বাড়িঘর বা লোকজন চোখে পড়েনি।

পাথুরে পাহাড়ের গোড়ায় কয়েকটা ছোট গুহা দেখা যাচ্ছে, ভিতরে ঢুকতে হলে মাথা নিচু করতে হবে। প্রথম দুটোকে বাদ

দিয়ে তৃতীয়টির সামনে দাঁড়াল ফাদার। চারদিক আরেকবার ভাল করে দেখে নিল সে, তারপর বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

গুহাটা অন্ধকার। নরম বালিতে পা ফেলে, দেয়াল ধরে সাবধানে এগোচ্ছে ফাদার। মসৃণ ও ছটফটে কারও গায়ে হাত পড়তে শরীরটা রিরি করে উঠল, ছেড়ে দেওয়া স্প্রিঙের মত লাফিয়ে সরে গেল সেটা। নিশ্চয়ই গিরগিটি জাতীয় কিছু হবে।

দশ ফুটের মত এগোবার পর ঠাণ্ডা কী যেন ঠেকল হাতে। একটু হাতড়াতেই টের পাওয়া গেল আকৃতিটা। একটা সাইকেলের ধাতব হ্যান্ডেল। সাইকেলটাকে গুহার দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে, ঠিক যেভাবে রাখার কথা।

প্রথমেই পিছনের ক্যারিয়ারে হাত দিল ফাদার। চামড়ার তৈরি পেটমোটা একটা ব্যাগ রয়েছে। চেইন খুলে ভিতরে হাত ঢোকাল সে। প্রথমে ছোট একটা টর্চ, তারপর একে একে একপ্রস্থ পরিচ্ছদ, একটা বিনকিউলার, দুটো পরিচয়-পত্র, দুটো খাতা, কলম, ভিটামিন ট্যাবলেট ভর্তি দশটা শিশি, কয়েক ফাইল অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন, কনডম ভর্তি একটা প্যাকেট, ছদ্মবেশ ধারণের কিছু সরঞ্জাম ইত্যাদি।

দ্রুত নতুন প্যান্ট-শার্ট ও জুতো পরে নিল ফাদার লুকাস। এরপর নিজের পাসপোর্টের ফটোটা তুলে ফেলল, ওটার নীচ থেকে বেরুল আরেকটা ফটো। ইজরায়েল সরকারের ইস্যু করা পরিচয়-পত্রে এই নতুন ফটোটা সাঁটল সে।

পাদ্রির ড্রেস ও ক্যানভাসের ব্যাগ বালিতে পুঁতে ফেলল ফাদার। টর্চটা সাইকেলের ক্যারিয়ারে আটকে রেখেছে, গুহার দেয়ালের খাঁজে ছোট একটা আয়না আটকে দ্রুত নিজের চেহারা কিছুটা বদলে নিল। জুলফি দুটো লম্বা করল একটু, মাত্র এক ইঞ্চি চওড়া, সাত ইঞ্চি লম্বা পরচুলা পরল কপালের ঠিক উপরে। সবশেষে এক জোড়া পাতলা রাবারের প্যাড ভরল মুখের ভিতর।

তার এখনকার চেহারার সঙ্গে নতুন ফটো পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। পাসপোর্ট, আয়না সহ মেকআপের সরঞ্জাম ইত্যাদিও বালিতে পুঁতে ফেলল সে।

দ্বিতীয় পরিচয়-পত্রে কোন ছবি রাখার ব্যবস্থা নেই, তাতে শুধু তার নাম লেখা আছে—আল আরিশ। সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে কোন্ ইজরায়েলি বেদুইন দলের সদস্য সে।

এই পরিচয়-পত্র ইস্যু করেছে 'সেভ দ্য বেদুইনস' নামে একটা ফ্রেঞ্চ এনজিও। এই প্রতিষ্ঠানের নেগেভ শাখায় চাকরি করছে আল আরিশ। তার কাজ হলো বেদুইনদের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা সৃষ্টি করা, শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার জন্য কী করণীয় ব্যাখ্যা করা ইত্যাদি। পদের নাম হেলথ সুপারভাইজার।

হেলথ সুপারভাইজার আল আরিশ প্রতিদিন সন্ধ্যার ঠিক আগে সেভ দ্য বেদুইনস-এর আঞ্চলিক পরিচালিকা ডেব্রা টোনা-র সঙ্গে দেখা করে সারাদিন কোথায় কী কাজ করল তার রিপোর্ট দেবে; এই মুহূর্তে নতুন একটা নকশায় চোখ বুলিয়ে ম্যাডাম ডেব্রা টোনার বাড়িটা কোথায় দেখে নিচ্ছে সে।

সন্ধ্যার ঠিক আগে চড়াইয়ের মাথায় উঠে এসে একটা বোল্ডারের আড়ালে থামল আরিশ। আকাশ মেঘে ঢেকে যাচ্ছে, বোধহয় ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে। পাথরটার গায়ে সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে ব্যাগ থেকে বিনকিউলারটা বের করল সে। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে তিন মাইল দূরে তাকাতেই সাদা চুনকাম করা নিঃসঙ্গ দোতলা বাড়িটা যেন লাফ দিয়ে চোখের একেবারে সামনে চলে এল। নীচের উপত্যকায় চোখ বুলাল সে। এই প্রথম সরু একটা পথ দেখল, দুই পাশে বেশ কিছু বাড়িঘর রয়েছে। ঝোপ-ঝাড়ের মাঝখান দিয়ে কালচে-সবুজ একটা মরুদ্যানে গিয়ে হারিয়ে গেছে পথটা। হারিয়ে গেছে টেলিফোন ও ল্যাম্প পোস্টগুলোও। একটা ছাগল বা একজন রাখালকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তবে দূরে

নিঃসঙ্গ বাড়িটা নিশ্চয়ই খালি নয়। ওর আসার অপেক্ষায় থাকার কথা ম্যাডাম ডেব্রা টোনার।

বিনকিউলারটা ব্যাগে রেখে দিয়ে সাইকেলে চড়ল আরিশ, প্যাডেল না করেই ঢালের মাথা থেকে নীচে নেমে এল ঝড়ের বেগে।

পাহাড়ী পথ ধরে কখনও হেঁটে, কখনও সাইকেলের প্যাডেল ঘুরিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে লুকাস ওরফে আরিশ। মরুদ্যানের ভিতর দিয়ে কিছুদূর এগোবার পর একটা বিশাল গর্তের কিনারায় এসে দাঁড়াল সে।

সাদা বাড়িটা এই গর্তের নীচে, ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ির সামনের গেটের মাথায় আরবী, হিব্রু ও ফ্রেঞ্চ ভাষাতে লেখা সাইনবোর্ডে চোখ বুলাল আরিশ–সেভ দ্য বেদুইনস। ঝোপ-ঝাড়ের মাঝখান দিয়ে নেমে গেছে রাস্তাটা। প্যাডেল করার দরকার হলো না, ঢালু পথ ধরে নেমে এল নীচে।

যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পিছনের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে বাড়িটার সামনে চলে এল আরিশ। দেখেই বোঝা যায় নিয়মিত যত্ন নেওয়া হয় বাগানটার। কিছু খেজুর গাছও আছে।

সামনের উঠানটা বেশ বড়। মাঝখানে একটা বড় কুয়া, নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ওই পাঁচিলের গায়ে সাইকেলটাকে ঠেস দিয়ে রেখে ধাপ কটা টপকে সদর দরজার সামনে উঠে এল আরিশ। এরইমধ্যে হলঘরে আলো জ্বালা হয়েছে। কলিংবেলের বোতামে চাপ দিয়ে অপেক্ষায় থাকল সে। এগিয়ে আসা পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। তারপর দরজা খুলে গেল।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে চব্বিশ কি পঁচিশ বছরের এক তরুণ। একহারা গড়ন, চোখে-মুখে অতিমাত্রায় সতর্কতা। সুতি কাপড়ের কালো সালোয়ার ও একই রঙের ঢোলা জোব্বা পরে আছে। 'কী চাই?' জিজ্ঞেস করল সে, যেন চ্যালেঞ্জ করল।

'সেভ দ্য বেদুইনস' লেখা সুতি ক্যাপটা মাথা থেকে নামাল আরিশ। কথা বলল বেদুইনসুলভ অমার্জিত, কর্কশ কণ্ঠে, 'ম্যাডাম

ডেব্রা টোনার কাছে রিপোর্ট করতে এসেছি আমি।'

'আমাকে দাও,' বলে হাত পাতল তরুণ।

নিশ্চয় বাড়ির চাকর হবে, ভাবল আরিশ। মাথা নাড়ল সে। 'রিপোর্ট আমি সব সময় সরাসরি ম্যাডাম টোনাকেই দিই। তিনি জানেন এই সময় আসব আমি। তাঁকে বলো, আল আরিশ এসেছে।'

তরুণ শ্রাগ করল। 'বেশ, ভেতরে এস। দেখছি কী বলেন তিনি।' একপাশে সরে দাঁড়াল সে।

ভিতরে ঢুকল আরিশ। কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে হলরুমটা ভাল করে দেখছে। ছোট একটা টেবিলে পেটমোটা ফ্লাস্কসহ ট্রে রয়েছে। অ্যাশট্রেতে উপচে পড়া সিগারেটের অবশিষ্টাংশ।

দরজা বন্ধ করে হলঘর থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল তরুণ, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকটা একবার দেখে নিয়ে কিচেনে ঢুকল। প্রায় ছোঁ দিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল দ্রুত। রিসিভার কানে চেপে ধরে অপেক্ষা করছে, অপর হাতটা ওয়ালথার অটোমেটিকসহ বেরিয়ে এল জোব্বার ভিতর থেকে। একটু ঘুরে দাঁড়াল সে, প্যাসেজটা যাতে দৃষ্টিপথে থাকে।

'ইয়েস?' অপরপ্রান্ত থেকে ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'ক্যাপটেন কার্দিশ?'

মেজর জেনারেল আইয়াহু ওয়াহাবা-র গলার আওয়াজ চিনতে পারল তরুণ। 'ইয়েস, সার,' জবাব দিল সে। 'ড্যাডি, লোক তো সত্যি একজন এসেছে...হ্যাঁ, সাইকেল নিয়েই!'

জেনারেল ওয়াহাবা জানতে চাইলেন, 'নাম?'

'বলছে আল আরিশ।'

'চেহারা?'

'তোমার সেই ফটোর সঙ্গে বেশ অনেকটাই মেলে। বোধহয় একটু ছদ্মবেশ নিয়েছে। আমার ধারণা এ সেই-ই, তোমাদের মাসুদ রানা।'

'যেভাবে পার আটকে রাখো ওকে। অ্যাট এনি কস্ট, আই রিপিট, অ্যাট এনি কস্ট! গিয়ে যেন না শুনি পালিয়ে গেছে। লাশটা পেলেও চলবে আমার। তবে চেষ্টা করবে বাঁচিয়ে রাখতে।'

'ম্যাডাম টোনার খবর কী, ড্যাড?' জানতে চাইল ক্যাপটেন কার্দিশ। 'মোবাইল ফোনে তিনি যে রহস্যময় একটা মেসেজ রিসিভ করেছেন, তারপর সাইকেল ঠেলে পাহাড়ে উঠতে দেখা গেছে তাঁকে...'

'কোড করা মেসেজের কথা স্বীকার করছেন, তবে বলছেন ওটা এসেছে সেভ দ্য বেদুইনস-এর আম্মান শাখা থেকে। আর সাইকেলে নাকি তাঁর সঙ্গে আরিশ নামে একজন ছিল। বেদুইনদের একটা কাফেলায় সাইকেল সহ তাকে রেখে একা বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। ইন্টারোগেশন চলছে। এখন রাখি। তুমি লোকটার কাছে ফিরে যাও। সাবধান, সে যদি সত্যি মাসুদ রানা হয়...'

'চিন্তা কোরো না, ড্যাড, নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি। বেস থেকে এখানে পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'সৈনিকরা ট্রুপস ক্যারিয়ারে চড়ছে,' জানাল জেনারেল ওয়াহাবা। 'এখনই রওনা হচ্ছি আমরা। পৌঁছাতে খুব বেশি হলে চল্লিশ মিনিট।'

'ঠিক আছে,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল ক্যাপটেন কার্দিশ।

হলরুমে বসেনি মাসুদ রানা। একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে ও, নিজের ছদ্মবেশ দেখে নেওয়ার ফাঁকে প্যাসেজে বেরুবার দরজাটার উপর একটা চোখ রেখেছে।

সেটা খুলে ভিতরে ঢুকল ক্যাপটেন কার্দিশ। আয়নায় তাকে দেখতে পেয়ে মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা। তরুণের চেহারায় চাপা উত্তেজনা। ধীর, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘুরল ও। 'ম্যাডাম টোনা কী...'

'তিনি এখানে নেই। আর্মি বেসে ধরে নিয়ে গিয়ে ইন্টারোগেট

করা হচ্ছে তাঁকে।' ডান হাতটা পিছন থেকে সামনে নিয়ে এল কার্দিশ। পিস্তল নেড়ে ইঙ্গিত করল সে। 'ওদিকে যাও, দেয়ালে দু'হাত রেখে দাঁড়াও। কোনরকম কৌশল নয়, মাসুদ রানা।'

মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল রানা। বুঝতে পারা উচিত ছিল এটা একটা ফাঁদ। পিছিয়ে এসে দেয়ালে হাত রেখে দাঁড়াল ও। 'মাসুদ রানা?' ভান করল কিছুই বুঝতে পারছে না।

'ন্যাকামি করে লাভ নেই। তুমি ধরা পড়ে গেছ, ব্রাদার। তোমার ছবি দেখেছি আমি।'

'মোসাদ?' বুঝতে পারছে রানা, অভিনয় করাটা এখন শুধু সময় নষ্ট।

'ঠিক মোসাদ নয়, মোসাদের একটা শাখা–এমআইজে,' বলেই মনে মনে দাঁত দিয়ে জিভ কাটল কার্দিশ, বোকার মত গোপনীয় একটা তথ্য দিয়ে ফেলেছে সে। তারপর ভাবল–অবশ্য কিছু আসে যায় না, কারণ এ ব্যাটাকে জ্যান্ত ফিরতে দেওয়া হবে না। খালি হাতটা দিয়ে দ্রুত সার্চ করল সে রানাকে। 'প্রথমে এখানে আমরা চারজন ছিলাম। তুমি আসছ না দেখে চলে গেল বাকি সবাই। আমরা তিনদিন হলো তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'ঠিক বুঝলাম না,' বলল রানা, আসলে না বোঝার ভান করছে। 'সবাই জানে এমআইজে মানে "মুসলিমস ইন জিহাদ"। এটা এক শ্রেণীর ফিলিস্তিনী ইসলামী দার্শনিক ও মৌলানাদের একটি সংগঠন, মুসলমানদের আত্মশুদ্ধির জন্যে জিহাদের ডাক দেয়। অথচ তুমি বলছ এমআইজে মোসাদের একটা শাখা...'

'হ্যাঁ, জানি,' রানাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল কার্দিশ। 'ওই সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে ওদের, অর্থাৎ ফিলিস্তিনী মুসলিমদের দুর্নাম ছড়াবার জন্যে মোসাদ একটা প্ল্যান করেছে।'

কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল রানা, 'এখন কী হবে?'

'কিচেন থেকে এইমাত্র টেলিফোন করলাম আর্মি বেসে। ট্রুপস

ক্যারিয়ার নিয়ে জেনারেল আইয়াহু ওয়াহাবা আসছেন। বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবেন তিনি।' বয়স কম, বাবার প্রভাবে দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে ক্যাপটেন হয়েছে, বেশি কথা বলার অভ্যাসটা এখনও যায়নি তার।

'তুমি?' ছেলেটি নার্ভাস, ভাবল রানা। আর্মি বেস এখান থেকে কত দূরে জানে ও, পাহাড়ী পথ ধরে একটা গাড়ির অন্তত এক ঘণ্টা লাগার কথা।

'ক্যাপটেন কার্দিশ,' জবাব দেওয়ার সময় নিজের অজান্তেই বুকটা ফুলে উঠল তার। 'আমি জেনারেল ওয়াহাবার ছেলে।'

'ও।' একদম শান্ত রানা। 'আমরা তা হলে...'

'অপেক্ষা করব,' বলে একটা চেয়ার দেখাল কার্দিশ।

এগিয়ে এসে চেয়ারটায় বসল রানা, আয়নাটা ওর সামনে পড়ল। চোখ তুলতেই দেখল ওর পিছনে, দেয়াল ঘেঁষে ফেলা একটা টুলে বসল কার্দিশ।

এক মিনিটও পার হয়নি, পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল কার্দিশ। দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভিয়ে ঘরের কোণে ফেলতে গিয়েও ফেলল না, টুল ছেড়ে উঠে একটু ঘোরা পথ ধরে এগিয়ে এল টেবিলটার দিকে।

রানার মুখোমুখি, আয়নার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল কার্দিশ। হাতের কাঠিটা অ্যাশট্রেতে ফেলল। রানার দিকে তাকিয়ে আছে।

টেবিলে চোখ, চিন্তিত দেখাচ্ছে রানাকে। 'একটা সিগারেট হবে?' মুখ তুলে জানতে চাইল ও।

প্যাকেটটা বের করে টেবিলের মাঝখানে ছুঁড়ে দিল কার্দিশ। সিগারেট ধরাচ্ছে রানা, একটা চেয়ার টেনে বসল সে। মনের ঘড়ি টিকটিক করছে, শুনতে পাচ্ছে রানা; কার্দিশ ফোন করে ফিরে আসার পর তিন মিনিট পেরিয়ে গেছে।

'চা, না কফি?' পেট মোটা ফ্লাস্কটার দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘কফি,’ বলল কার্দিশ। একমুহূর্ত পর আবার বলল, ‘নিতে পার।’

ট্রে-টা নিজের দিকে টেনে আনল রানা। ফ্লাস্ক থেকে একটা কাপে কফি ঢালল। বেশ গরম, ধোঁয়া উঠছে কাপ থেকে।

‘আমাকেও এক কাপ দাও,’ বলল কার্দিশ।

রানা ভাব দেখাল প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে।

আমি তোমার চাকর নই, বা এ-ধরনের কিছু হয়তো বলবে, ভাবল কার্দিশ।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, যেন সামলে নিল নিজেকে। তারপর চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে আরেকটা কাপে কফি ঢালতে শুরু করল।

‘তুমি যদি সত্যি মাসুদ রানা হও,’ চাপা হাসির সঙ্গে বলল কার্দিশ, ‘আমাদের মোসাদের সবাই এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব গর্ব করবে। আমি হুকুম করেছি, আর তুমি–মাসুদ রানা–আমাকে কফি পরিবেশন...’

ভরা কাপের পুরো কফিটুকু ওর মুখে ছুঁড়ে দিল রানা, একই সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে জোর এক ধাক্কা দিল ছোট টেবিলটায়।

বুকে টেবিলের বাড়ি খেয়ে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল কার্দিশ। মুখ পুড়ে গেছে, এক হাতে চেপে ধরেছে চোখ দুটো, তবে অপর হাতের পিস্তলটা ছাড়েনি।

চোখ দুটো আবার মেলতে পারছে কার্দিশ, খালি হাতটা দিয়ে বুক থেকে টেবিলটা সরাবার চেষ্টা করছে। তাকে সাহায্য করল রানা। হ্যাঁচকা টান দিয়ে টেবিলটা তুলে ওটার কিনারা দিয়ে মারল ওর কোমরের একপাশে। নিজের অজান্তেই গুলি বেরিয়ে গেল কার্দিশের পিস্তল থেকে। টেবিলের ছাদ ফুটো করে রানার কানের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে দেয়ালে গাঁথল বুলেট। টেবিল ফেলে দিয়ে ওর পিস্তল ধরা কবজি লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল রানা, ধরেও ফেলল, মোচড়ও দিল, কিন্তু পিস্তল ছাড়বে না ক্যাপটেন। প্রাণপণে

ধস্তা-ধস্তি শুরু করল সে। আরও দুটো লক্ষ্যহীন গুলি বেরিয়ে গেল পিস্তল থেকে। সেই সঙ্গে হাঁটু দিয়ে গুতো মারছে রানার পাঁজরে। মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে দুজন। দুটো শরীরের মাঝখানে রয়েছে পিস্তলটা, দুজনের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলছে, রানা চেষ্টা করছে মায্‌লটা কার্দিশের দিকে ফেরাতে, আর কার্দিশ চেষ্টা করছে উল্টোটা।

ভোঁতা আওয়াজ হলো গুলির। একটা হার্টবিট মিস্ হয়ে গেল রানার। জানে গুলিটা লেগেছে ওকে। তবে কোথায় লেগেছে ঠিক ঠাহর করতে পারছে না। মনের ভিতর টিক-টিক করছে ঘড়িটা। হঠাৎ অনুভব করল কার্দিশের পেশি শিথিল হয়ে যাচ্ছে। কঠিন বাঁধনে ঢিল দিল ও, পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে কার্দিশকে ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল।

কার্দিশের বাম বুকের কাছে কালো জোব্বায় একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। এইমাত্র গরম, চটচটে রক্ত বেরুতে শুরু করল গর্তটার মুখ থেকে। এক চিলতে বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটল রানার ঠোঁটের কোণে। জায়গামত লাগলে চলে যেতে খুব বেশি সময় লাগে না। এই চলে যাওয়াটা ওরও হতে পারত। শার্টের বোতাম খুলে বুকের পাশে তাকাল ও। পাঁজরের খানিকটা চামড়া লাল হয়ে আছে, সম্ভবত মাজল্ ফ্ল্যাশের কারণে।

টিক-টিক, টিক-টিক...

শুরতেই কেঁচে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে অ্যাসাইনমেন্টটা।

দরজার দিকে ছুটল রানা, জানে ওর নীল শার্টের সামনে সামান্য হলেও রক্ত লেগে রয়েছে। খুঁজলে হয়তো বাড়িটায় কার্দিশের একটা শার্ট পাওয়া যাবে, কিন্তু সময় নেই হাতে। এমআইজে-র জেনারেল আইয়াহু ওয়াহাবা এখানে পৌঁছাবার আগে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে ওকে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা হলো ঢুকেছে ও ইজরায়েলে, এরইমধ্যে খুন করে বসেছে ইহুদি দানবের একমাত্র সন্তানকে।

আরও দুটো ঠিকানা দেওয়া হয়েছে রানাকে। দ্বিতীয়টি এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে, আন্ডারটেকার জেফাদ সালামান-এর দালান।

ইহুদি, মুসলমান ও খ্রিস্টান—সব ধর্মের লাশেরই দেখ-ভাল, অর্থাৎ দাফন-কাফনের আয়োজন করা হয় সালামানের প্রতিষ্ঠানে। এই কাজের জন্য সব ধর্মের কর্মচারী রাখে সে। তবে চলতি হপ্তায় পাঁচ দিনের জন্য তাদেরকে ছুটি দেয়ার কথা তার।

সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে চারদিকটা দ্রুত একবার দেখে নিল রানা। কেউ কোথাও নেই। ধাপ কটা টপকে কুয়ার ধারে চলে এল। সাইকেলে চড়ে প্যাডেল চালাল জোরে। ঢালের উপর উঠে এসে সাইকেল ছোটাল পশ্চিমে।

ডেব্রা টোনার কথা ভাবছে রানা। নিশ্চয়ই কোথাও মারাত্মক কোনও ভুল করেছেন ভদ্রমহিলা। ধরা পড়বার সেটাই কারণ। তারপর ভাবল, এমআইজে-র ডিরেক্টর জেনারেল আইয়াহু ওয়াহাবা নিজের ঘাঁটি ছেড়ে এদিকে কী করছে?

শুকনো ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়েছে আঁকাবাঁকা পাথুরে পথ। কখনও চড়াই, কখনও উতরাই। গায়ের জোরে প্যাডেল করে একটা ঢালের মাথায় চড়ার সময় সব কথা একবার ভেবে নিল রানা।

বিসিআই হেডকোয়ার্টার, ঢাকা।

এমন কখনও হয় না। কাল রাতে মেসেজ পাঠিয়ে মাসুদ রানাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আজ ওকে নিয়ে জরুরি মিটিঙে বসবেন ওর বস্, মেজর জেনারেল [অবসরপ্রাপ্ত] রাহাত খান। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সকাল দশটায় ওকে হাজির হতে হবে তাঁর চেম্বারে।

জরুরি মিটিং মানে, ধরে নিতে হয়, নতুন একটা অ্যাসাইনমেন্ট পেতে যাচ্ছে রানা। মনটা স্বভাবতই উত্তেজনায়

নেচে উঠল, অজানা বিপদের মুখে পড়তে হবে ভেবে কাঁটা দিচ্ছে গায়ে।

কৌতূহলে মরে যাচ্ছে, অ্যাসাইনমেন্টটা সম্পর্কে আগেভাগে কিছু জানার আশায় নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ-সাত মিনিট আগেই আজ জায়গামত পৌঁছে গেল রানা।

এটা আউটার রুম, রাহাত খানের পার্সোনাল সেক্রেটারি ইলোরা বসে এখনে। দেখা যাক সুন্দরীকে মুখ খুলতে রাজি করানো যায় কিনা।

ম্যাচ করে পরা কমলা-হলুদ শাড়ি-ব্লাউজ ওর একহারা শরীরে প্যাঁচানো লকলকে শিখার মত লাগছে। কিন্তু রানাকে দেখেই গম্ভীর ও ব্যস্ত হয়ে উঠল ইলোরা। কবজিতে বাঁধা ছোট্ট রিস্টওয়াচে চোখ বুলিয়ে ভুরু কোঁচকাল। 'এখনও ছয় মিনিট বাকি। বস্ বলেছেন ঠিক দশটায়।'

'গুলি মারো বস আর তোমার ঘড়ির কাঁটাকে,' বেপরোয়া একটা ভঙ্গি করে বলল রানা, যেন খুব ফুর্তিতে আছে। 'আসলে তোমার সঙ্গে গল্প করার জন্যে একটু আগে চলে এলাম...'

কেমন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল ইলোরা। 'এই সময় গল্প? কী গল্প?'

'না, মানে, ইয়ে...একটা প্রস্তাব ছিল আর কী।'

'প্রস্তাব?'

'ভূমিকা ইত্যাদি বাদ, ঠিক হ্যায়? তুমি অসম্ভব সুন্দরী, তাই আজ সন্ধ্যায় চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়ার জন্যে সঙ্গিনী হিসেবে তোমাকেই আমি পছন্দ...'

'ঠিক আছে, আমি রাজি,' রানার কথা শেষ হওয়ার আগেই জানিয়ে দিল ইলোরা। 'ধন্যবাদ। কখন? কোথায় যেন?' নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'ধীরে, সুন্দরী,' হেসে উঠে বলল রানা। 'এর মধ্যে একটা শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?'

'একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তোমার জন্যে ব্যাপারটা প্যানির মত সহজ।'

'কী প্রশ্ন?' ইলোরার কণ্ঠস্বরে রাজ্যের বিরক্তি।

'এবারের অ্যাসাইনমেন্টে বস্ কোথায় পাঠাচ্ছেন আমাকে?'

কথা না বলে মাথা নাড়ল ইলোরা।

'মানে?'

'আমি যতদূর জানি, 'বস্ তোমাকে কোথাও পাঠাচ্ছেন না,' বলল ইলোরা। 'এমনকী তিনি তোমাকে ব্রিফ করবেন বলেও মনে হয় না।'

'সে কি! তা হলে কাল রাতে জরুরি মেসেজ পাঠিয়ে...'

'অনুমতি নেই, রানা, কাজেই যতটুকু বলেছি তার বেশি আমি তোমাকে বলতি পারছি না। আরও একদিন খাওয়াতে চাইলেও না। দুঃখিত।'

ঠিক এই সময় ডেস্কের ইন্টারকমটা পিপ-পিপ করে উঠল।

রিসিভার তুলে একটা বোতামে চাপ দিল ইলোরা। স্পিকার থেকে বিসিআই চিফ রাহাত খানের ভরাট কণ্ঠস্বর ভেসে এল, রানাও শুনতে পাচ্ছে। 'এমআর-নাইনকে পাঠিয়ে দাও, ইলোরা।'

'ইয়েস, সার,' বলল ইলোরা।

ওর দিকে একবারও না তাকিয়ে ঘুরল রানা, এগিয়ে এসে নক করল চেম্বারের দরজায়, বসের প্রত্যাশিত ভরাট কণ্ঠস্বর শোনার অপেক্ষায় খাড়া হয়ে আছে কান।

'কাম ইন।'

ভিতরে ঢুকে একটু অবাক হয়ে রানা দেখল, চেম্বারে একা নন বস্। ডেস্কে, তাঁর মুখোমুখি, লম্বা-চওড়া এক ভদ্রলোক বসে আছেন।

বড়সড়, টকটকে ফরসা, প্রায় চারকোণা একটা মুখ; শালপ্রাংশু শরীর; চেয়ারে বসে আছেন শিরদাঁড়া সোজা করে।

বয়স ষাট-বাষট্টি হলেও সাদা সুতি শার্টের বাইরে পেশির নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে। রানা ধারণা করল, সামরিক বাহিনীর কোনও কর্মকর্তা হবেন।

কিন্তু কে? এখানে কী করছেন?

টিকালো নাক। গোঁফ জোড়া চওড়া। রানা ভাবল, মধ্যপ্রাচ্যের কোনও দেশ থেকে এসেছেন? আকার-আকৃতি, চেহারা ইত্যাদি দেখে বদরাগী বাঘের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে ওর সন্দেহ হলো এই বাঘকে কী একটা কারণ যেন ম্রিয়মান করে রেখেছে।

ইতিমধ্যে ডেস্কের সামনে পৌঁছে গেছে রানা।

'এসো, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই,' বললেন রাহাত খান। 'ইনি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট মিস্টার আসাদের চাচাতো ভাই, মেজর জেনারেল ইশতিয়াক হাশেমি। জেনারেল হাশেমি, ও আমার মাসুদ রানা।'

শেষ কথাটা যেন মধু বর্ষণ করল রানার কানে। *আমার মাসুদ রানা!*

নড়াচড়ায় কোনও বিরতি বা আড়ষ্টতা ছাড়াই চেয়ার ছাড়লেন জেনারেল হাশেমি, ঘুরে রানার চোখে চোখ রাখলেন, দীর্ঘ ও ফরসা হাতটা বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে। 'গ্লাড টু মিট ইউ, ইয়ং ম্যান, গ্লাড টু মিট ইউ,' কথাগুলো এমন সুরে বললেন, যেন চেষ্টা করেও ভাবাবেগের লাগাম টেনে রাখতে পারছেন না। ভদ্রলোক অস্বাভাবিক লম্বা, একটা টাওয়ারের মত ঝুঁকে আছেন রানার দিকে।

'মাই প্লেজার, সার,' হাতটা ধরে বলল রানা। এয়ার-কুলড কামরাতেও জেনারেল হাশমির তালু ঘামে ভিজে আছে বুঝতে পেরে একটু অবাকই হলো।

'বসো তোমরা,' ভারী গলায় বললেন রাহাত খান।

নিজের চেয়ারে বসলেন জেনারেল হাশমি, তবে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে। তাঁর চোখে-মুখে আশ্চর্য একটা ভাব লক্ষ

করল রানা—যেন একজন করুণাপ্রার্থী। ও ভাবল, নাকি ভুল হচ্ছে আমার? ধীরে ধীরে পাশের খালি চেয়ারটায় বসল ও।

'আমি তোমাকে একটু পরে ব্রিফ করব,' বললেন রাহাত খান। 'তার আগে জেনারেল হাশেমি কী বলতে চান মন দিয়ে শোনো। তাঁর ব্যক্তিগত কিছু কথা আছে, বিশেষভাবে তোমাকে বলার জন্যেই দামেস্ক থেকে ঢাকায় ছুটে এসেছেন তিনি।' জেনারেল হাশেমির দিকে তাকালেন। 'গো অ্যাহেড, প্লিজ।'

'ধন্যবাদ, জেনারেল খান,' ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন সিরিয়ান সামরিক কর্মকর্তা, তারপর পাশে বসা রানার দিকে একটু ঘুরে বসলেন। 'মা-মরা একটাই ছেলে আমার,' কোনও ভূমিকা না করে সোজা কাজের কথা পাড়লেন ভদ্রলোক। 'নাম বশিরুল হাশেমি। দেশরক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি তাকে যথেষ্ট সময় ও প্রয়োজনীয় গাইডেন্স দিতে পারিনি। ফলে যা চাইনি তাই ঘটে গেছে। মাত্র সতের বছর বয়স, এখনও ভাল করে দাড়ি- গোঁফ গজায়নি, আমাকে কিছু না জানিয়ে যোগ দিয়ে বসেছে এমআইজে-তে, দুনিয়ার মুসলমানকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার জন্যে কাজ করবে।' একটা রুমাল বের করে মুখ মুছলেন তিনি।

রানা ভাবছে, অ্যাসাইনমেন্টটা কী? বসের দিকে একবার তাকাল ও, কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

'আমি যখন জানলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শুরু করলেন জেনারেল হাশেমি। 'বশির জেরুজালেমে গিয়েছিল এমআইজে-র তরুণদের শাখায় নাম লেখাতে। ইজরায়েলি ইন্টেলিজেন্স মোসাদ তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে।'

রানা লক্ষ করল, চেয়ারের হাতল দুটো চেপে ধরলেন জেনারেল হাশেমি, তা সত্ত্বেও একটু একটু কাঁপছে হাত দুটো।

'খবর পেয়েই পাগলের মত ছুটোছুটি শুরু করলাম।' আবার রুমালে মুখ মুছলেন সিরিয়ান জেনারেল। 'মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম

বিশ্বের এমন কোনও ইন্টেলিজেন্স নেই যেটার কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করিনি। তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ আমি, কারণ তাঁরা সবাই আমাকে তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তথ্যটা হলো, দুর্গম একটা এলাকায় বশিরকে বন্দি করে রেখেছে মোসাদ।

'এবার বলি তাঁরা কী পরামর্শ দিয়েছেন। সবাই একমত হয়ে জানিয়েছেন, ওখান থেকে বশিরকে উদ্ধার করার চেষ্টা মাত্র একবারই করা যাবে, দ্বিতীয় কোন সুযোগ পাওয়া যাবে না। তাই এই কাজের জন্যে এমন কাউকে দরকার, যার সফল হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তাঁরা সবাই আপনার নাম বলেছেন, মিস্টার রানা। বলেছেন, ইজরায়েলের ভেতর থেকে মোসাদের মুখের গ্রাস কেড়ে আনার মত অসম্ভব কাজ আর হয় না। এ-ধরনের কাজ হাতে নেয়ার কথা একমাত্র আপনিই নাকি ভাবতে পারেন।

'আমার কথা এখানেই শেষ। এখন আমি আপনাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকব।'

ঠিক এই সময় দরজায় নক করে ভিতরে ঢুকল ইলোরা, হাতে একটা ট্রে, তাতে কিছু কুকি ও কোল্ড ড্রিঙ্কস দেখা যাচ্ছে।

'তোমার সব অ্যাসাইনমেন্টই কঠিন,' ব্রিফ-এর শুরুতেই বললেন বিসিআই চিফ রাহাত খান। ইতিমধ্যে কুকি ও কোল্ড ড্রিঙ্কস সদ্ব্যবহার করা হয়ে গেছে, ফিরে এসে ট্রেটাও নিয়ে গেছে ইলোরা। 'তবে তোমাকে ইজরায়েলের ভেতরে কোথাও পাঠাতে হলে আমার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়।'

হার্টবিট বেড়ে গেল রানার। সেই সঙ্গে রক্তে অ্যাড্রেনালিনের মাত্রাও। রোমাঞ্চের স্বাদ উপভোগ করতে শিখে ফেলেছে শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু। আচ্ছা, জেনারেল হাশেমির কথা শুনে যা আন্দাজ করেছে তা-ই, আবার সে-ই নরকে ঢুকতে হবে ওকে।

'কাজটা কী, সার? ইজরায়েলের কোথায় যেতে হবে?'

'নেগেভ মরুভূমিতে। কী কাজ? কাজ আসলে একটা নয়। তার আগে শোনো কাজটার সঙ্গে কীভাবে আমরা জড়ালাম। এখানে কাকতালীয় একটা ব্যাপার ঘটছে। তুমি নিশ্চয়ই এমআইজে-র নাম শুনেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জী, সার, শুনেছি।'

'এ সম্পর্কে কী জানো বলো,' ভারী কণ্ঠস্বর থেকে ঢালাও নির্দেশ এল।

কী জানে স্মরণ করছে রানা। এমআইজে মানে মুসলিমস ইন জিহাদ। প্যালেস্টাইনের ইসলামী দার্শনিক ও মৌলানাদের এই সংগঠনটি জিহাদের ডাক দিলেও, প্রথমদিকে তাদের উগ্র কোনও কর্মসূচি ছিল না। কিন্তু কিছুদিন হলো এমআইজে চরমপন্থী একটা সন্ত্রাসী গ্রুপে পরিণত হয়েছে। এখন ওটা আল কায়েদার মতই কুখ্যাত। প্যালেস্টাইনী আত্মঘাতীরা তো আছেই, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সিরিয়া, মিশর, জর্দান, সৌদি আরব, ইয়েমেন, মরক্কো ও ইরাকী ধর্মান্ধ বহু লোক। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে না, দেশে দেশে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন ও বৈষম্য হচ্ছে, এই সব অজুহাত তৈরি করে বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায়, স্যাবটাজ চালাচ্ছে তারা। আল কায়েদার মতই মুসলমানদের উপকার নয়, আসলে অপকারই করছে এই এমআইজে।

যা জানে সংক্ষেপে বস্‌কে বলল রানা।

'তুমি ভুল জানো,' বললেন বস্। 'তোমার মত আমরাও সবাই ভুল জানতাম। প্রথম কথা, মুসলিমস ইন জিহাদ নামে প্যালেস্টাইনে যে সংগঠনটা গড়ে তোলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ—সমস্ত অন্যায়-অত্যাচার ও অপরাধের বিরুদ্ধে, এমন কী ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধেও জিহাদ করার, অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির আহ্বান

জানায়। কারণ ইসলাম তো শান্তির ধর্ম। এই ধর্ম মানুষ হত্যা সমর্থন করে না। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, আত্মঘাতী বোমা হামলা শুরু করে দিয়েছে তারা। পশ্চিমা মিডিয়া ব্যাপারটা নিয়ে হই-চই বাধিয়ে দিল। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ইন্টেলিজেন্সগুলো খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারল, আত্মঘাতী বোমা ফাটাবার জন্যে এমআইজে দায়ী নয়, দায়ী ইজরায়েলি ইন্টেলিজেন্স মোসাদ। এমআইজে-র নাম ভাঙিয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় নিরীহ মানুষকে পাইকারী হারে খুন করছে তারা, যাতে মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ চাপে।'

রানা স্তম্ভিত। 'আশ্চর্য, সার!'

'আমার তো ঘোরতর সন্দেহ, যদিও আল কায়েদার সন্ত্রাসী কার্যক্রম আছে, তাদের নামও এভাবে ভাঙানো হচ্ছে কিনা।'

'ইয়াল্লা!'

'এই ব্যাপারটাও আমরা খতিয়ে দেখব। তবে এখনকার বিষয় হলো এমআইজে...'

'এমআইজে-র নাম ভাঙিয়ে মোসাদ ঠিক কীভাবে কী করছে, সার?' জানতে চাইল রানা।

রানাকে একটা ফাইল পড়তে দিলেন রাহাত খান। 'এটায় একবার চোখ বুলিয়ে নাও।'

একটা ব্যাপার বেশ কিছু দিন ধরেই ঘটছিল। অনেক দেশে আত্মঘাতী হামলার পর দেখা যাচ্ছিল কোনও না কোনও উগ্রপন্থী মুসলিম নেতার লাশ পড়ে আছে অকুস্থলে। এ-থেকে সবাই ধরে নিচ্ছিল ওই ফ্যানাটিক মুসলিম নেতার নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট হামলাটা হয়েছে। এ-ধরনের প্রতিটি ঘটনার পর ইজরায়েলি ও পশ্চিমা মিডিয়া রটিয়ে দিচ্ছিল, সংশ্লিষ্ট উগ্রপন্থী মুসলিম নেতাটি এমআইজে-র সদস্য। জেরুজালেম থেকে এমআইজে এর প্রতিবাদ করলেও তা প্রচার করা হয়নি। আর ওই সব নিহত লোকেদের সংগঠন দাবি করছিল, তাদের নেতাদেরকে কিছুদিন

আগে অপহরণ করা হয়েছে, এবং তাঁরা এ-ধরনের আত্মঘাতী হামলার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন না—এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্র আছে।

যথারীতি তাদের কথাতেও কেউ কান দেয়নি বা বিশ্বাস করেনি।

তারপর এ-ধরনের আত্মঘাতী এক হামলার পর অকুস্থল থেকে পালাবার সময় সিরিয়ায় ধরা পড়ল এক ইজরায়েলি ইহুদি। ইন্টারোগেশনে জানা গেল এমআইজে-র সদস্য সে, আর ওটা মোসাদের তৈরি একটা আন্ডারকাভার সংগঠন। তবে তার কাছ থেকে আর কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। লোকটা পুলিশ সেলে আত্মহত্যা করে।

এই ঘটনার পর আদি এবং অকৃত্রিম এমআইজে-র নেতারা নিজেরাই সংগঠনটিকে অবলুপ্ত ঘোষণা করেন। কিন্তু তারপরেও এর নাম ভাঙিয়ে একের পর এক আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে মোসাদ।

ইজরায়েলি এমআইজে-র প্রধান করা হয়েছে মোসাদের সাবেক অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জেনারেল আইয়াহু ওয়াহাবাকে। মোসাদের এই শাখার অস্তিত্ব যাতে কোনভাবে জানাজানি না হয় সেজন্যে নেগেভ মরুভূমির দুর্গম পার্বত্য এলাকায় তৈরি করা হয়েছে তাদের আলাদা একটা ঘাঁটি। এমআইজে-র সদস্যরা সবাই ইসলামবিদ্বেষী ফ্যানাটিক ইহুদি, বেশিরভাগই মোসাদ সদস্য। সেখানে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়, বন্দি করে রাখা হয় কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া মুসলিম মধ্য বা উগ্র যে-কোনও পন্থী ধর্মীয় নেতাদের।

আরব রাষ্ট্রগুলোর ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি কয়েকবার মিটিং করে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করেছে, কিন্তু কোনও সমাধান বের করতে পারেনি।

তারপর একই সঙ্গে কয়েকটা দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি

তাদের ইনফরমারদের মাধ্যমে এমআইজে-র মারাত্মক একটা স্যাবটাজ প্ল্যানের কথা জেনে ফেলল।

রাশিয়া থেকে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা হবে একটা সুপারট্যাংকার। নয় শো ফুট লম্বা ভেসেলটা নিউ ইয়র্ক সিটি হারবারে পৌঁছাবার পর টাইম বোমার সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়া হবে ওটাকে।

এলএনজি হলো তরলে পরিণত করা প্রাকৃতিক গ্যাস, যার ঘনমান ছয়শো গুণ কমানো হয়েছে তাপমাত্রা শূন্যের চেয়ে ২৬০ ডিগ্রি নীচে নামিয়ে এনে। এটা করা হয় রফতানীর উদ্দেশে জাহাজে তোলার জন্য।

এই তরল খুব দ্রুত অদৃশ্য গ্যাসে পরিণত হবে বাতাস কিংবা পানির স্বাভাবিক তাপমাত্রার সংস্পর্শে এলে। এখন যদি কোনও সুপারট্যাংকারের ট্যাংকগুলো ফেটে যায়, যাতে চার মিলিয়ন গ্যালন এলএনজি আছে, গ্যাসে ঢাকা পড়ে যাবে কম করেও দশ মাইল এলাকা। সাধারণত গন্ধহীন, রঙহীন ও স্বাদহীন এই মৃত্যুমেঘ, যার মাঝখানের তাপমাত্রা শূন্যাংকের চেয়ে ১৬০ ডিগ্রি নীচে, আশপাশের এত বেশি জলীয় কণাকে বরফ করে ফেলবে যে তখন আর অদৃশ্য থাকবে না–যদি নিঃসরণের ঘটনাটা পানির উপরে ঘটে।

এরকম একটা পরিস্থিতিতে দরকার শুধু আগুনের একটা ফুলকি। শূন্যে ভেসে থাকা গ্যাস বিস্ফোরিত হবে, পরিণত হবে অবিচ্ছিন্ন একটা আগুনের শিখায়, পুড়িয়ে ছাই করে দেবে নীচে যা কিছু থাকবে। আর যদি মেঘটা বিস্ফোরিত না হয়, কোনও কিছুর সংস্পর্শে আসা মাত্র সেটাকে বরফ করে ফেলবে। কিংবা, প্রথমেই যদি কেউ বরফ না হয়, তার অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ করে মেরে ফেলবে।

এরকম একটা ডেথ ক্লাউড–মৃত্যুমেঘ–দশ লাখ মানুষকে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে।

ফাইলটা পড়া প্রায় শেষ করে এনেছে, রানা ভাবল, সুপারট্যাংকারের নামটা জানতে হবে ওকে, জানতে হবে কীভাবে বোমাগুলো ফিট করা হয়েছে আর কারা ফিট করেছে। তারপর বোমাগুলো অকেজো করো, ধরে আনো কালপ্রিটদের। নিশ্চয়ই এটাই ওর অ্যাসাইনমেন্ট হতে যাচ্ছে। উঁহুঁ, না; বস বলেছেন ইজরায়েলে যেতে হবে ওকে। তা ছাড়া, জেনারেল ইশতিয়াক হাশেমির ছেলে বশিরকেও মোসাদ ইজরায়েলেরই কোথাও আটকে রেখেছে।

ফাইলটা বন্ধ করে বসের দিকে তাকাল ও। 'জী, সার, পড়লাম। নিশ্চয়ই নতুন কিছু ডেভেলপমেন্টও হয়েছে–সেগুলো কী, সার?'

'মিশর, সৌদি আরব, সিরিয়া, জর্দান ও প্যালেস্টাইন ইন্টেলিজেন্স চিফদের সঙ্গে জরুরি মিটিঙে বসেছিলাম গত হপ্তায়। ওঁদের আমন্ত্রণ পেয়ে গোপনে আম্মানে যেতে হয়েছিল আমাকে।' ধীরেসুস্থে নিজের ব্রায়ার পাইপে সুগন্ধী তামাক ভরছেন বিসিআই চিফ। 'ওঁরা এখনও জানেন না ওই সুপারট্যাংকারে কীভাবে বোমাগুলো ফিট করা হবে। যে-সব ইহুদি টেরোরিস্টকে কাজটা দেয়া হয়েছে তাদের পরিচয়ও বের করতে পারেননি। এমনকী ট্যাংকারের নামটা পর্যন্ত বলতে পারছেন না।'

পাইপে আগুন ধরালেন তিনি। তারপর আবার শুরু করলেন।

'সারা দুনিয়ায় একশোরও বেশি লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস ইনস্টলেশন রয়েছে, তার মধ্যে আশিটাই যুক্তরাষ্ট্রে। তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই যে আরও অনেক ফ্যাক্টর জড়িত।'

'জী, সার, বুঝতে পারছি। এমআইজে ভুল তথ্য সরবরাহ করতে পারে। হয়তো নিউ ইয়র্ক সিটি হারবার নয়, অন্য কোন বন্দর নগরী উড়িয়ে দেয়ার প্ল্যান করেছে তারা। গোটা ব্যাপারটা অন্য কোনও ষড়যন্ত্রের কাভার-আপ হতে পারে। আমার ধারণা,

সার, সমস্যার জড় কাটতে হলে টপ লিডারদের ধরতে হবে।'
'ঠিক বলেছ। আর এই সিদ্ধান্তই নিয়েছেন ওঁরা,' বললেন বিসিআই চিফ।
'ওঁরা, সার?'
'যে পাঁচটা দেশের কথা বললাম, ওগুলোর ইন্টেলিজেন্স চিফরা,' বললেন রাহাত খান। 'ওঁরা বলছেন, ইজরায়েলের দুর্গম নেগেভ মরুভূমিতে ঢুকে এমআইজে-র গোপন ঘাঁটি ধ্বংস করতে হবে, গ্রেফতার বা খুন করতে হবে জেনারেল আইয়াহু ওয়াহাবাকে, উদ্ধার করে আনতে হবে নানান দেশের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন মুক্তিযোদ্ধা ও ধর্মীয় নেতাকে।'
'নিশ্চয়ই আট-দশজনের একটা দলকে পাঠাচ্ছেন ওঁরা?' আন্দাজ করল রানা, তারপর ভাবল—ওই দলে আমাকে রাখতে হলে, নেতৃত্ব থাকতে হবে আমার হাতে।
'না, এই অ্যাসাইনমেন্টে এত লোক পাঠাবার উপায় নেই। মাত্র একজনকে যেতে হবে,' বললেন বস্। 'সেই একজন হতে পার তুমি। এই অনুরোধটা করার জন্যেই আম্মানে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাকে। প্লটটা যেভাবে সাজানো হয়েছে, তাতে আমারও মনে হয়েছে, একা শুধু তোমার পক্ষেই এটাকে সফল করা সম্ভব হতে পারে। মিটিঙে আমাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তাঁদের অনুরোধ আমি যদি না রাখি, কিংবা কোন কারণে তুমি যদি যেতে না পার, এই অ্যাসাইনমেন্ট বাতিল করতে হবে তাঁদের।'
রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ডান হাতটা সামান্য একটু তুলে বাধা দিলেন বস্।
'কাকতালীয় ব্যাপারটা সম্পর্কে তখনই জানতে পারলাম আমি,' বললেন তিনি। 'ওখানকার একটা মিটিঙে পরিচয় হলো জেনারেল হাশেমির সঙ্গে। তাঁর ছেলের কথা শুনলাম। শুনে তাঁকে আমি আশ্বস্ত করলাম, বিসিআই থেকে যদি কেউ ইজরায়েলে যায়, বশির ওখানে থাকলে অবশ্যই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে

সে। কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, বললেন প্রস্তাবটা সরাসরি তোমাকে না দিতে পারলে অবহেলাজনিত অপরাধ-বোধে ভুগবেন।'

একেবারে অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার ঘটে গেল। আগেই রানার দিকে ঘুরে বসেছিলেন জেনারেল হাশেমি, হঠাৎ ওর হাত দুটো শক্ত করে চেপে ধরলেন তিনি। এতক্ষণে রানা বুঝল, রুমাল দিয়ে মুখ মোছার ছলে ভদ্রলোক আসলে চোখের পানি গোপন করছিলেন। 'রানা, প্লিজ!' কাঁদতে কাঁদতে বললেন তিনি। 'আমার প্রতি দয়া করো। আমার বশিরকে তুমি ফিরিয়ে আনো। হায়াত-মউত আল্লার হাত, কিন্তু নিজেকে এই বলে যেন সান্ত্বনা দিতে পারি যে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্বটা দেয়া হয়েছিল...'

বস্-এর দিকে একবার তাকাল রানা, তারপর শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে শুধু বলল, 'আমি যাব, সার।'

'আমিও ওঁদেরকে মোটামুটি এইরকম ধারণাই দিয়ে এসেছি, সব শুনলে তুমি যেতে চাইবে,' বললেন রাহাত খান। ক্ষীণ হলেও, কণ্ঠস্বরে ধরা পড়ল প্রিয় শিষ্যকে নিয়ে ভিতর ভিতর গর্ব অনুভব করছেন বৃদ্ধ।

'অসংখ্য ধন্যবাদ! তোমার এই বিবেচনা-বোধ কোনও দিন আমি ভুলব না,' বলে চেয়ার ছাড়লেন জেনারেল হাশেমি, টান দিয়ে রানাকেও বাধ্য করলেন দাঁড়াতে। তারপর ওকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

দশ মিনিট পর। ইতিমধ্যে জেনারেল হাশেমি শান্ত হয়েছেন। রানা ও রাহাত খানের কাছ থেকে বিদায় নেয়াও হয়ে গেছে তাঁর। এই মুহূর্তে বিসিআই-এর একটা গাড়ি তাঁকে নিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে।

'নিশ্চয়ই কিছু ইনফরমেশন দিয়েছেন ওঁরা,' আবার কাজের প্রসঙ্গে ফিরে এসে বসকে বলল রানা। 'ঘাঁটির অবস্থান সম্পর্কে

ধারণা, ম্যাপ, ইনফরমারের ঠিকানা, স্লিপার এজেন্ট...'

'ইনফরমার ও স্লিপার এজেন্ট–ইয়েস,' বললেন বস্।

তাঁরপর ব্যাখ্যা করলেন।

গত চার মাস ধরে দুই প্যালেস্টাইনি ইনফরমার–ভাই ও বোন–সিরিয়ান, ইজিপশিয়ান, জর্দানী ও আরব ইন্টেলিজেন্সকে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য দিয়ে সাহায্য করে আসছে। এরা দু'জন মোটা টাকার বিনিময়ে ইজরায়েলি এমআইজে-র কাছেও তথ্য বেচে।

রানা জানতে চাইল, 'দু'মুখো সাপ, সার?'

না, বললেন বস্। এরা দু'জন আসলে প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মির গোপন সদস্য, হাই কমান্ডের নির্দেশে এমআইজেতে ঢোকার চেষ্টা করে সফল হয়েছে–ইহুদি হিসেবে। যাই হোক, সুপারট্যাংকার উড়িয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তথ্যটা প্রথমে এদের কাছ থেকেই পেয়েছে সিরিয়া।

নিশ্চয়ই তারা এমআইজের গোপন ঘাঁটিটা চেনে? জানতে চাইল রানা।

'প্রথমে চিনত না,' বললেন বস্। 'মাত্র কিছুদিন আগে চিনেছে। 'সঙ্গে সঙ্গে তথ্যটা জানিয়েও দিয়েছে তারা প্যালেস্টাইনি ও সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্সকে।'

'ইজরায়েলে ঢুকে এই দুই ইনফরমারের সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'সার?'

'হ্যাঁ। তবে দু'জন স্লিপার এজেন্ট আছে নেগেভ মরুভূমিতে। একজন জর্দানী, আরেকজন সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্সের লোক: ম্যাডাম ডেব্রা টোনা ও জেফাদ সালামান।' রানার দিকে একটা ফোল্ডার বাড়িয়ে দিলেন রাহাত খান। 'এটায় ওদের সম্পর্কে বিস্তারিত সব লেখা আছে। এদের যে-কোনও একজনের সাহায্য নিয়ে প্যালেস্টাইনি ভাই-বোনের কাছে পৌঁছাতে হবে তোমাকে। ওরা দু'জন একটা টিম হিসেবে কাজ করে।' চশমার কাঁচ মছছেন তিনি।

'পৌঁছালাম। তারপর, সার?'

'তারপর কী, এ-ও বলে দিতে হবে বুঝি আমাকে?' প্রায় ধমকে উঠলেন বস্। 'ওদের আসল নাম উম্মে সুলতানা ও মোহাম্মদ আয়াশ। ইহুদি নাম তায়ফা সালোনা ও আব্রা কোয়াফ। ওদের কাভার নষ্ট করা যাবে না কিছুতেই। কথা হয়েছে কোয়াফ ওরফে আয়াশ তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, দূর থেকে দেখিয়ে দেবে এমআইজের ঘাঁটিটা। বাকি যা কিছু করার, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, তোমার একা করতে হবে। তোমাকে সাহায্য করবে, এমন কেউ নেই ওখানে। আরেকটা কথা, সম্ভব হলে ওখান থেকে অকাট্য কিছু প্রমাণও যোগাড় করে আনতে হবে তোমাকে. দুনিয়ার মানুষকে যাতে বিশ্বাস করানো যায় এসবের জন্যে মোসাদ দায়ী। আর কিছু জানতে চাও?'

বুড়োকে খেপিয়ে দিয়েছি, ভাবল রানা। আসলে আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বুঝতে পেরে নিজের উপরই চটে আছেন। 'না…হ্যাঁ–আমি কখন রওনা হচ্ছি, সার?'

'ইলোরাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।' একটা ফাইল টেনে নিলেন রাহাত খান। 'আর শোনো। ইজরায়েলে যাও, বা নরকে, আমি দেখতে চাই দশদিনের মধ্যে ঢাকায় ফিরে এসেছ তুমি। তা নইলে আমি নিজে যাব তোমার খোঁজে। দুনিয়ার কাজ জমে আছে এখানে।'

'জী, সার।' বসের চেম্বার থেকে নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে এল রানা।

পাহাড়ের আড়ালে থাকায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না সূর্যটা অস্ত গেছে কিনা। শেষ তিন মাইল ছাগল ও রাখালদের চলাচলে তৈরি সরু একটা পথ পেয়ে সাইকেলটাকে তীরবেগে ছোটাল রানা। পথে কারও সঙ্গে দেখা হলো না। সামনে ছোট একটা গ্রাম দেখতে পেয়ে সাবধানে পাশ কাটাচ্ছে, বোধহয় ওর গন্ধ পেয়ে ঘেউ ঘেউ

করে উঠল একটা কুকুর। মাংস ও মশলার সুগন্ধের সঙ্গে ভেসে আসছে একটা শিশুর কান্না। তারপর পিছিয়ে পড়ল গ্রামটা। ঠিক তখনই বিদ্যুচ্চমকের সঙ্গে শুরু হলো তুমুল বৃষ্টিপাত। আচমকা।

পথের শেষ মাথায় আরেকটা গ্রাম। এটাকে এড়াবার উপায় নেই। এই গ্রামেরই শেষ মাথায় জেফাদ সালামানের দালানটা। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার ছায়া আরও অনেক গাঢ় হয়েছে। গির্জাটাকে পাশ কাটিয়ে এল রানা, ভিতরে বা বাইরে কাউকে দেখল না। এরপর সরু একটা রাস্তা, দু'পাশে পাথরের দেয়াল। এটা প্রাচীন রোমান শহরের ধ্বংসাবশেষ, ইজরায়েলি খ্রিস্টানরা নিজেদের মত ঠিকঠাক করে নিয়ে বসবাস করছে।

ভিজতে ভিজতে একটা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল রানা। কয়েকটা গেটের ভিতর বিশাল উঠান দেখা যাচ্ছে, বাড়ি-ঘর সব ভিতর দিকে।

এরকম একটা বাড়ির বন্ধ গেটে এসে থামল রানা। গেটের মাথায় বালবসহ একটা সাইনবোর্ডে হিব্রু, আরবী ও ইংরেজি ভাষায় একটা মাত্র শব্দ লেখা রয়েছে—মর্টিশান।

পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকল রানা। উঠানটা পার হয়ে সদর দরজার সামনে এসে সাইকেল থেকে নামল। বড়সড় দরজার পাশে ছোট একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। কলিংবেলের বোতামে চাপ দিয়ে অপেক্ষা করছে ও।

কয়েক সেকেন্ড পর পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। তারপর শান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'কে এল?' হিব্রু ভাষায় করা হলো প্রশ্নটা।

'আমি, আল আরিশ।'

'ওহ্, গড! আপনি!' বলল লোকটা, এবার ইংরেজিতে।

ছোট দরজাটা খুলে গেল। মোটাসোটা এক লোক উঁকি দিল বয়স হবে চল্লিশ। প্রথমে সাইকেলটা ঢোকাল রানা, তারপর নিজে ঢুকল।

'আপনাকে কেউ এদিকে আসতে দেখেছে?' দরজাটা বন্ধ করে জানতে চাইল আন্ডারটেকার জেফাদ সালামান।

'তা বোধহয় দেখেনি, তবে মাইল পাঁচেক পুবে এক লোককে খুন করে এসেছি আমি।'

'ওহ্, গড! আমার সঙ্গে আসুন।' সাইকেলটা রানার কাছ থেকে নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল সালামান। 'একটা কাজের মধ্যে রয়েছি, সেটা শেষ করার ফাঁকে আপনার কথা শুনব।'

'আপনি এখানে...'

'একা। আমাকে যেমন বলা হয়েছে, ছুটি দিয়ে যার যার গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছি কর্মচারীদের। আসুন।'

রানা নড়ছে না। 'মিস্টার সালামান,' বলল ও, 'আমি খুন করেছি মোসাদের একজন ক্যাপটেনকে। জানি না কার দুর্ভাগ্য, সে আবার জেনারেল আইয়াহু ওয়াহাবার ছেলে।'

অকস্মাৎ স্থির হয়ে গেল সালামান। তারপর চোখ বুজল। অস্ফুটে বলল, 'যিশু! মেরি! রক্ষে করো! তারপর চোখ খুলে প্রশ্ন করল। 'আপনি ঠিক জানেন, এর মধ্যে কোনও ভুল নেই?'

মাথা নাড়ল রানা। 'নেই।'

'আমার সঙ্গে আসুন,' বলে সাইকেলটা ধরে শূন্যে তুলল সালামান, চওড়া করিডর ধরে ছুটল। কয়েকটা বন্ধ দরজাকে পাশ কাটাল ওরা। বাঁক নিল। ডান পাশে পড়ল বড়সড় একটা কামরা, দরজাটা খোলা। সালামানের পিছু নিয়ে হন হন করে এগোচ্ছে রানা, ঘাড় ফিরিয়ে কামরাটার ভিতর একবার তাকাল। একটা টেবিলে এক বৃদ্ধ শুয়ে রয়েছে...উলঙ্গ একটা লাশ। নাকে এসে ধাক্কা দিল ফরমালডিহাইড-এর গন্ধ। আন্দাজ করল, এটা সম্ভবত প্রিপারেশন রুম, কফিনে ভরার আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে লাশকে সাজানো হয়।

বৃষ্টির মধ্যে বাড়িটার পিছনে ছোট একটা উঠানে বেরিয়ে এল ওরা। উঠানের মাঝখানে মাঝারি আকৃতির একটা কুয়া, চারধারের

নিচু পাঁচিল কবেই ভেঙে গেছে। সেটার ভিতর সাইকেলটা ফেলে দিল সালামান।

'প্রায় দেড়শো ফুট গভীর এটা, টর্চের আলো নীচে পৌঁছায় না,' বলল সে, রানাকে নিয়ে করিডরে ফিরে এল। 'এখানে দাঁড়ান আপনি। আপনার জন্যে জামা-কাপড় নিয়ে আসছি।'

ছুটে চলে গেল সালামান। ফিরে এল দশ মিনিট পর। এরই মধ্যে নিজের ভিজে কাপড় বদলে ফেলেছে সে। পলিথিনের একটা পোঁটলা দেখাল রানাকে। 'এটায় আপনার জন্য প্যান্ট-শার্ট আছে। তবে এগুলো পরার আগে আসুন জরুরি কাজটা সেরে নিই। নিন ধরুন,' বলে রানার হাতে শুকনো কিছু ন্যাকড়া ধরিয়ে দিল। তার নিজের হাতেও কিছু ন্যাকড়া রয়েছে। হাঁটু গেড়ে করিডরের মেঝেতে জমে ওঠা পানি মুছতে শুরু করল সে।

কাজের লোক, মনে মনে প্রশংসা করল রানা। নিজেও হাত লাগিয়ে বলল, 'সদর দরজার কাছেও পানি জমে আছে।'

'হ্যাঁ, জানি।'

দু'জায়গার পানি মোছা শেষ হতে কাপড়চোপড় পাল্টাল রানা, ওর ভিজে কাপড় ইলেকট্রিক চুল্লিতে ফেলে পুড়িয়ে ছাই করে দিল সালামান। প্রিপারেশন রুমে ফিরে লাশটার উপর আবার কাজ শুরু করল সে, জানতে চাইল, 'এবার বলুন, ঠিক কী আশঙ্কা করছেন আপনি।'

সালামান একজন স্লিপার এজেন্ট। সে জানে আরেকজন স্লিপার এজেন্টের কাছ থেকে আসছে আল আরিশ। কিছু একটা ঘটেছে, যে কারণে আরিশকে ওই এজেন্ট মোহাম্মদ আয়াশের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে না। রানা নিজে থেকে না বললে সেই এজেন্ট সম্পর্কে কিছু জানতে চাইবে না সে।

'খুন হবার আগে একটু বেশি কথা বলছিল ক্যাপটেন কার্দিশ,' বলল রানা। 'আর্মি বেস থেকে তার বাবা জেনারেল ওয়াহাবা নাকি আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ট্রুপস ক্যারিয়ার নিয়ে রওনা হয়েছে।'

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল রানা। 'পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে।'

'কার্দিশ এখান থেকে কত দূরে খুন হয়েছে?' জানতে চাইল সালামান।

'পাঁচ মাইল।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল সালামান। 'তারমানে, আমার যদি ভুল না হয়, জেব্রা টোনার বাড়িতে খুন হয়েছে ক্যাপটেন কার্দিশ। তাঁর নিশ্চয়ই খুব বিপদ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আর্মি বেসে ইন্টারোগেশন করা হচ্ছে তাকে।'

'হুম।' চিন্তিত ও গম্ভীর দেখাচ্ছে সালামানকে। 'এতক্ষণে ছেলের লাশ বুকে নিয়ে মাতম করছে জেনারেল ওয়াহাবা।'

কাজের প্রতি লোকটার আন্তরিকতা ও যত্ন খুঁটিয়ে লক্ষ করছে রানা। নোংরা কোনও লাশকে পরিষ্কার করা খুবই কঠিন একটা কাজ। সালামান একবারও নাক সিটকায়নি, চেহারায় বিরক্ত হওয়ার কোন লক্ষণও নেই। 'আপনি তা হলে লাশকেও মানুষ করেন?' জিজ্ঞেস করল রানা, হাসল একটু। 'আপনার ডোশিয়ে পড়ে মনে হলো, আপনি নিশ্চয়ই গুণী মানুষ হবেন।'

খোলা দরজা দিয়ে হঠাৎ একটা কিশোরী মেয়ে ঢুকল ভিতরে। বয়স হবে বড়জোর ষোলো, কোনও মতে তার বেশি নয়। ভাল স্বাস্থ্য, একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিতে হলো। সঙ্কোচহীন, সরাসরি দৃষ্টি তার চোখে। খাটো ফ্রকটা বিশেষ পরিষ্কার নয়। ফ্রকের নীচে জাঙ্গিয়া টাইপের কিছু পরেছে সে, হাঁটুর নীচে নগ্ন পা। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার দিকে আরেকবার তাকাল রানা। ওর সন্দেহ সত্যি বলে মনে হচ্ছে—বয়সের তুলনায় এই মেয়ে যেন দুনিয়াটা অনেক বেশি দেখে ফেলেছে।

মেয়েটি একটা ট্রে নিয়ে এসেছে, তাতে কফি পট ও কাপ পিরিচ সাজানো।

সালামানের হাত থেমে নেই। 'তারানা, ইনি আল আরিশ। আমার ভাইঝি; খান ইউনুস-এ ওর আরেক কাকার কাছে যাবে।'

কফি ঢেলে কাপটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল তারানা।

'লক্ষ্মী মেয়ে,' বলল সালামান। 'এবার গেটে চলে যাও, খেয়াল রাখো চৌরাস্তার দিকে। অস্বাভাবিক, নতুন কিছু দেখতে পেলেই ছুটে এসে জানাবে আমাকে।'

চলে গেল মেয়েটি, যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

নিজের বিপদটা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছে রানা, তবে আশা করছে প্রসঙ্গটা সালামানই প্রথমে তুলবে। এই লোককে কতটুকু বিশ্বাস করা উচিত, জানা নেই ওর। কিছু ব্যাপার এখনও পরিষ্কার নয়। 'ওর নাম তারানা?' হঠাৎ জানতে চাইল ও। 'কত বয়স হবে?'

'কত আর–একশো পনেরো বা ষোলো। যা খুশি ধরে নিন। আসলে আমি ওর কাকা নই। আমার বন্ধুর মেয়ে ও। নাবলুসে ইজরায়েলি সৈন্যদের গুলিতে মারা গেছে সে, তারানাকে তারা ধরে এনে আর্মি বেসে বেশ কিছু দিন আটকে রেখেছিল। সেটা একবছর আগের কথা। ওর যা সর্বনাশ হবার তা ওখানেই হয়ে গেছে। ওখান থেকে পালিয়ে সীমান্ত ঘেঁষা শহরগুলোয় দেহদান করে পেট চালাচ্ছিল, খবর পেয়ে আমি ধরে এনেছি। দেখি খান ইউনুসে পাঠাতে পারি কিনা, সেখানে ওর এক কাকা আছেন।'

'আমাকে পাঠানোর কোনও ব্যবস্থা করতে পেরেছেন?' জানতে চাইল রানা।

'একাধিক ব্যবস্থা করা আছে,' আশ্বস্ত করল আন্ডারটেকার জেফাদ সালামান। 'বিবেচনা করে দেখতে হবে কোন্‌টা সবচেয়ে নিরাপদ। তবে ক্যাপটেন কার্দিশ মারা যাওয়ায় কাজটা কয়েক গুণ কঠিন হয়ে গেল। রাস্তাঘাটের প্রতিটি ইঞ্চিতে এখন নজর রাখা হবে।'

'এখানেও সার্চ করতে আসতে পারে ওরা।'

'পারে কী বলছেন, আসবেই। আসছে।'

'অথচ আপনাকে মোটেও উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না আমার,' বলল রানা; তীক্ষ্ণ চোখে সালামানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে।

কাজ থেকে মুখ তুলে হাসল সালামান। 'উদ্বিগ্ন হবার কোনও কারণ ঘটেনি,' বলল সে। 'আপনাকে লুকিয়ে রাখার জায়গা ঠিক করে রেখেছি আমি। উদ্বিগ্ন আরও একটা কারণে নই, আমি চাইছি ওরা আসুক।'

'কেন?'

'এটাকে আমাদের দেশে বলে, মাছের তেলে মাছ ভাজা। আসুক, তখন দেখবেন।'

'ডোশিয়েতে লেখা আছে আপনি একজন স্প্যানিশ ইহুদি,' বলল রানা। 'অথচ যিশু ও মেরির নামে কিরে-কসম খান...'

'ডোশিয়েতে ভুল-ভাল তথ্য দেয়া হয়েছে,' বলল সালামান। দু'টুকরো তুলোয় শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা আতর ফেলল সে, তারপর তুলো দুটো লাশের কানে গুঁজে দিল। ইতিমধ্যে চুল দাড়ি কামিয়ে, গোসল করিয়ে, বৃদ্ধের নিষ্প্রাণ শরীর কাপড় দিয়ে মুছে শুকানো হয়েছে। কাফন পরানোও হয়ে গেছে। 'আমি না ইহুদি, না খ্রিস্টান, না মুসলমান। দুনিয়ার কোনও ধর্মেই আমার বিশ্বাস নেই। আমার ধারণা, ঈশ্বর কখনোই রক্ত-মাংসের কোন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। তারমানে কিন্তু এই নয় যে আমি ঘোর নাস্তিক। ঈশ্বর আছেন, শুধু এটুকুই বিশ্বাস করি। আর বিশ্বাস করি প্যালেস্টাইনিদের ন্যায্য সংগ্রামে।'

রানা কিছু বলতে যাবে, দড়াম করে খুলে গেল করিডরের দিকের দরজা। বাইরে থেকে উঁকি দিল তারানা। 'চৌরাস্তায় মিলিটারি নেমেছে। কয়েক গাড়ি ভর্তি। গ্রাম ছেড়ে কাউকে বেরুতে দিচ্ছে না।'

দ্রুত জানালার পাশে সরে এসে পরদার একটা প্রান্ত সরিয়ে বাইরে তাকাল সালামান। এগিয়ে এল রানাও, তার কাঁধের উপর

দিয়ে দেখছে। কয়েকটা গাড়ি থেমেছে চৌরাস্তায়—দুটো আর্মারড কার, দুটো ট্রুপস ক্যারিয়ার। কয়েক জোড়া হেডলাইটের আলো জ্বলছে। ইউনিফর্ম পরা ইজরায়েলি সৈনিকরা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে, একটা ফিল্ড কারের পিছন থেকে তাদের উদ্দেশে কিছু বলছে কেউ একজন। সিভিল ড্রেস পরা দশাসই লোকটাকে এখান থেকে ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। তবে রানা ধারণা করল, জেনারেল ওয়াহাবাই হবে।

ওরা তাকিয়ে আছে, সৈনিকরা ঝাঁক ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল, গ্রামের ঘরে ঘরে ঢুকছে তল্লাশি চালাতে।

বিড়বিড় করল সালামান। 'ওই লোকটা কে, সিভিল ড্রেস পরা? কয়েকজন সৈন্যকে নিয়ে এদিকেই আসছে। জেনারেল ওয়াহাবা নাকি?'

'বোধহয়,' নিচু গলায় বলল রানা। 'আমাকে না পেলে নিশ্চয়ই গ্রামবাসীর ওপর নির্যাতন চালাবে।'

মাথা নাড়ল সালামান। 'যতটুকু শুনেছি, এটা তার স্টাইল নয়। নিজের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ রাখে না। হয়তো দেখা যাবে এক কি দুই হপ্তা পর এই গ্রামে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা বোমা ফেটেছে, মারা গেছে কম করেও বিশ-পঁচিশজন। আসুন, দেখিয়ে দিই কোথায় লুকাবেন আপনারা।'

'আমরা?'

'মিলিটারি জানে না মেয়েটা আমার কাছে আছে,' বলল সালামান। 'এখন যদি ওকে দেখে, গভীর রাতে এসে ধরে নিয়ে যাবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা জানতে চাইল, 'কোথায় লুকাব আমরা?'

'এই ঘরেই, ওখানে,' বলে একটা দেয়াল-আলমারির দিকে হাত তুলল সালামান।

রানা হতভম্ব। 'কী বলছেন! ওটার ভেতর...ওরা সার্চ করবে না?'

এগিয়ে এসে দেয়াল-আলমারির কাঁচ লাগানো পাল্লা দুটো খুলল সালামান। 'ভেতরে ঢুকুন, তারপর দেখুন কী হয়।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে আলমারির ভিতরে ঢুকল রানা, তবে পিছু হটে। ছয় ফুটের উপর লম্বা কাঠামো, কাজেই সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। হঠাৎ অনুভব করল, ওর পিছনটা ফাঁকা লাগছে। হাত দিয়ে হাতড়ে বুঝতে পারল আলমারির কাঠের পিঠ মাঝখান থেকে ফাঁক হয়ে দু'দিকে সরে গেছে নিঃশব্দে, উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে দুই ফুটের মত জায়গা।

'পিছিয়ে যান আরও,' রানাকে পরামর্শ দিল সালামান। 'দেখবেন নিজে থেকেই পাল্লা দুটো আবার আপনার নাকের সামনে জোড়া লেগে যাচ্ছে।'

ঠিক তাই ঘটল। রানা বুঝতে পারল, আলমারির মেঝেতে কারিগরি ফলানো হয়েছে, ওর শরীরের ভার একটা যান্ত্রিক আয়োজনকে সচল করেছে।

'পেছন থেকে আলমারির সামনের অংশে আসতে হলে সিলিঙে হাত রেখে ধীরে ধীরে চাপ দিতে হবে,' রানাকে জানাল সালামান।

তার কথা মত সিলিঙে চাপ দিল রানা। নাকের সামনে থেকে আবার দু'ফাঁক হয়ে গেল আলমারির প্রথম পিঠ। সামনের অংশে বেরিয়ে এল রানা। 'মন্দ নয়,' মন্তব্য করল। 'তবে ব্যাপারটা কেঁচে যাবে, কোনও সৈনিক যদি আলমারিটা খুলে ভেতরে ঢোকে।'

'সেটাকে নেহাতই মন্দ কপাল বলতে হবে। তল্লাশি চালাবার সময় আলমারি প্রায় খালি দেখার পর কী কারণে কেউ ভেতরে ঢুকবে?' বেল্টে গোঁজা একটা পিস্তল বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সালামান। 'এটা রাখুন। ভাগ্য যদি বেঈমানী করে, নিজের চেষ্টায় বাঁচার জন্যে।'

অস্ত্রটা নিল রানা। 'কার্দিশের পিস্তলটা আছে আমার কাছে, তারপরও রাখি এটা। ধন্যবাদ, মিস্টার সালামান।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, মিস্টার আরিশ,' বলল সালামান। 'তারানা, ঢুকে পড়ো আলমারিতে, জলদি!' কথাটা বলে আলো নিভিয়ে দিয়ে প্রিপারেশন রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে। লোহার গেটে শব্দ হচ্ছে।

এ-বাড়িতে তল্লাশি চালাতে খোদ জেনারেল ওয়াহাবা চলে এলেও আশ্চর্য হবে না রানা। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে ফেলার মত অসহনীয় নরকযন্ত্রণার বুঝি কোনও তুলনা হয় না।

দুই

উঠানটা পেরুচ্ছে সালামান, জানালার পরদা সরিয়ে তাকে দেখছে রানা। দেয়াল-আলমারির ভিতর ঢোকেনি ওরা। ওর পাশেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটি।

ভারী বোল্ট সরিয়ে প্রকাণ্ড ধাতব গেটটা খুলল সালামান। সামনে দুটো গাড়ি দেখতে পেল সে। আট চাকার একটা ট্রুপস ক্যারিয়ার, একটা আর্মারড কার। আর্মারড কারে ড্রাইভারের পাশে বসে রয়েছে সিভিল ড্রেস পরা লম্বা-চওড়া সেই লোকটা। তাকে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। ধীর, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে গাড়ি থেকে নামল সে।

'আন্ডারটেকার, সিনর জেফাদ সালামান?' জানতে চাইল এমআইজে ডিরেক্টর। 'আমি জেনারেল ওয়াহাবা। আপনার সার্ভিস নিতে আসতে হলো আমাকে। ওখানে,' ইঙ্গিতে ট্রুপস ক্যারিয়ারটা দেখাল, 'একটা লাশ আছে।' গেট খোলা পেয়ে এবার উঠানে ঢুকছে

ট্রুপস ক্যারিয়ার। সালামান দেখল ওটার পিছনে চাদরে ঢাকা একটা কফিন রয়েছে। 'ওটা আমার একমাত্র ছেলের লাশ। ইজরায়েলের দুশমনরা বিনা অপরাধে খুন করেছে তাকে।'

'আমি দুঃখিত নই,' বিড়বিড় করল সালামান, তবে শেষ শব্দটি উচ্চারণ করেনি। 'আসুন আমার সঙ্গে, জেনারেল ওয়াহাবা, সার। লাশটাকে একবার দেখতে চাই আমি।'

জেনারেলকে পাশে নিয়ে হাঁটছে সালামান, আর্মারড কারটা ওদেরকে পাশ কাটিয়ে উঠানে ঢুকল, থামল সদর দরজার সামনে, ট্রুপস ক্যারিয়ারের পাশে। 'খুনি কি ধরা পড়েছে, জেনারেল, সার?'

আর্মারড কার থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামছে ইজরায়েলি সৈনিকরা। প্রত্যেকের হাতে অটোমেটিক রাইফেল দেখা যাচ্ছে। ওয়েইস্ট হোলস্টারে পিস্তল আছে, বেল্টের সঙ্গে আটকান পাউচে রয়েছে গ্রেনেড। অনুমতির ধার ধারল না, দু'দলে ভাগ হয়ে সার্চ শুরু করল তারা। একদল ঢুকল বাড়ির ভিতর, আরেক দল বাড়ির চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

'না, এখনও ধরা পড়েনি খুনি।' মাথা নাড়ল জেনারেল ওয়াহাবা। 'কিন্তু কোথায় পালাবে সে?' কর্কশ হাসি বেরুল গলা থেকে। 'কীভাবে পালাবে? এদিকের সবগুলো সীমান্ত সিল করে দেয়া হয়েছে। নেগেভ মরুর দক্ষিণ অংশের প্রতিটি গ্রামে সৈনিক পাঠানো হয়েছে। কোথায় লুকাবে বাছাধন? কদিন লুকিয়ে থাকবে?'

সদর দরজার সামনে দাঁড়ানো ট্রুপস ক্যারিয়ার থেকে পাঁচ-ছয়জন সৈনিক ধরাধরি করে কফিনটা নামাচ্ছে। তাদেরকে পথ দেখিয়ে বাড়ির ভিতর ঢোকাল সালামান। চওড়া করিডর ধরে প্রিপারেশন রুমের দিকে এগোচ্ছে সে।

অন্ধকার আলমারির ভিতর গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা

ও তারানা। পাকা করিডর থেকে ভেসে এল সৈনিকদের বুটজুতোর ভারী, কর্কশ আওয়াজ। কান পেতে রয়েছে রানা, আওয়াজ শুনে বুঝল দু'জন সৈনিক আসছে।

হঠাৎ মেয়েটির মুখে একটা হাত চাপা দিল রানা, সেই সঙ্গে ফিসফিস করে বলল, 'ভয় পেয়ো না। এটা শুধুই সাবধানতা। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল মেয়েটি, রানার মনে হলো হাত-পা ছুঁড়তে যাচ্ছে। তারপর ওর অপরহাতের পিস্তলটা তার পাঁজরে ঠেকতে নিজের পেশিতে ঢিল দিল সে।

প্রিপারেশন রুমের দরজায় তালা লাগিয়ে যায়নি সালামান, শুধু ছিটকিনি লাগিয়ে গেছে–সেটা খোলার আওয়াজ হলো। তারপর কবাট দুটো দড়াম করে খুলে করিডর থেকে ভিতরে ঢুকল সৈনিক দু'জন।

খুট করে শব্দ হলো আলো জ্বালার।

কাঁচ ও কাঠের গায়ের ফুটো-ফাটা দিয়ে আলমারির ভিতর আলোর আভা ঢুকল। মেয়েটিকে নিজের শরীরের উপর আরেকটু টেনে আনল রানা, তারপর সরু একটা ফাটলে চোখ রেখে দেখতে চেষ্টা করল কী করছে সৈনিকরা।

'এখানে লাশ...চল্, পালাই!' হিব্রু ভাষায় বলল একজন সৈনিক।

'দাঁড়া। ওই দেয়াল আলমারিটা এত বড় কেন? আয়, দেখি।'

মনে মনে প্রমাদ গুনল রানা। অনুভব করল মেয়েটির শরীর আবার আড়ষ্ট হয়ে উঠল। তারমানে হিব্রু ভাষা বোঝে সে। তার মুখ চেপে ধরা হাতটায় একটু ঢিল দিল ও।

আলমারির কাঁচ লাগানো কবাট, অর্থাৎ প্রথম দরজা স্বাভাবিক নিয়মেই খোলে। ফাটলে চোখ থাকায় রানা দেখতে পেল ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে সেটা। দম বন্ধ করল ও।

কবাট খোলার পর সৈনিক দু'জন দেখল আলমারির চওড়া

মেঝেতে ওষুধের হালকা বাক্স রাখা হয়েছে। শেলফ তিনটেতেও ওষুধের শিশি, কাফনের কাপড়, ফরমালিন ভর্তি বোতল ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। শেলফগুলো যে চওড়ায় কম, এটা তারা বোধহয় লক্ষ করছে না।

নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ হয়েছে ওদের, ভাবল রানা। তা না হলে এতক্ষণ ধরে কী দেখছে। নিঃশ্বাস আটকে রাখায় কষ্ট হচ্ছে ওর।

ফাটলে একটা ছায়া পড়েছিল, সেটাকে সরে যেতে দেখল রানা। ধীরে ধীরে, কোন শব্দ না করে নিঃশ্বাস ফেলল ও।

আলোটা নিভিয়ে প্রিপারেশন রুম থেকে করিডরে বেরোল সৈনিক দুজন, দরজার কবাট বন্ধ করে ছিটকিনি লাগাল, একটু পরে শোনা গেল তাদের পায়ের আওয়াজ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

'ধন্যবাদ,' ফিসফিস করল রানা, মেয়েটির মুখ থেকে নামিয়ে নিল হাতটা। যতটুকু পারা যায় তার গা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করল ও।

কিন্তু একটু পরেই অনুভব করল, মেয়েটি তা চাইছে না।

বাঁক ঘুরে প্রিপারেশন রুমের পাশের কামরার সামনে দাঁড়াল সালামান। ট্রাউজারের পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে তালা খুলল সে। কামরাটার ভিতর থেকে যেন মৃত্যুর একটা গন্ধ বেরিয়ে এল। চৌকাঠ পার হয়ে আলো জ্বালল সালামান। এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'নিয়ে আসুন, প্লিজ।'

কফিন নিয়ে ভিতরে ঢুকল সৈনিকরা। তাদের পিছু নিয়ে জেনারেল ওয়াহাবাও। ভিতরে ঢোকা মাত্র শীত শীত করছে তাদের। চারদিকে তাকিয়ে সৈনিকরা দেখল, দেয়াল ঘেঁষে পাঁচটা কফিন রয়েছে। প্রতিটি কফিনের ডালা খোলা, ভিতরে একটা করে লাশ রয়েছে, প্রতিটি লাশের হাত-পায়ের আঙুলে সুতো জড়ানো হয়েছে, সেই সুতো একটা পুলির ভিতর দিয়ে উঠে গেছে দরজার

মাথার কাছে আটকান পিতলের চকচকে একটা ঘণ্টিতে।

'এত লাশ?' জিজ্ঞেস করল জেনারেল ওয়াহাবা।

'ইজরায়েলে, সার, লাশের ব্যবসা জমজমাট,' বলল সালামান। 'বোমা ফাটিয়ে শহরে ইহুদি মারছে প্যালেস্টাইনিরা, মেরেই পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকছে পাহাড়ী গ্রামগুলোয়। আপনারা গ্রাম ঘিরে ফেলে খুঁজছেন তাদেরকে। সন্দেহ হলেই ক্রসফায়ারে মেরে ফেলছেন। হয়তো ছেলেকে এভাবে মরতে দেখে মা বা বাবার হার্ট থেমে গেল। আমি দুটো লাশ পেলাম। আবার সীমান্তের ওদিক থেকেও আসছে লাশ...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল জেনারেল ওয়াহাবা। চুরুট ধরাল সে, হাত তুলে টান দিল একটা সুতোয়। টুং-টুং করে বেজে উঠল ঘণ্টিটা। 'এটা কি আদৌ কখনও বাজে?'

'বাজে তো, প্রায়ই বাজে,' বলল সালামান। 'মারা যাবার পর শক্ত হবার সময় বড় বিচিত্র আচরণ করে হাত ও পা। আপনি যদি জানতে চেয়ে থাকেন কেউ কোনদিন জ্যান্ত হয়েছে কিনা: হ্যাঁ, তা-ও হয়েছে। একবার বারো বছরের একটি মেয়ে। আরেকবার চল্লিশ বছরের এক পুরুষ। দুজনই মৃত ঘোষণার পর বেঁচে ওঠে। শুধু আন্ডারটেকারের সার্ভিস নিলেই এই সুবিধাটা পেতে পারেন আপনি।'

'কিন্তু আপনি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন না,' জেনারেল ওয়াহাবার বুক থেকে হাহাকার ধ্বনির মত বেরিয়ে এল কথাটা।

কফিন থেকে বের করে একটা টেবিলে শোয়ানো হলো ক্যাপটেন কার্দিশের লাশটা। মুখে রক্ত লেগে রয়েছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত। অভ্যস্ত হাতে ওগুলো বন্ধ করে দিল সালামান।

'আমার ছেলে জীবনটা উপভোগ করতে পারল না,' বিড় বিড় করছে জেনারেল ওয়াহাবা। 'সান্ত্বনা শুধু এইটুকু যে সে বেহেশতে চলে গেছে। তবে তার খুনিকে কিন্তু আমি খুন করব না। শপথ

নিয়েছি, এমন ব্যবস্থা করব, এই দুনিয়ার বুকেই যাতে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে সে।'

'প্রার্থনা করি আপনার আশা যেন পূরণ না হয়,' বলল সালামান, তবে 'না' শব্দটি উচ্চরণ করেনি। 'আদেশ করুন, জেনারেল। আমাকে আপনি কী করতে বলেন?'

'খান ইউনুসে, ওর মায়ের কাছে পাঠাতে চাই ওকে,' বলল এমআইজের ডিরেক্টর ওয়াহাবা। 'ছেলের লাশ নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াব, সে সাহস আমার নেই, কাজেই আমি যাচ্ছি না। তা ছাড়া, সময়ও নেই, ওর খুনিকে ধরার কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে আমাকে। সিনর সালামান, আমার কার্দিশের লাশটা আপনি যত্নের সঙ্গে পরিষ্কার করবেন, ওর মা যাতে বুঝতে না পারে গুলি খেয়ে মারা গেছে ছেলে। টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাঁকে বলা হবে, হার্ট অ্যাটাক করেছিল। ঠিকানা দিচ্ছি, আমার বাড়িতে পৌঁছে দেবেন কার্দিশকে।'

চাদর দিয়ে লাশটা আবার ঢেকে দিল সালামান। 'কিছু সমস্যা আছে, জেনারেল ওয়াহাবা।'

'হ্যাঁ, বলুন কী সমস্যা।'

'আমার দুটো লাশ যাবে পারান নদীর ওপারে, একটা জেলেদের গ্রামে,' বলল সালামান। 'আরও একটা যাবে খান ইউনুসে। এখন পেলাম আপনার ছেলেকে, বলছেন খান ইউনুসে পাঠাতে হবে। কিন্তু পথে তো পদে পদে থামানো হবে আমার গাড়ি। হয়তো কফিন খুলেও দেখতে চাইবে লাশ নিয়ে যাচ্ছি নাকি বিস্ফোরক কিংবা অস্ত্র। এই ঘরের মত গাড়িটা ঠাণ্ডা নয়, জেনারেল। পথে দেরি হলে লাশগুলো পচে যাবে।'

'এটা কোনও সমস্যা নয়,' বলল মোসাদের সাবেক অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। 'আমি একটা কাগজে নির্দেশ লিখে দিচ্ছি, মিলিটারি বা পুলিশী রোড ব্লকে আপনার গাড়িকে যেন থামানো বা সার্চ করা না হয়। আর কোনও সমস্যা?'

'আমি কোনও ফি নেব না, শুধু পেট্রলের খরচটা...'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কত?'

'এক হাজার শেকেল।'

'ঠিক আছে। এবার, যদি দেখাতেন আপনার কোন লাশটা খান ইউনুসে যাবে, প্লিজ, সিনর?' সালামানের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জেনারেল ওয়াহাবা।

'আসুন আমার সঙ্গে, লাশটা প্রিপারেশন রুমে আছে।' দুই কামরার মাঝখানের দরজার দিকে এগোল সালামান। একটু সময় নিয়ে খিল খুলল সে।

দরজা খোলার শব্দ হলো। তারপর খুট করে আওয়াজের সঙ্গে ঘরের আলোটা জ্বলে উঠল। আলমারির ভিতর থেকে, কাঠের সরু ফাটলে চোখ রেখে, প্রিপারেশন রুমে জেনারেল ওয়াহাবাকে ঢুকতে দেখল রানা।

টেবিলে শোয়ানো বৃদ্ধ লোকটার সুসজ্জিত লাশ দেখে মাথা ঝাঁকাল জেনারেল ওয়াহাবা। লাশের বুকে ফেলে রাখা ক্রুশটা প্রথমেই তার চোখে পড়েছে। 'যাক, স্বস্তি বোধ করছি,' বলল সে। 'ভাবছিলাম লাশটা কোনও মুসলমানের কিনা। বাকি দুটো লাশ, সিনর, যেগুলো পারানের ওদিকে জেলে পাড়ায় যাবে?'

'একটা ইহুদির, আরেকটা মুসলমানের।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল জেনারেল ওয়াহাবা। 'মুসলমানের লাশটা একেবারে নীচে রাখবেন। আর আমার ছেলে কার্দিশকে রাখবেন সবার ওপরে।'

'জী, সার, আপনি যা বলেন।'

প্রিপারেশন রুম থেকে বেরিয়ে গেল জেনারেল ওয়াহাবা। তার পিছু নিয়ে সালামানও, তবে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে আলোটা নিভিয়ে দিল।

অন্ধকার আলমারির ভিতর গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। এক দুই করে বেশ কয়েকটা মিনিট পেরিয়ে গেল।

'আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?' হঠাৎ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মেয়েটি। রানার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে কিছুটা বিস্মিত, কিছুটা বিরক্ত সে।

'না!' জবাব দেওয়ার পর বুঝতে পারল রানা, শব্দটা খুব তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করা হয়ে গেছে।

'তা হলে আপনি এত ঘামছেন কেন? আর দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক যেন মরা একটা কাঠ, এক চুল নড়ছেন না।'

কী বলবে রানা? আরও আড়ষ্ট হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে বোঝা গেল গাড়িগুলো চলে যাচ্ছে।

'আমি ছোঁয়াচে কোন রোগ নই,' আবার বিড়বিড় করল মেয়েটি। হাত তুলে সিলিঙে চাপ দিল সে। আলমারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল প্রিপারেশন রুমের মেঝেতে। একটু পরেই দেয়াল হাতড়ে আলোর সুইচ অন করল। তারপর ঘাড় ফেরাল রানার দিকে, আলমারি থেকে বেরিয়ে আসছে ও। 'আপনার কাছ থেকে আমার কিছু চাওয়ারও নেই।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় করিডর থেকে ভিতরে ঢুকল সালামান, হাতে একটা কাগজ। 'এটাকেই বলছিলাম মাছের তেলে মাছ ভাজা, বুঝলেন মিস্টার আরিশ! একটা পাস। জেনারেল ওয়াহাবা নিজে সই করেছেন। সে-ই খান ইউনুস পর্যন্ত একটা রোড ব্লকেও আমাদের গাড়ি সার্চ করা হবে না। ভাগ্য প্রসন্ন, আপনাকে আমি নদীবন্দর রাফাহ্ রামদানিতে নিরাপদেই পৌঁছে দিতে পারব।'

রাফাহ্ রামদানি, এদিকের মরুভূমিতে এই নদীবন্দরটাই একমাত্র শহর, যে শহরে রানার জন্য অপেক্ষা করছে আয়াশ ও সুলতানা, দুই ভাই-বোন।

'কীভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'লাশ নিয়ে ব্যবসা করব ইজরায়েলের মত জায়গায়, অথচ লাশ পরিবহনের গাড়িতে গোপন কমপার্টমেন্ট থাকবে না, এ কী

হয়? খুবই কাজের জিনিস, বুঝলেন। শুনুন, চিৎ হয়ে শোয়ার পর আপনার নাক থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে দুটো লাশ থাকবে, তবে গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আপনি কোনও গন্ধই পাবেন না।'

তিন

রাফাহ্ রামদানি ছোট্ট একটি নদীবন্দর। পাহাড়ী নদী পারান বছরের যে-কটা দিন নাব্য থাকে, নেগেভ মরুর দক্ষিণ অংশের ব্যবসা বাণিজ্য সব এই বন্দরকে ঘিরেই চলে।

শহরটা খুব একটা ছোট নয়। চওড়া একটা চৌরাস্তায় অনেক দোকান-পাট আছে, আছে ছোট একটা সিনেমা হল, খেলার মাঠ, পুলিশ স্টেশন, পৌরসভা ও ফায়ার ব্রিগেড।

আজ সকাল থেকে রাফাহ্ রামদানিতে দ্বিতীয় দফা সামরিক বাহিনীর চিরনি অভিযান চলছে, তা সত্ত্বেও শহরের স্বাভাবিক কর্ম ব্যস্ততায় তেমন কোন প্রভাব পড়েনি, শুধু হয়তো একটু ছন্দপতন ঘটেছে।

শহরের পাশেই রয়েছে প্রাচীন রোমান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। প্রতিদিনের মত আজও তেল আবিব, খান ইউনুস, হাইফা ও জেরুজালেম হয়ে প্রচুর বিদেশী পর্যটক এসেছে সে-সব দেখতে। শহরের একমাত্র থ্রি স্টার হোটেলে আর কোন রুম খালি নেই। অ্যান্টিকস-এর দোকানগুলোয় ক্রেতাদের ভিড় লেগে গেছে।

দুপুর। বেলা দুটো। এতক্ষণে যেন একটু ঝিমিয়ে পড়ছে শহরটা। চৌরাস্তায়, ফোয়ারার পাশে বসা অশীতিপর অন্ধ ভিখারিটিও এতক্ষণ গলা ফাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঝিমনি এসে

গেছে তার। কিন্তু ফুটো পাত্রে বিশেষ পয়সা পড়েনি, কথাটা মনে পড়লেই আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে সে, তারপর পথিকদের ডেকে বলছে, 'কিছু দিয়ে যা, বাপ। এক অ্যাগোরা দিলে, আল্লাহ্ তোকে এক লাখ শেকেল দেবে।'

আড়াইটার দিকে বাঁকা কোমর নিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়াল অন্ধ ভিখারি। ঠক ঠক করে লাঠি ঠুকে ফুটপাথ থেকে নামল, রাস্তা পেরুতে যাচ্ছে।

হঠাৎ বাঁক নিয়ে আট চাকার একটা আর্মারড কার ছুটে এল রাস্তা ধরে। পিছনে বসেছে দশজন সৈন্য। সামনে, ড্রাইভারের পাশে বসেছে এমআইজের ডিরেক্টর জেনারেল আইয়াহু ওয়াহাবা।

মেজাজ খিঁচড়ে আছে ওয়াহাবার। ছেলে যেখানে খুন হয়েছে তার আশপাশের বিশ মাইল এলাকার প্রতি ইঞ্চি তল্লাশি চালিয়েও খুনি বা তার সাইকেলটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাফাহ্ রামদানি অকুস্থল থেকে অনেকটা দূরে, রোড ব্লক পার হয়ে এখানে মাসুদ রানার পালিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। তারপরেও তার নির্দেশে আজ সকাল থেকে আবার চিরনি অভিযান চালানো হচ্ছে এখানে।

কিন্তু এইমাত্র তাকে জানানো হয়েছে, ফলাফল শূন্য। বাধ্য হয়ে সৈনিকদের ঘাঁটিতে ফিরে যেতে বলেছে সে। নিজেও চলে যাচ্ছে এমআইজের গোপন ঘাঁটিতে।

মাসুদ রানাকে খোঁজার দরকার নেই, দেরিতে হলেও উপলব্ধি করেছে জেনারেল ওয়াহাবা। জানে, সে নিজেই এমআইজের হাতে ধরা দেবে। আগুন জ্বালা হলে, পতঙ্গ ঠিকই তাতে ঝাঁপ দেবে।

এই সময় হঠাৎ কড়া ব্রেক কষল ড্রাইভার। জেনারেলের চিন্তায় বাধা পড়ল। উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সামনে তাকিয়ে ধবধবে সাদা দাড়ি ও মাথায় নোংরা টুপি পরা বুড়ো ভিখারিটাকে দেখে ঘৃণা ও আক্রোশে সারা শরীর রি-রি করে উঠল তার।

'শালা বুড়ো! শালা অন্ধ! শালা মুসলমান!' গালিগালাজ করতে করতে রাস্তায় নেমে পড়ল জেনারেল ওয়াহাবা, আর্মারড

কার এখনও পুরোপুরি থামেনি।

ঠক-ঠক করে লাঠি ঠুকে রাস্তা পার হচ্ছিল ভিখারি, ব্রেক কষার আওয়াজ ও গালিগালাজ শুনে ভড়কে গেছে, বোকার মত দাঁড়িয়ে পড়েছে রাস্তার মাঝখানে।

'ইউ বাস্টার্ড!' বলে ঠাস করে বুড়োকে একটা চড় কষাল জেনারেল ওয়াহাবা।

ছিটকে পড়ে গেল ভিখারি। নোংরা কাপড়চোপড়, আধ হাত লম্বা দাড়ি, ভিক্ষার ঝুলি আর ফুটো পাত্র—সব মিলিয়ে অতি করুণ একটা স্তূপ।

ঝেড়ে লাথি মারার জন্য এগোতে যাবে ওয়াহাবা, দেখল থরথর করে কাঁপছে ভিখারির শরীর। লাথি মারলে হয়তো মরেই যাবে, এই ভেবে নিজেকে সামলে নিল সে। ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছেড়ে ফিরে এল গাড়িতে।

ভিখারিকে পাশ কাটিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল আর্মারড কার।

ভিখারি ঠক ঠক করে কাঁপছিল ঠিকই, তবে সেটা ভয়ে নয়। চড় খেয়ে ছিটকে পড়ার সময় তার দাড়ি খসে পড়ার উপক্রম করেছিল। ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেলে গুলি খেয়ে মরতে হবে, তাই দাড়ি ঠিক করার ফাঁকে আত্মরক্ষার জন্য শরীরে লুকানো পিস্তলটা টেনে বের করছিল সে, আর নিজের এই তৎপরতা গোপন করার জন্য অভিনয় করতে হচ্ছিল—যেন তার থরথরানি শুরু হয়ে গেছে

'দে বাপ, একটা অ্যাগোরা দিয়ে যা বাপ! আমি অন্ধ এক বুড়ো...' রাস্তা পার হয়ে ফুটপাথে উঠে এল ভিখারি। লাঠি ঠুকে বোঝার চেষ্টা করছে কোথায় দেয়াল, কোথায় দোকানের খোলা দরজা। ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছে দেখে এক দোকানী হই-হই করে উঠল, 'মাফ করো, দাদু। এখন ভিক্ষা দেয়ার উপায় নেই।'

পাশের দোকান থেকে পাঁচ অ্যাগোরা পাওয়া গেল।

পরের দোকানটার সাইনবোর্ড বেশ বড়। তাতে লেখা: 'নকশাদার কার্পেট। তামা ও পিতলের তৈজসপত্র। প্রাচীন

আর্টিফ্যাক্টস। মালিক: আব্রা কোয়াফ।'

বেশ বড় দোকান। খোলা দরজার ভিতর লাঠি ঢুকিয়ে মেঝেতে আওয়াজ করল ভিখারি। দোকানে বেশ কয়েকজন খদ্দের রয়েছে, বেশিরভাগই বিদেশী। সবার গা বাঁচিয়ে এক ধারে দাঁড়াল 'অন্ধ' ভিখারি। সেলস-এর দায়িত্বে রয়েছে চারজন, তাদের মধ্যে আব্রা কোয়াফ ওরফে মোহাম্মদ আয়াশ নেই। তবে ক্যাশ-কাউন্টারে একটি মেয়ে বসে আছে। হ্যাঁ, এ সে-ই উম্মে সুলতানা ওরফে তায়ফা সালোনা।

খদ্দেররা একে একে দোকান ছেড়ে চলে গেল, বাকি থাকল শুধু একটি সুইস দম্পতি। এতক্ষণে সেলসম্যানদের একজন অন্ধ ভিখারিকে দেখতে পেয়ে প্রায় আঁৎকে উঠল। 'আরে, মর জ্বালা! অন্ধ বুড়োটা এখানে কখন মরতে ঢুকল?' পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল সে।

'এই বুড়ঢা, বেরিয়ে যাও দোকান থেকে!' খেঁকিয়ে উঠল আরেকজন।

বুড়ো ইতিমধ্যে সুলতানার সামনে পৌঁছে গেছে। ফিসফিস করে বলল, 'আমি আল আরিশ। আব্রা কোয়াফের সঙ্গে দেখা করতে চাই। সে আজ দুপুরে আমাকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছে।' পুরোটাই সংকেত।

'এই, চুপ করো তোমরা!' ধমক দিয়ে সেলসম্যানদের চুপ করিয়ে দিল সুলতানা। 'অসহায় একজন বুড়ো মানুষকে তোমরা সম্মান দেখাতে জানো না। ছি! দাওয়াত যখন দিয়েছে, একটু অপেক্ষা করুন।' দ্রুত রানার সামনে থেকে সরে গেল সে, একজন সেলসম্যানের কানে কিছু বলে ফিরে এল আবার। সেলসম্যানটা আড়চোখে তাকাল রানার দিকে। রানা ভাবল, সুলতানা কি লোকটাকে পুলিশ ডাকতে বলল? বোধহয় না, কারণ সুইস দম্পতিকে নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল লোকটা।

'আমার সঙ্গে আসুন, বুড়ো দাদু,' সামান্য একটু হেসে বলল

সুলতানা, একটু ঝুঁকে লাঠির ডগাটা ধরল। দোকানের পিছনে খিলান আকৃতির দরজায় ভারী পরদা ঝুলছে, সেটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। তার পিছু নিয়ে রানা ভাবল, এটা যদি ফাঁদ হয়, এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরার আশা না করাই ভাল।

খিলানের পর ছোট একটা প্যাসেজ। তিনটে বন্ধ দরজা দেখা যাচ্ছে, দুটো দু'পাশে, তৃতীয়টা প্যাসেজের শেষ মাথায়। ডানদিকের দরজাটা খুলল সুলতানা, তার পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। এটা একটা সিটিংরুম। কয়েকটা অ্যান্টিকস চেয়ার ও এক সেট সোফা দিয়ে সাজানো। মেঝের কার্পেটটা যথেষ্ট পুরু।

সিঙ্গেল সোফায়, দরজার দিকে মুখ করে বসল রানা। অপেক্ষা করছে।

'এখানে আমরা নির্দ্বিধায় আলাপ করতে পারি,' সামনের সোফায় বসে বলল সুলতানা। 'ওদেরকে আমি বলেছি, আপনি আমার গ্রামের লোক, আমার ভাইয়ের পরিচিত। আপনার জন্যে খাবারও আনতে বলেছি।'

'কোডটা আমার বলার কথা ছিল সুলতানাকে নয়, মোহাম্মদ আয়াশকে,' বলল রানা। 'কিন্তু...'

'না! এই নাম ভুলেও মুখে আনবেন না!' আঁৎকে উঠে বলল মেয়েটি। 'আমি যেমন এখন আর উম্মে সুলতানা নই, আমার ভাইও তেমনি এখন আর মোহাম্মদ আয়াশ নয়। আমি তায়ফা সালোনা। আমার ভাই আব্রা কোয়াফ। আমরা ইহুদি। এমআইজের সঙ্গে আছি।'

কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্য ইচ্ছে করেই মেয়েটির আসল নাম উচ্চরণ করেছে রানা। জবাবে বলল, 'দুঃখিত। কথা ছিল আব্রা কোয়াফকে...'

'ভাই অসুস্থ। তার পেটের আলসার সিরিয়াস হয়ে উঠেছে, ভর্তি করতে হয়েছে খান ইউনুসের সরকারী হাসপাতালে। কোডটা আমাকে জানিয়ে গেছে সে।' পায়ের উপর পা তুলে সোফার

এককোণে হেলান দিল সালোনা। তার স্কার্টটা বেশ খাটো। টি-শার্টও খুব আঁটসাঁট। তবে এই পোশাক তার ফিগারের সঙ্গে মানিয়েছে। পা দুটো সুগঠিত। স্তনযুগলও অতিরিক্ত বড় নয়।

'কোয়াফের অসুস্থতার কারণে কি প্ল্যানটা বদলে যাবে? জানতে চাইল রানা।

'আমি আপনাকে এমআইজের ঘাঁটি, সিদি বোকার-এ নিয়ে যেতে পারব। কোয়াফ অসুস্থ বলে আপনার মিশন কেন সাফার করবে?' হাতঘড়ি দেখল সালোনা। তারপর ইঙ্গিতে বাথরুমটা দেখিয়ে দিল। 'ওজু করে আসুন, প্লিজ। ওরা খাবার নিয়ে এসে যাতে দেখতে পায় আপনি নামাজ পড়ছেন।'

'এখানে সবাই যদি আপনাদেরকে ইহুদি বলে চেনে, একজন মুসলমান ভিখারিকে এরকম সমাদর করায় সন্দেহ করবে না তারা?'

'আমাদের কর্মচারীরা সবাই ফিলিস্তিনি–মুসলমান।' হাসল সালোনা। 'তা ছাড়া, ওদেরকে আগেই বলা হয়েছে যে আমরা যে গ্রাম থেকে এসেছি সেখানে প্রায় সবাই মুসলমান। ফলে গ্রামের একজন বুড়ো ভিখারিকে বিশেষ খাতির করার কারণটা বুঝে নেবে ওরা, খুশিও হবে।'

ওজু সেরে বাথরুম থেকে ফিরে এসে রানা দেখল কার্পেটের উপর একটা জায়নামাজ বিছিয়েছে সালোনা। নামাজ মাত্র শুরু করতে যাবে, একজন সেলসম্যান ঢুকল সিটিং রুমে, হাতে একটা ট্রে। সেটা নিচু টেবিলে রেখে চলে গেল সে।

'লাঞ্চ আমি আগেই সেরেছি,' বলল রানা।

'সেক্ষেত্রে হোটেলের এই খাবার পেছনের ড্রেনে ফেলে দিতে হবে।'

'এবার তা হলে কাজের কথা হোক।'

'হোক।' সোফায় নড়েচড়ে বসল সালোনা।

'আয়োজনটা কী? বাধ্য না হলে উটের পিঠে চড়ব না।

স্নাইপারের জন্যে উটের আরোহী আদর্শ টার্গেট।'

হেসে উঠল সালোনা। 'পরিবহন কোন সমস্যা নয়। আমাদের একটা গাড়ি আছে, আমেরিকান, ডজ কোম্পানির। এক সময় লন্ড্রির ডেলিভারি ভ্যান হিসেবে ব্যবহার করা হত। খুব আরামদায়ক।'

'ভ্যান আবার আরাম দেয় কী করে!'

'ব্যবস্থা করে নিলেই হয়,' সহনশীল, মিষ্টি একটু হেসে বলল সালোনা। 'কোয়াফ ওটায় এয়ারকন্ডিশনিং সিস্টেমও বসিয়েছে। আর পেছন দিকটা বানিয়েছে লিভিং কোয়ার্টার–ছোট, তবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। উঁচু-নিচু পাহাড়ী রাস্তার জন্যে হেভি ডিউটি স্প্রিং আর ল্যান্ড রোভার টায়ার লাগানো হয়েছে।'

'বেশ। সিদি বোকার এখান থেকে কত দূর?' জানতে চাইল রানা। 'কী ধরনের এলাকা পার হয়ে পৌঁছাব সেখানে?'

জর্দান থেকে রওনা হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ইন্টেলিজেন্সগুলোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে নেগেভ মরুভূমি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে রানার। চোখ বুজলেই গোটা এলাকার ম্যাপটা দেখতে পাবে, কাজেই জানে নদীবন্দর রাফাহ্ রামাদিন থেকে সিদি বোকার কমবেশি একশো কিলোমিটার উত্তরে। ওদিকে যাওয়ার রাস্তা কোথাও আছে, কোথাও নেই। শেষ দিকের কয়েক মাইল অত্যন্ত দুর্গম। জানে, তারপরও শুনতে চাইছে সালোনা কী বলে।

'ব্যবসায়ীরা নিয়মিত আসা-যাওয়া করে, কাজেই রাস্তা খারাপ নয়,' বলল সালোনা। 'তবে শেষের বেশ কিছুদূর দুর্গম, উঁচু-নিচু পাথুরে এলাকার ওপর দিয়ে সাবধানে এগোতে হবে।'

'সিদি বোকার তো একটা শহর। ঘাঁটিটা তা হলে ঠিক কোথায়?'

'ওখান থেকে বারো কিলোমিটার দক্ষিণে,' বলল সালোনা। 'এখান থেকে মিশর সীমান্ত ঘেঁষে এগোব আমরা। তবে পথে কিছু সমস্যা হতে পারে।'

'যেমন?'

'একটু অপেক্ষা করুন,' বলে সোফা ছাড়ল সালোনা, তারপর

খাবার ট্রে নিয়ে দ্বিতীয় একটা দরজা দিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এল আবার। দেখা গেল ট্রের প্লেটগুলো এখন আর ঢাকা নয়, ওগুলোয় কোনও খাবারও নেই। ইন্টারকম অন করে কাউকে ডাকল সালোনা।

ইন্টারকম অফ করে রানার দিকে তাকাল সে। 'আমার সেলসম্যানের সঙ্গে চলে যান আপনি। এই দালানের পেছনদিকে সবুজ একটা দরজা আছে, ওটা দিয়ে পাশের কামরায় ঢুকবেন। দরজাটা খোলাই থাকবে। তবে সাবধান, কেউ যাতে আপনাকে ঢুকতে না দেখে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ওখানে নীল রঙের একটা ইউনিফর্ম পাবেন,' বলল সালোনা। 'আমার ড্রাইভার—এটাই হবে আপনার পরিচয়। কাগজ-পত্র সব তৈরি করা আছে। আজ রাতেই আপনার ফটো তুলব আমি, তবে তার আগে চেহারাটা বদলে নিতে হবে।' প্যাসেজে পায়ের আওয়াজ পেয়ে চুপ করে গেল সে।

আগের সেই লোকটাই ঢুকল সিটিং রুমে। টেবিল থেকে ট্রে-টা তুলছে, সালোনা তাকে বলল, 'বুড়ো দাদুকে ক্যাশ বাক্স থেকে কটা অ্যাগোরা দেবে, তারপর হাত ধরে রাস্তার ওপারের ফুটপাথে পৌঁছে দেবে। সাবধানে, কেমন?'

'জী, ম্যাডাম,' বলে অন্ধ ভিখারির একটা হাত ধরে প্যাসেজে বেরিয়ে গেল লোকটা।

বড়সড় একটা স্টোর রুম। প্রায় সবটুকু জায়গা দখল করে রেখেছে কাঠের বাক্স। তবে এক কোণে একটা ক্যাম্প খাট ফেলা হয়েছে। পোলারয়েড ক্যামেরা, নীল ইউনিফর্ম, ছদ্মবেশ ধারণের সরঞ্জাম ইত্যাদি সবই যোগাড় করে রেখেছে সালোনা। কিংবা হয়তো কোয়াফ।

রানার উদ্বেগ দূর হচ্ছে না। আয়াশ ওরফে কোয়াফ কি সত্যি

অসুস্থ? নাকি খুনি বোনটিকে কাজ সারার দায়িত্ব দিয়ে ব্যাকআপ হিসেবে নেপথ্যে চলে গেছে? এক সময় দুই ভাই-বোন প্যালেস্টাইনি এজেন্ট ছিল, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে এমআইজেতে অনুপ্রবেশ করার পর এখন ওরা তাদের পক্ষেই কাজ করছে? অসম্ভব নয়।

যতই উদ্বিগ্ন হোক, মেয়েটির সাহায্য না নিয়ে রানার কোন উপায় নেই। ইজরায়েলের ভিতর রয়েছে ও। তার ওপর একজন জেনারেলের একমাত্র পুত্রকে খুন করে খেপিয়ে দিয়েছে এলাকার সমস্ত সেনা সদস্যকে। পুরস্কারের লোভে তারা হন্যে হয়ে খুঁজছে ওকে। কোনও হোটেলে ওঠার উপায় নেই ওর। বোঝাই যাচ্ছে এই স্টোর রুমে রাত কাটাতে হবে ওকে আরশোলা ও ইঁদুরের হুড়োহুড়ির মধ্যে।

বোধহয় জীবনের দীর্ঘতম রাত হতে যাচ্ছে এটি। প্রতিটি প্রহর অপেক্ষায় কাটবে, এই বুঝি মিলিটারি বুটের আওয়াজ শোনা গেল দরজার বাইরে।

নিজের পিস্তল দুটো চেক করতে বসল রানা।

সালোনা এল রাত আটটারও পর। রাস্তার দিকের দরজায় মৃদু নক করে নিচু গলায় বলল সে, 'খুলুন, আমি সালোনা।'

খুলে গেল দরজা, সালোনা দেখল তার দুই চোখের মাঝখানে তাক করা রয়েছে একটা থ্রি-এইট পিস্তলের মাজল।

সালোনার সঙ্গে আর কেউ নেই দেখে পিস্তলটা সরিয়ে ফেলল রানা। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল মেয়েটি, কাঁধের ঢাউস ব্যাগটা নামিয়ে রাখল ক্যাম্প খাটে, তারপর পা ঝুলিয়ে বসল সেটার কিনারায়। হাসছে সে। বলল, 'অবশ্যই আপনি সাবধান হবেন। আমি কিছু মনে করিনি।'

'আপনি একটা সমস্যার কথা তুলেছিলেন,' মনে করিয়ে দিল রানা। ক্যাম্প খাটেই বসল ও, দু'জনের মাঝখানে ব্যাগটা পড়ে আছে।

সেটা খুলল সালোনা। 'বলছি। এদিকের সবাই আমাকে চেনে, হোটেল থেকে কিছু আনতে গেলে মানুষের মনে সন্দেহ জাগবে। তাই শুধু একজোড়া চিকেন স্যান্ডউইচ আর এক লিটার স্প্রাইট নিয়ে এসেছি। চলবে তো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'দোকান বন্ধ করে আসতে হলো তো, দেরি হবার জন্যে দুঃখিত।' স্যান্ডউইচের প্যাকেট ও স্প্রাইটের বোতল একটা কাঠের বাক্সের উপর রাখল সালোনা। 'হ্যাঁ, সমস্যা একটা আছে। নির্জন পথ, সশস্ত্র লোকজন ওত পেতে থাকে...'

'সশস্ত্র লোকজন মানে?'

'না, ইজরায়েলি ডেজার্ট পেট্রল বা মিলিটারি রোড ব্লককে ভয় পাচ্ছি না আমি,' বলল সালোনা। 'ওরা ভ্যানটাকে চেনে।'

'ভ্যানটাকে চেনে...মানে?'

'কোয়াফ অ্যামেচার আর্কিওলজিস্ট,' ব্যাখ্যা করল সালোনা। 'আমাকে নিয়ে প্রায়ই মরুভূমি চষে বেড়ায় রোমান ধ্বংসাবশেষের খোঁজে। আসল বিপদ হলো ডাকাতরা। মিশরীয় আর জর্দানী দুষ্কৃতকারীরা সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সব কেড়ে নেয়, মেরেও ফেলে। এদেরকে এমনকী ইজরায়েলি ডেজার্ট পেট্রলও দমন করতে পারছে না। আমাদের সঙ্গে অটোমেটিক অস্ত্র থাকবে, তবে অস্ত্রই যথেষ্ট নয়—সারাক্ষণ চোখ-কান খোলা রেখে সতর্ক থাকতে হবে, বিশেষ করে ট্রেড রুট ত্যাগ করার পর।'

'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল রানা।

'কাল সকালে।'

'কী ধরনের অটোমেটিক অস্ত্র?'

রানার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল সালোনা। 'একটা একে-ফোরটিসেভেন রাইফেল, একটা স্করপিয়ন মেশিন পিস্তল। ভুলে যাবার আগে আরেকটা কথা বলে রাখি, এমআইজের ঘাঁটির এগজ্যাক্ট লোকেশন জানার জন্যে যা কিছু দরকার আপনার, সব

যোগাড় করে রেখে গেছে কোয়াফ। সেক্সট্যান্ট, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম...'

'তারমানে আপনি আমার সঙ্গে সবটুকু পথ যাচ্ছেন না।'

'না, তা যাবার প্রশ্নই ওঠে না,' বলল সালোনা। 'আমার জানামতে, এ-ব্যাপারটা কোয়াফ পরিষ্কার করে নিয়েছিল; যাকেই ইজরায়েলে পাঠানো হোক, ঘাঁটিটার কাছাকাছি পৌঁছে দেয়া হবে তাকে। কোয়াফ কোনও অবস্থাতেই নিজের কাভার নষ্ট করতে রাজি হবে না। রাজি হব না আমিও।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল রানা। 'এটাই স্বাভাবিক।'

ক্যাম্প খাট থেকে নামল সালোনা। 'আসুন, ফটো তোলার আগে আপনার চেহারাটা একটু বদলে দিই।'

'আপনি কি এ-ব্যাপারে এক্সপার্ট?'

হাসল সালোনা। 'আমার সঙ্গে থাকুন, দেখবেন আরও অনেক কিছুতেই এক্সপার্ট আমি।'

মনে মনে রানা ভাবল, সিদি বোকার অভিযান বেশ উপভোগ্য হবে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু ফিরতি যাত্রাটা?

চার

পরনে খাকি প্যান্ট, গায়ে ম্যাচ করা শার্ট, পায়ে ওয়াকার বুট, তায়ফা সালোনার আচরণ দেখে মনে হলো কোনও বিপজ্জনক মিশনে নয়, যেন একটা ক্যাম্পিং ট্রিপে যাচ্ছে ওরা।

শোফারের ইউনিফর্ম হিসাবে রানাকে যেটা পরতে দেওয়া হয়েছে সেটাও হালকা নীল রঙের একটা সাফারি সুট, যে-কোন

মিলিওনেয়ার ট্যুরিস্ট পরলেও মানিয়ে যাবে।

ওদের ভ্যানগাড়ি বালিয়াড়ির মাঝখান দিয়ে আস্তে-ধীরে এগোচ্ছে। এক দুই করে পার হয়ে যাচ্ছে ঘণ্টাগুলো। রাফাহ্ রামাদানিকে অনেক পিছনে ফেলে এল ওরা। এই মুহূর্তে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে রানা, মেয়েটি কি অসম্ভব সাহসী, না ধোঁকাবাজি ও ষড়যন্ত্রের আয়োজনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করছে? একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ও, সালোনা বোকা নয়। আদর্শ সতী নারী? মনে হয় না। এখনও রানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়নি সে, তবে তরল রসিকতার মাধ্যমে ওর হাতে নিজেকে তুলে দেওয়ার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে। একা একটি মেয়ে, অচেনা একজন পুরুষের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে বেরিয়ে পড়ল! সুন্দরী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নিজেকে নিয়ে গর্বিতাও বটে। আরামপ্রিয়, ভোগী একটা মেয়ে। লোভী?

ভ্যানটায় সম্ভাব্য সব কিছু আছে। বাসে স্লাইডিং ডোর থাকে, এখানে তার বদলে রেগুলার ডোর দেখল রানা, ফলে ভিতর থেকে তালা লাগানো যায়। পিছন দিকের দু'পাশে দুটো বাঙ্ক, একটা বিল্ট-ইন স্টোভ ও রিফ্রিজারেটার–দুটোই গ্যাসে চলে। ছোট্ট বাথরুমটা পিছনদিকে। মেঝের মাঝখানে বোল্ট দিয়ে আটকানো ধাতব টেবিল। ওয়াল লকার-এ প্রচুর জায়গা।

ফুড লকার ও রিফ্রিজারেটার ভরে ফেলা হয়েছে। হিসেব করে দেখল রানা, পাঁচ কি ছয়দিনের জন্য যথেষ্ট খাবার নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ ফেরার সময় নিজের খাওয়ার কথাও ভাবতে হয়েছে সালোনাকে। তা সত্ত্বেও, মেয়েটিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না ও। এসপিওনাজে 'বিশ্বাস' করে শুধু বোকারা।

রওনা হওয়ার আগে অস্ত্রগুলো চেক করেছে রানা। একটা গোপন কমপার্টমেন্টে ভরা হয়েছে ওগুলো। রাশান একে-ফোরটিসেভেন ও চেক মেশিন পিস্তল। দুটো অস্ত্রের জন্যই প্রচুর অ্যামিউনিশন আছে দেখে স্বস্তি বোধ করল ও। আরেকটা বাক্সে

পাওয়া গেল দুটো স্প্যানিশ নাইন-মিলিমিটার অটোমেটিক, একটা আমেরিকান গুইন বুশমাস্টার। তৃতীয় বাক্সে রয়েছে ক্যাম্পসাইট ইনট্রুডার ডিটেকশন সিস্টেম ও গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম।

নেগেভ মরুভূমিতে দেখবার মত কিছু নেই। বালিয়াড়ির মাঝখান দিয়ে পিচঢালা পথ সোজা এগিয়েছে। পাহাড়গুলো সব অনেক দূরে। ওদের বামদিকে, মাত্র দেড়-দুই কিলোমিটার দূরে, মিশর সীমান্ত। অবশ্য ডেজার্ট পেট্রলের টহল থাকায় স্মাগলাররা এই রাস্তাটা ব্যবহার করে না।

মাত্র দুটো মিলিটারি রোডব্লকে থামতে হয়েছে ওদেরকে। রানা খেয়াল করল, ইজরায়েলি সৈনিকরা অনেকেই চেনে সালোনাকে। তার সঙ্গে হাস্য-কৌতুক করল তারা। আব্রা কোয়াফের কথা জানতে চাইল একজন মেজর। নতুন শোফার রাব্বা রাহী-র পরিচয়-পত্র দেখতে চাইল সে। রাহী, অর্থাৎ রানাকে দু'একটা প্রশ্নও করল। সালোনার শিখিয়ে রাখা জবাব আউড়ে পার পেয়ে গেল রানা।

আর ইজরায়েলি ডেজার্ট পেট্রল ওদের ভ্যান দেখে হাত নাড়ল—চলে যেতে বলছে, থামতে নয়।

পালা করে গাড়ি চালাচ্ছে ওরা। কেউই স্পিড রেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করছে না। রাস্তাটা কোথাও কোথাও বালিয়াড়ির উপর দিয়ে এগিয়েছে, ফলে ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে গাড়ি, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে না কী আছে সামনে। কয়েকবার বেদুইনদের কাফেলা ওদের পথ আটকাল। শম্বুকগতিতে আড়াআড়িভাবে রাস্তা পেরুচ্ছে। ক্লান্ত উট ও গাধার দল যতক্ষণ না পথ ছাড়ল ততক্ষণ ইঞ্জিন বন্ধ করে বসে থাকতে হলো ওদেরকে। এরা মিশরীয় যাযাবর, ইজরায়েলের ভিতর দিয়ে জর্দানে যাচ্ছে। সালোনা জানাল, যতই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকুক, আরব বেদুইনদের চলাচলে সাধারণত কখনও বাধা দেওয়া হয় না।

রাস্তা ধরে গরুর ও গাধায়-টানা গাড়িও দেখা গেল বেশ

কিছু। কোনও মরুদ্যানে হয়তো হাট বসেছে, ফসল সহ বিভিন্ন পণ্য নিয়ে যাচ্ছে মরুবাসী ব্যবসায়ীরা।

সামনে ফাঁকা বিস্তৃতি পড়লে, প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে রাস্তার উপর নাচতে দেখা গেল মরীচিকা। তবে ভ্যানের ভিতরটা ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক। অবশ্য রাতটা হবে সম্পূর্ণ অন্য রকম। দিগন্তে সূর্যটা হারিয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুব দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বালি ও পাথর, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাড়-কাঁপানো শীত পড়বে। তখন ইনফ্রা-রেড হিটার জ্বেলে শরীর গরম রাখতে হবে ওদেরকে।

সাড়ে তিনটের দিকে রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছাল ওরা। এইমাত্র সমতল পিচের রাস্তা, পরমুহূর্তে কঠিন পাথুরে মাটি দেখা গেল। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে লাইমস্টোন। কিছু পাথর বেশ বড়, ছোট বোল্ডারই বলা যায়, তবে বেশিরভাগই নুড়ি।

সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত ঝাঁকি খেতে খেতে এগোল ওদের গাড়ি। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসার খানিক আগে এক জায়গায় থামল ওরা রাত কাটাবে বলে। চোখে বিনকিউলার সেঁটে দূর থেকে তাকিয়ে থাকতে পারে কেউ, তাই অন্ধকার গাঢ় না হওয়া পর্যন্ত ইনট্রুডার ডিটেকশন সিস্টেমটা সেট করল না রানা।

ব্যাটারিতে চলে আই.ডি.এসটা। খুব সহজ মেকানিজম। রিসিভিং স্টেশনটা দেশলাইয়ের একটা বাক্সের মত দেখতে, সঙ্গে আছে লম্বা তার। খুব সরু ওই তার গাড়ির চারদিকে চারটে খুঁটির সঙ্গে জড়াল রানা, সেটার শেষ প্রান্ত রিসিভিং স্টেশনে জোড়া লাগাল। এখন যদি তারটা ছেঁড়ে, সঙ্গে সঙ্গে লাল আলো জ্বলে উঠবে, একটা ব্লিপারও সতর্ক করে দেবে ওদেরকে।

ভ্যানটাকে তারের দুটো বৃত্ত দিয়ে ঘিরল রানা। প্রথমটা গাড়ি থেকে নব্বুই ফুট দূরে, দ্বিতীয়টা পঁয়তাল্লিশ ফুট। দ্বিতীয় পেরিমিটারের তার ছিঁড়লে দুটো লাল আলোই মিটমিট করবে, সুর বদলে গিয়ে শুরু হবে পালসিং বিপ। ভাগ্যটা ভালই, সে রাতে

অবাঞ্ছিত কেউ এল না। দু'জনেই ওরা গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বাঙ্কে শোয়ার পরপরই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিনটা আরও কষ্টকর হয়ে উঠল, কারণ শক্ত পাথুরে জমিনে ছড়ানো বড় আকৃতির বোল্ডারের ভিতর দিয়ে নিজেদের পথ তৈরি করে নিয়ে এগোতে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও অনেকটা পথ পাড়ি দিল ওরা; সূর্য অস্ত যাওয়ার ঠিক আগে সালোনা জানাল, ওদের শেডিউল ঠিক আছে।

আজ রাতেও খোলা আকাশের নীচে ভ্যান থামাল ওরা। উঁচু-নিচু, অনুর্বর পাষাণ জমিনের বিস্তার ছাড়া চারপাশে আর কিছু নেই। দুই প্রস্থ তারের সাহায্যে অ্যালার্ম সিস্টেম সেট করল রানা। ফাইবার বোর্ড পার্টিশন বন্ধ করে দিল সালোনা, ক্যাব সেকশন থেকে ভ্যানের বাকি অংশকে আলাদা করেছে ওটা। পিছনের দরজার কাঁচে মোটা কাগজ সাঁটল রানা, উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে বাইরে থেকে কেউ যাতে ভ্যানের ভিতরটা দেখতে না পায়।

গরুর মাংসের কাবাব, সেদ্ধ মটরশুঁটি, হাতে সেকা আটার রুটি, পনির আর শুকনো কিছু ফল দিয়ে সাপার সারল ওরা। কাগজের প্লেটগুলো ফেলে দিচ্ছে, এইসময় অ্যালার্ম বেজে উঠল। দুটো লাল আলোর একটা মিটমিট করছে, সেই সঙ্গে ব্লিপার থেকে মৃদু শব্দ বেরুচ্ছে—পিপ-পিপ, পিপ-পিপ, পিপ-পিপ-পিপ...

চোখ বড় বড় করল সালোনা 'ছোট কোনও জন্তু হতে পারে না?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল সে, আর্মস লকার খুলে বুশমাস্টার ও একে-ফোরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল বের করতে দেখছে রানাকে।

'আমাকে একে-ফোরটিসেভেনটা দিন,' বলল সে, কণ্ঠস্বরে সামান্য একটু নার্ভাস ভাব।

তার হাতে রাইফেলটা ধরিয়ে দিয়ে লণ্ঠনটা নেভাল রানা, তারপর ঠেলে পার্টিশানটা সরাল। দুটো দরজা ও উইন্ডস্ক্রিনের কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাল ওরা দুজন। যেন আলকাতরা

ভর্তি একটা ড্রামের ভিতরে রয়েছে, চারদিকের অন্ধকার এত গাঢ়; অথচ নির্মল আকাশে নীল হীরের মত জ্বলজ্বল করছে হাজার হাজার নক্ষত্র।

ডান দিকের দরজাটা সাবধানে, একটু একটু করে খুলল রানা। 'আমরা বাইরে বেরুবার পর, গুলি করার আগে দশ পর্যন্ত গুণবেন,' সালোনাকে বলল ও। 'গাড়ির আরেক দিকে যেতে ওই সময়টা লাগবে আমার।' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সে, তবে তার উৎকণ্ঠা অনুভব করতে পারছে রানা। 'পশ্চিম দিকটায় সেমিসার্কেলে গুলি করবেন। তারপর গাড়িতে ফিরে এসে তালা লাগিয়ে দেবেন দরজায়। আমি ঢুকতে চাইলে তিনবার নক করব।'

সাবধানে দরজা খুলে বাইরের ঠাণ্ডা ও অন্ধকারে বেরিয়ে এল দুজন। কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। অন্ধকার ছাড়া দেখবারও কিছু নেই। তবে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, ওরা নিঃসঙ্গ নয়, একশো ফুটেরও কম দূরে কেউ বা কিছু আছে।

একে-ফোরটিসেভেনের ককিং লিভার টানছে সালোনা, দ্রুত ভ্যানের আরেক দিকে চলে এল রানা। ওর চোখের দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করতে চাইছে। নিশ্চিত হতে পারল না, তবে মনে হলো ছায়া ছায়া কাঠামো অত্যন্ত ধীর গতিতে ভ্যানের দিকে এগিয়ে আসছে।

এখনই জানা যাবে, ভাবল রানা। ওর হাতে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল বুশমাস্টার। ও ফায়ার ওপেন করেছে, একই সঙ্গে ওদিক থেকে সালোনাও। দুটো আগ্নেয়াস্ত্রের মিলিত আওয়াজ শুনে মনে হলো দুনিয়াটা যেন বিস্ফোরিত হয়েছে।

বুশমাস্টারের একার গর্জনই কানের পরদা ফাটাবার জন্য যথেষ্ট, কেউ যেন ঝাঁক ঝাঁক খুদে গ্রেনেড ছুঁড়ছে। একসময় মার্কিন এয়ার ফোর্স সারভাইভাল পিস্তল হিসাবে ইস্যু করত এটা, তবে এই অদ্ভুতদর্শন অটোলোডার ফুল কিংবা সেমি-অটোমেটিকেও ফায়ার করা যায়। পিস্তল গ্রিপ-এর পিছনে

M16 ম্যাগাজিন ঢোকাতে হয়, .223 ক্যালিবার বুলেট বেরোয়।

কোমর ভাঁজ করে, সারাক্ষণ জায়গা বদলে, সেমি-অটোমেটিকে ফায়ার করছে রানা, উত্তর থেকে দক্ষিণে, ডান থেকে বাঁয়ে। পুরস্কার জুটল তিন কি চারটে গোঙানির আওয়াজ। এরপর হাতের অস্ত্র একটু নিচু করে সরাসরি জমিনের দিকে গুলি করল, ডান থেকে বাঁয়ে। এক মিনিটও হয়নি, চৌত্রিশ রাউন্ডের ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ওর চোখ দুটো অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। জমিনে পড়ে ছটফট করছে এমন ছায়া ছায়া কাঠামো দশ কি বারোটা দেখতে পেল। তবে তিনজন ডাকাত এখনও বহাল তবিয়তে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যামিউনিশন শেষ হয়ে গেছে ভেবে ওর দিকে ছুটে এল তারা, একজন কর্কশ কণ্ঠে হাঁক ছাড়ল, 'আল্লাহু আকবর!'

রানা ভাবল, আহা, বলিহারি! ধর্মের কী ব্যবহার! মানুষ মেরে লুঠ করতে এসেছে, তাও সৃষ্টিকর্তার নামে।

দ্বিতীয় লোকটা পিস্তল তুলে গুলি করল একটা। তবে তার নড়াচড়া আগেই রানার চোখে ধরা পড়ে গেছে। ঝট করে এক পাশে সরে গেল ও, সেই ফাঁকেই শোল্ডার হোলস্টার থেকে নিজের পিস্তলটা টান দিয়ে বের করে নিয়েছে। সেফটি ক্যাচ অফ করছে, শত্রুর বুলেটটা টং করে লাগল ভ্যানের গায়ে। লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টানল রানা।

বুকে লাগল গুলি। ধাক্কা খেয়ে পিছু হটল লোকটা। সে পড়ে যাচ্ছে, এই সময় আরও দুটো গুলি করল রানা। একটা লাগল দ্বিতীয় ডাকাতের পেটে, সঙ্গে সঙ্গে কুঁজো হয়ে গেল সে, বাধ্য হয়ে হাতের রাইফেল রানার দিকে তাক করার ইচ্ছেটা বাতিল করে দিল। আরেকটা লাগল ওই লোকেরই কপালে।

তৃতীয় লোকটা লাফ দিল বাঁ দিকে, তার হাতের কারবাইন গর্জে উঠল। হঠাৎ করে একপাশে সরে এল রানা, আরও দু'বার ট্রিগার

টানল ওয়ালথারের। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার মত আওয়াজ করে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, খালি হাত দিয়ে পেট চেপে ধরেছে। তারপর ফেলে দিল কারবাইন, এবার চেপে ধরল বুকের মাঝখানটা। দুই সেকেন্ড পর জড় কাটা গাছের মত সটান পড়ে গেল পিছন দিকে।

এক ছুটে ভ্যানের পিছনটা ঘুরে আরেকদিকে চলে এল রানা, দেখল ক্রল করে সাইড ডোরের দিকে এগিয়ে আসছে আরেকজন ডাকাত। ওয়ালথার খালি হয়ে গেছে, লোড করার সময়ও নেই হাতে। ডান হাতটা ঝাঁকিয়ে বগলের কাছে স্ট্র্যাপ থেকে মুক্ত করল ছুরিটা, তালুর উপর পিছলে নেমে আসতে দিল হাতলটাকে। আরব ডাকাত লাফ দিয়ে সিধে হলো, হাতের রাইফেল তুলছে ওর দিকে। মান্ধাতা আমলের বোল্ট-অ্যাকশন অস্ত্র ওটা। ঝট করে সরে যাওয়ায় প্রথম গুলিটা লাগল না রানাকে। তার দ্বিতীয় সুযোগটা নষ্ট করে দিল ও, ছুরিটা ছুঁড়ে। পেনসিলের ডগার মত ছুঁচাল ছুরি বর্শা হয়ে গেঁথে গেল গলায়, সার্জিকাল স্টিল মাংস চিরে সেঁধিয়ে গেল ভিতরে। ভাঁজ হয়ে গেল লোকটার পা। ঢলে পড়ল সে।

দ্রুত হাতে ওয়ালথারটা রিলোড করল রানা। দরজার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে গাড়ির ভিতর তাকাল। সালোনাকে দেখা যাচ্ছে না। হয় গাড়ির মেঝেতে বসে পড়েছে, নয়তো ভ্যানের পিছন দিকে চলে গেছে।

তিনবার নক করল রানা। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারের পাশের বাকেট সিট থেকে মাথা তুলল সালোনা। তালাটা খুলে দিল সে, ভিতরে ঢুকে সেটা আবার লাগাল রানা।

'সবাই ওরা মারা গেছে? সবাই?' জানতে চাইল সালোনা।

'ঠিক বলতে পারব না,' বলল রানা। 'আবার বেরিয়ে দেখে আসব। নজর রাখুন, তবে বাইরে বেরুবেন না।'

ভ্যানের পিছন দিকে চলে এল রানা। গান লকার থেকে স্করপিয়ন মেশিন পিস্তল ও দুটো ম্যাগাজিন নিল। ম্যাগাজিন দুটো

কোমরের বেল্টে আটকে নিয়ে আবার বেরিয়ে এল গাড়ির বাইরে।

সাবধানে গাড়ির সামনের দিকটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। একবার ভাবল পেরিমিটারগুলো চেক করে দেখবে কিনা, সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল আইডিয়াটা।

খালি বুশমাস্টারটা তুলল ও। গাড়ির পিছন দিকে চলে এল, ছুরিটা ফেরত আনতে যাচ্ছে। কয়েক পা এগিয়ে থামল, ঝুঁকল লাশটার দিকে, টান দিয়ে গলা থেকে খুলে আনল ফলাটা। লোকটার সাদা পাগড়িতে ঘষে ফলার দু'দিকের রক্ত মুছল।

তিনবার কড়া নাড়তে দরজা খুলে দিল সালোনা। 'বাকি রাতটা এখানে কাটানো উচিত হবে না,' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'জানি!' বলে ভ্যানের পিছনে চলে এল রানা। ছুরিটা ছোট্ট সিঙ্কে রেখে গান লকারে ভরে রাখল বুশমাস্টার ও স্করপিয়ন মেশিন পিস্তল। সামনে ফিরে এসে ড্রাইভিং সিটে বসল।

'ষোলোটা লাশ গুণেছি,' বলল ও, হেডলাইট জ্বেলে স্টার্ট দিল ইঞ্জিন। 'ইজরায়েলি ডেজার্ট পেট্রল লাশগুলো দেখার পর কী হবে?'

এখনও একে-ফোরটিসেভেনটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছে সালোনা, রানার পাশের সিটে বসে জবাব দিল, 'এই ডাকাতরা না ইহুদি, না প্যালেস্টাইনি মুসলমান। সীমান্ত রক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে মিশর ও জর্দান থেকে ইজরায়েলে ঢোকে এরা। এদের লাশ দেখলে খুশি হয় ইজরায়েলি পুলিশ বা মিলিটারি।'

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল, সামনে তাকিয়ে জোড়া হেডলাইটের হলদেটে আলোর টানেল দেখছে সালোনা। সামনের দৃশ্যটা পাথুরে খানা-খন্দে ভরা, ওরা যেন চাঁদের পিঠে রয়েছে।

'কত দূর সরে যাওয়া দরকার?' জানতে চাইল সালোনা।

'পাঁচ মাইল,' বলল রানা। 'থামার পরপরই আই.ডি.এস. সেট করব। আবার ওরা হামলা করবে, তা অবশ্য মনে করি না।'

'তারমানে সবাই ওরা মরেনি?' উদ্বিগ্ন দেখাল সালোনাকে।

'না, সবাই মরেনি। উট নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকজন। তবে তারা পাগল নয় যে পিছু নিয়ে এসে আবার হামলা চালাবে।'

দু'ঘণ্টা পর নতুন ক্যাম্পের চারধারে চুলের মত পাতলা তার দিয়ে তিনটে ডিফেন্স পেরিমিটার তৈরি করল রানা—১৮০, ১২০ ও ৬০ ফুটে। বিপারটা সেট করল ম্যাক্সিমাম-এ। ছুরিটা ধুয়ে আটকে রাখল আগের জায়গায়।

'কখন কীভাবে মারা যাই, সময় থাকতে আপনাকে একটা ধন্যবাদ দিয়ে রাখি,' হঠাৎ বলল সালোনা, নিজের বাঙ্কে উঠে শোয়ার আয়োজন করছে।

'হেতু?' প্রশ্ন করল রানা।

'প্যালেস্টাইন আমার দেশ, আমার দেশকে আমি ভালবাসি,' বলল সালোনা। 'সেই দেশের স্বার্থে আপনাকে, একজন অচেনা পুরুষকে, দুর্গম মরু ও পাহাড়ী এলাকায় পথ দেখাতে এসেছি। আপনি বোঝেন, একটা মুসলিম পরিবারের মেয়ে হয়ে কাজটা করতে কত বড় ঝুঁকি নিতে হয়েছে আমাকে?'

'এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পাইনি আমি,' রানার সরল স্বীকারোক্তি। 'আসলে ঠিক কী বলতে চাইছেন?'

'ধন্যবাদ এই জন্যে যে পাশাপাশি ঘুমালাম, অথচ, আপনি কোনও অন্যায় সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করলেন না।' শুয়ে পড়ল সালোনা, গায়ে টেনে নিল চাদরটা।

'কে জানে ধন্যবাদটা সময়ের আগে দিয়ে ফেললেন কিনা!' হেসে উঠে বলল রানা। 'পথের শেষে পৌঁছাতে এখনও তো দেরি আছে, তাই না?'

জবাবে কিছু না বলে চাদর দিয়ে মুখ ঢাকল সালোনা।

রানা ভাবল, তার এই নিরুত্তর থাকাটা কি এক ধরনের উত্তর নয়?

পরদিন সকালে সূর্য আকাশের অনেকটা উপরে উঠে আসতে গাড়ি

ছাড়ল রানা। এদিকের জমিন ভাঙাচোরা, তার উপর রাশি রাশি নুড়ি ছড়ানো; ঝাঁকি খেতে খেতে ব্যথা ধরে গেল শরীরে। হেভি ডিউটি স্প্রিংগুলো প্রতিবাদে ককাচ্ছে। ধীরে ধীরে সামনে মাথাচাড়া দিচ্ছে সারি সারি পাহাড়। তবে কোনটাই খুব বেশি উঁচু নয়, পাঁচশো থেকে দু'হাজার ফুট।

পাহাড়ের ঢালু গা অত্যন্ত কর্কশ, এবড়োখেবড়ো ও বেঢপ বোল্ডারে ভর্তি। অবশ্য খুব একটা খাড়া নয়। পাহাড়ী ছাগল চরার পথ আছে, সেই পথে গাড়ি চালাবার প্রশ্নই ওঠে না। নিজেদের পছন্দমত জায়গার উপর দিয়ে পথ তৈরি করে নিয়ে এগোচ্ছে ওরা।

জেনারেল আইয়াহু ওয়াহাবার প্রধান ঘাঁটির কাছাকাছি পৌঁছাবার জন্য একটা প্ল্যান তৈরি করেছে সালোনা, সেটাকে যথেষ্ট প্র্যাকটিকাল বলেই মনে হলো রানার।

সালোনার বক্তব্য অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে এমআইজের গার্ডরা পাহারায় থাকবে–ঘাঁটির চারদিকে, কয়েক মাইল জুড়ে। এই গার্ডরা পজিশন নিয়ে আছে যে-যার এলাকার সবচেয়ে উঁচু জায়গায়, কেউ ঘাঁটির দিকে এগোলে দূর থেকে তাকে যাতে দেখতে পাওয়া যায়।

সালোনা ব্যাখ্যা করল কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা হবে। রানাকে ওয়াদি এল খাতির ধরে নিয়ে যাবে সে। ওয়াদি মানে হলো জলপথ, তবে শুধু বরষার সময় পানি থাকে। বছরের এই সময়ে ওয়াদি এল খাতির শুকনো খটখটে থাকার কথা। শুকনো নালাটা ধরে যতদূর পারা যায় গাড়ি চালাবে ওরা, তারপর গাড়ি রেখে ঢাল বেয়ে উপরে উঠবে–সালোনার ভাষায় বেশি নয়, মাত্র কয়েক শো ফুট।

তবে ওঠার পর একটু সাবধান হতে হবে। কারণ ওদিকে একটা মুসলিম পরিবার থাকে। হ্যাঁ, ওই ঢালের উপরই তাদের বাড়ি।

এরকম একটা দুর্গম জায়গায় কেন কেউ থাকবে—জানতে চাইল রানা। সালোনা বলল, বুড়ো খান জাহান আলি ওই পরিবারের কর্তা। তাঁর বক্তব্য: প্রাচীন এক রাজার বংশধর তিনি। তাঁদের ছোট্ট রাজত্বটা ছিল একটা চওড়া নদীর কিনারায়। এক কিংবা দুই হাজার বছর আগে প্রবল এক ভূমিকম্পে সুজলা-সুফলা এই অঞ্চলটা মরু ও পাহাড়ে পরিণত হয়। আজকের এই সরু ও গভীর নালাটাই সেদিনের সেই চওড়া নদী। ভূমিকম্পে প্রজারা প্রায় সবাই মারা যায়। তবে রাজপরিবারের কিছু লোক বেঁচে ছিল। তারা এই জায়গার মায়া ত্যাগ করতে পারেনি, বংশ পরম্পরায় এখানেই পড়ে আছে মাটি কামড়ে।

খান জাহান আলির তিন ছেলে, তারা জেরুজালেমে ছোটখাট ব্যবসা করে। বছরে একবার অন্তত বাড়ি ফেরে তারা।

যাই হোক, অদ্ভুত ওই মুসলিম পরিবারটিকে এড়িয়ে ঢালের মাথায় উঠতে হবে ওদেরকে। উপরে ওঠার পর বড় আকারের বোল্ডার পাওয়া যাবে, সেগুলোর আড়াল নিয়ে দশ কিলোমিটার যেতে পারলেই হবে, দূর মালভূমিতে দেখা যাবে এমআইজের প্রধান ঘাঁটি। খালি চোখে নয়, দেখতে হলে বিনকিউলার লাগবে। সালোনা তা নিয়েও এসেছে।

ঘাঁটিটা দেখাবার পরেই সালোনার দায়িত্ব শেষ। এরপর ফিরতি পথ ধরবে সে।

তৃতীয় দিনটা নরক হয়ে উঠল। প্রায় বিরতিহীন উপর-নীচে ঝাঁকি খাচ্ছে ভ্যান, ফলে এয়ারকন্ডিশনিং সিস্টেমের একটা তার কোথাও ছিঁড়ে গেল। একটু পর থেকেই দরদর করে ঘামতে শুরু করল ওরা, ভিজে জবজবে হয়ে উঠল পরনের কাপড়চোপড়।

শার্ট খুলে গলায় তোয়ালের মত পেঁচাল রানা।

শার্ট ও স্ল্যাকস খুলে ফেলল সালোনাও, শুধু প্যান্টি ও ব্রা তাকে বিব্রত করছে না।

দুপুরের দিকে পরিষ্কার হয়ে গেল শেডিউল মিস করছে ওরা, আজ কোনমতেই নালায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। রাতেও গাড়ি চালানো যায় কিনা ভাবল রানা, তবে খুব বেশি ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যায় বলে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। হেড লাইটের আলো কয়েক মাইল দূর থেকে দেখা যাবে। আলো না জ্বেলে গাড়ি চালানো আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। অন্ধকারে দেখতে পাবে না কোথায় যাচ্ছে, বোল্ডারে ধাক্কা খেলে স্প্রিঙ ভেঙে যেতে পারে, কিংবা কিনারা থেকে কোনও খাদে পড়ে যেতে পারে ভ্যান। ভ্যানটা ওদের কাছে অমূল্য, এটা নষ্ট হলে মারা যাবে দু'জনেই।

'ল্যান্ড মার্ক সম্পর্কে কিছু বলছেন না যে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'যদি সন্দেহ জেগে থাকে রুট থেকে সরে এসেছি, এখনই সেটা বলার সময়। পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে আপনাকে।' চট করে সালোনাকে একবার দেখে নিল ও। 'বলুন, আপনি নিশ্চিত?'

'এমআইজে ঘাঁটিতে কয়েকবার গেছি আমি,' দৃঢ় সুরে বলল সালোনা। 'কোথায় রয়েছি খুব ভাল করে জানি। ঠিক রুটেই আছি আমরা।' সিগারেট ধরাবার জন্য থামল সে। 'আজ সকালে একটা ল্যান্ডমার্ককে পাশ কাটিয়েছি। মনে আছে, রোমান ধ্বংসাবশেষে থেমেছিলাম? ওটা ছিল জুপিটার টেমপল। ওই ছয়টা স্তম্ভই শুধু দাঁড়িয়ে আছে। আপনি হয়তো জানেন, এক সময় ইজরায়েল রোমান সাম্রাজ্যের একটা অংশ ছিল। ওয়াদির যত কাছে পৌঁছাব, আরও বেশি রোমান ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাব আমরা।'

'কাল আপনি একটা কেল্লার কথা বলেছিলেন, ক্রুসেডাররা বানিয়েছিল,' বলল রানা। 'সেটা আর কতদূরে?'

'এখনও অনেক দূর।' হেসে উঠল সালোনা। 'সিংহ টাওয়ার ওই একই মালভূমিতে, জেনারেল ওয়াহাবা যেখানে তার মূল ঘাঁটি বানিয়েছে। ওটাকে আমরা খুব শীঘ্রিই দেখতে পাব।'

ব্যাপারটা নিয়ে বেশি কথা বলতে চাইছে না রানা। ও যে শুধু

এমআইজে ঘাঁটির রুট চেনে না তা নয়, ইজরায়েলের ঠিক কোথায় রয়েছে ওরা তাও নিশ্চিত নয়। আধ ঘণ্টা পর পর গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম ব্যবহার করতে চাওয়াটা ভাল দেখায় না। তা ছাড়া, কী করে বুঝবে জিনিসটায় কারিগরি ফলানো হয়নি?

শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে, মানুষ বসবাসের অযোগ্য একটা এলাকায় রয়েছে ওরা। প্রাচীন রোমানরা, কিংবা আরও পরে ক্রুসেডাররা এই জায়গায় কীভাবে কিছু বানিয়েছিল, সেটা নিশ্চয়ই পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়।

চারদিকে যতদূর দেখতে পাচ্ছে রানা, নিষ্প্রাণ পাথর ছাড়া আর কিছু নেই। পাহাড়গুলোও বিচিত্র, যেন এক সময় আরও অনেক উঁচু ছিল, প্রাকৃতিক কোনও বিপর্যয়ের কারণেই ভেঙেচুরে স্তূপে পরিণত হয়েছে। কোথাও কোথাও সেই স্তূপ, কয়েক হাজার বছর ধরে বাতাসের অত্যাচারে, মিহি বালি হয়ে গেছে। সেই বালিতে কীভাবে যেন আজও টিকে আছে নুড়ি থেকে শুরু করে বিরাট বিরাট সব বোল্ডার।

এই নুড়ি ও বোল্ডারগুলো চকচকে, প্রতিফলিত রোদ চোখের জন্য পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। কিছুই ভোলেনি সালোনা, দু'জোড়া সানগ্লাস বের করল সে। সেগুলো পরে খানিকটা আরাম পেল ওরা, তবে তারপরও ব্যথা করছে চোখ, পানি গড়াচ্ছে।

ক্লান্ত শরীর, গা বেয়ে স্রোতের মত ঘাম গড়াচ্ছে, অবশেষে নগ্ন গ্র্যানিট পাথরের একটা চৌকো চত্বরে রাত কাটানোর জন্য থামল ওরা। গোসল করা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু পানি থাকা সত্ত্বেও খরচ করার সামর্থ্য নেই। নিজেদেরকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য অন্ধকারে চোখ মেলে অপেক্ষায় থাকল, গরম ভাবটা কখন মিলিয়ে গিয়ে পরিবেশ শীতল হয়ে উঠবে।

বড় একটা রিল থেকে সরু তার বের করে অ্যালার্ম সিস্টেম সেট করার সময় রানা ভাবল, গোপন ঘাঁটির জন্য এর চেয়ে ভাল

জায়গা জেনারেল আইয়াহু ওয়াহাবা আর পেত কিনা সন্দেহ। একে তো ইজরায়েলের ভিতর, তার উপর এই দুর্গম নেগেভ মরুতে কে খোঁজ নিতে আসবে কী হচ্ছে না হচ্ছে? জায়গাটায় শুধু বোধহয় আকাশ পথেই পৌঁছানো সহজ। সাপ্লাই পরিবহনের জন্য নিশ্চয়ই হেলিকপ্টারের একটা বহর ব্যবহার করতে হচ্ছে তাকে।

'ওরা পানি পাচ্ছে কীভাবে?' সালোনাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'গভীর নলকূপ বসিয়েছে জেনারেল ওয়াহাবা। আশ্চর্য কী জানেন, গোটা নেগেভেই ছোটখাট লেক আছে বেশ কিছু। এরকম একটা লেক থেকেও পাইপের সাহায্যে পানি সংগ্রহ করা হয়।'

খাওয়াদাওয়ার পর ক্লান্ত শরীর নিয়ে রাত দশটার দিকে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

রানার ঘুম ভাঙল ফিসফিস আওয়াজে। কোথায় রয়েছে মনে পড়তে এক সেকেন্ড সময় লাগল। এক চুল নড়ছে না ও। ভ্যানে রয়েছে ওরা, যে-যার বাঙ্কে শুয়ে আছে। ধীরে ধীরে চোখ মেলল। অন্ধকার।

আবার শুনল আওয়াজটা। সজাগ হয়ে ওঠায় এবার আগের চেয়ে স্পষ্ট লাগল। মেয়েলি কণ্ঠস্বর।

নিশ্চয়ই সালোনা! কী বলছে ধরা যাচ্ছে না। কিন্তু কে আছে এখানে, কার সঙ্গে চাপা স্বরে কথা বলছে সে?

ধীরে ধীরে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে দেখল রানা, পিস্তলটা আছে। এখনও ফিসফিস করছে সালোনা। ঘুমের মধ্যে মানুষ কথা বলে, তবে এত নিচু গলায় আর এত সাবধানে নয়।

তারপর বুঝতে পারল রানা, খুদে একটা রেডিও অন করে কথা বলছে সালোনা কারও সঙ্গে।

এমআইজের সদস্য মেয়েটা? একা রানাকে খুন করার সাহস নেই, তাই দলের লোকজনের সাহায্য চাইছে? কিংবা জানিয়ে

রাখছে কখন ওরা কোথায় পৌঁছাবে, সেখানে যাতে দলের লোকেরা ওত পেতে থাকতে পারে?

খুট করে আওয়াজ হলো। রেডিওটা বন্ধ করে দিল সালোনা। হঠাৎ মৃদু হাসির আওয়াজ শুনতে পেল রানা। কী কারণে যেন আপন মনে হাসছে সালোনা। মচ মচ করে উঠল বাঙ্কটা। নীচে নামছে সে।

রানার একটা হাত এখনও বালিশের তলায়, পিস্তলের বাঁটটা শক্ত করে ধরে আছে।

'আচ্ছা!' বিড় বিড় করল সালোনা। 'তা হলে এই ব্যাপার! আমার কাছে গোপন করে যাওয়া হয়েছে! তাই তো বলি, কার এত বড় বুকের পাটা! ইজরায়েলে ঢুকে একাই ধ্বংস করতে চায় এমআইজের ঘাঁটি! কার এমন দুঃসাহস! সিরিয়ান জেনারেল হাশেমির ছেলে বশির সহ ত্রিশজন বন্দিকে উদ্ধার করতে চায়! আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার, এরকম একটা অ্যাসাইনমেন্ট গোটা দুনিয়ায় মাত্র একজনকেই দেয়া হতে পারে।'

সিগারেট ধরাল সালোনা। তাকে দেখে মাথাটা ঘুরে গেল রানার। সম্পূর্ণ নগ্ন সে। তার চেয়ে বড় কথা, এমন উদ্ভিন্ন যৌবন খুব কমই দেখেছে ও। আরও ভয়ানক, ওর বাঙ্কের দিকে এগিয়ে আসছে নগ্ন নারীমূর্তি।

'আমার শীত করছে,' রানার বাঙ্কে উঠে, ওর চাদরের তলায় ঢুকে পড়ল সালোনা। 'মাসুদ রানা, আমি জানি তুমি জেগে আছ। নিজের পরিচয় আমাকে জানাওনি, সেজন্যে মিষ্টি শাস্তি দিতে চলে এলাম।' ব্যস্ত হাতে রানার জামার বোতাম খুলতে শুরু করল সে।

কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করার পর সাড়া দিল রানা। তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ও, 'কীভাবে জানলে?'

'কোয়াফ, আমার ভাইয়ের সঙ্গে এই মাত্র কথা বললাম টু-ওয়ে একটা রেডিওতে,' জানাল সালোনা। 'হসপিটালের বেড থেকে সব খবরই রাখছে সে।'

পাঁচ

পরদিন ঠিক দশটা আটত্রিশ মিনিটে ছোট্ট একটা পাহাড়ী লেকের পাশে দুটো রোমান ল্যান্ডমার্ক দেখতে পেল ওরা। ওদের ডান দিকের একটা ঢাল থেকে একটু তির্যক ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে আছে একজোড়া স্তম্ভ, গায়ে প্রাচীন ল্যাটিন হরফ খোদাই করা।

গাড়ি থামাল রানা। স্তম্ভটার দিকে চেয়ে আছে দু'জন। সরু লেকটা ওদের বাঁ পাশে, গভীর খাদের নীচে। বদ্ধ পানি ধুলো-বালি পড়ে নোংরা হয়ে আছে। খাড়া ঢাল বেয়ে নামার কোন উপায় নেই, আর ঘুরপথে নেমে গোসল করতে চাইলে কয়েক ঘণ্টা সময় বেরিয়ে যাবে।

'ওয়াদি এল খাতির থেকে আর আট কি নয় মাইল দূরে রয়েছি আমরা,' জানাল সালোনা। 'ওই নালায় নেমে আরও কয়েক কিলোমিটার এগোতে হবে। কাজেই সময় নেই, নাক বরাবর গাড়ি চালাও।' চোখ ইশারায় ড্যাশবোর্ডে রাখা কমপাসটা দেখাল রানাকে। 'আমরা ঠিক পথেই আছি।'

কোনও মন্তব্য না করে চারদিকে দৃষ্টি বুলাল রানা, চোখে-মুখে বিতৃষ্ণ একটা ভাব। দূরে একটা পাখি উড়ছে, ওটা ছাড়া কিছুই নড়ছে না। এমনকী এখানকার বাতাস পর্যন্ত পাথরের মত নিষ্প্রাণ হয়ে আছে।

সেই সূর্য ওঠার পর থেকে পাথরের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছে ওরা। পাথর ক্রমশ বড় হয়ে বোল্ডার হয়ে গেল। বোল্ডার পরিণত হলো ছোটখাট পাহাড়ে। একটা গাছ তো দূরের

কথা, কোথাও একটা ঘাস পর্যন্ত দেখেনি ওরা।

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। একঘেয়ে সময় বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে ওর কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজল সালোনা, মৃদুকণ্ঠে বলছে, কয়েক বছর আগে জেরুজালেমে থাকার সময়, প্যালেস্টাইনি ইন্টেলিজেন্স এজেন্টদের মুখে বহু দূর কোনও এক দেশের একজন আশ্চর্য মানুষের কথা শুনেছিল সে। মানুষটা প্যালেস্টাইন, তথা গোটা আরব বিশ্বের পরম হিতৈষী। মানুষটাকে দেখার একটা বাসনা তৈরি হয় তার মনে। হাস্যকর ফ্যান্টাসি মনে হতে পারে, তবে কথাটা সত্যি, বীরত্ব ও মহত্ত্বের কথা শুনতে শুনতে মানুষটার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল সে। স্বপ্নে তো দেখতই, বাস্তবেও পেতে চাইত। ভাবা যায়, এ কি বিশ্বাস করার মত, তার মনোবাঞ্ছনা এই পাথুরে মরুতে এসে পূরণ হবে?

এরপর চুমোয় চুমোয় অস্থির হয়ে পড়ল রানা, এক মিনিটের জন্য গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো।

অবশেষে পড়ন্ত বিকেলের দিকে শুকনো নালাটায় নেমে এল ওরা। বরষার মরশুমে নালার খরস্রোতা পানি বোল্ডারগুলোকে মসৃণ, চকচকে করে রেখে গেছে। দু'পাশের ঢালু, উঁচু পাঁচিল ঝুলে রয়েছে ওদের উপর, তবে দুই ঢাল বেয়েই উপরে ওঠা সম্ভব বলে মনে হলো রানার, তেমন ঝুঁকি না নিয়েই, কারণ প্রচুর খাঁজ ও গর্ত রয়েছে পা রাখার জন্য।

ধীরগতিতে সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। নিজেকে একবার মনে করিয়ে দিল, অ্যামবুশের জন্য জায়গাটা আদর্শ। হয়তো সাব-মেশিনগান কিংবা গ্রেনেড ব্যবহার করা হবে। দেখা যাক। ঝুঁকি আছে জেনেই তো এসেছে। কাপুরুষ জীবনযাপনের চেয়ে সহস্র গুণ ভাল এটা।

এক সময় সালোনা বলল, 'আরও কিছুক্ষণ এগোবার পর নদীর মেঝেটা মোচড় খেয়ে ওপর দিকে উঠতে শুরু করবে। ওই মোচড়টা পার হলে মরচে ধরা একটা জিপ দেখতে পাবে।'

'জিপ? এখানে জিপ এল কীভাবে?'

রানার কথার মধ্যে সন্দেহের সুর পেয়ে রাগের সঙ্গে জবাব দিল সালোনা, 'তা আমি জানব কীভাবে? শুধু জানি ওটা ওখানে বহু বছর ধরে পড়ে আছে। হয়তো খান জাহান আলি বা তার কোনও ছেলে নিয়ে গিয়েছিল, অচল হয়ে পড়ায় ওখানেই ফেলে রাখে।'

ভ্যানটা সাবধানে চালাচ্ছে রানা, মাথার চুল ও জুলফি থেকে গড়িয়ে নেমে আসা ঘামের ধারাগুলোকে গ্রাহ্য করছে না। রওনা হওয়ার পর কতটা পথ পাড়ি দিয়েছে আন্দাজ করার চেষ্টা করল ও। আশি কিলোমিটার, নাকি একশো? আরও বোধহয় বিশ কিলোমিটার এগোতে হবে। এই সময় অনুভব করল, ওর দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে সালোনা।

শান্ত, স্বাভাবিক সুরে জানতে চাইল রানা, 'এমআইজের ঘাঁটিতে যখন গেছ তোমরা, এই রুটই ব্যবহার করেছ প্রতিবার?'

'প্রতিবার নয়, বেশ কয়েকবার,' বলল সালোনা। 'অন্য সময় সংক্ষিপ্ত পথ ব্যবহার করেছি। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে সেটা, আরও পশ্চিমে। ভাল রাস্তা, সরাসরি মালভূমিতে উঠে গেছে।'

'তারমানে কি তুমি বলতে চাইছ এই রুটটা প্রায়ই ব্যবহার করা হয়?'

'প্রায় কখনোই ব্যবহার করা হয় না, অন্তত আমি যতদূর জানি। এমআইজে অন্য পথটা ব্যবহার করে।'

'তা হলে বেশ কয়েকবার এই রুট কেন ব্যবহার করেছ তোমরা?' ঘাড় ফিরিয়ে চট করে একবার সালোনাকে দেখে নিল রানা, মেয়েটার চোখ দুটোয় রাগ দেখা দিয়েছে।

'ও, আচ্ছা, উপকারের এই হলো প্রতিদান! তুমি আমাকে সন্দেহ করছ!' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল সালোনা। 'সেজন্যেই একের পর এক প্রশ্ন করা হচ্ছে। যাও, যা খুশি ভাবো তুমি। আমি তোমার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই!'

‘তা হলে আর সন্দেহ করার জন্যে দায়ী কোরো না আমাকে,’ ধমকের সুরে বলল রানা। এই প্রথম বালি ও মাটির খানিকটা বিস্তৃতি দেখতে পেয়ে জোরে ছোটাল গাড়িটাকে।

প্রায় আধঘণ্টা চুপ করে থাকল ওরা। এক সময় নদীর মেঝে মোচড় খেয়ে উপর দিকে উঠতে শুরু করল। ভ্যানের গতি কমিয়ে আনল রানা। ইতিমধ্যে পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেছে সূর্য। দ্রুত গাঢ় ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে চারদিক।

‘ঠিক আছে, বলছি,’ শান্তকণ্ঠে শুরু করল সালোনা। ‘পাথর-ধসের ফলে ওই রাস্তাটা একবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরিষ্কার করতে কয়েক মাস লেগে যায়। পুরো কাজটা হাত দিয়ে করতে হয়েছে। তখন এই রুট ব্যবহার করি আমরা।’

এখনও গ্রহণযোগ্য জবাব পায়নি, তারপরও রানা বলল, ‘কথাটা প্রথমেই আমাকে বলা উচিত ছিল তোমার, সত্যি কিনা প্রমাণ করতে পার বা না পার।’

‘উফ্, এ তো দেখছি বিদঘুটে এক সমস্যায় পড়া গেল!’ চরম বিরক্ত মনে হচ্ছে সালোনাকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল সে আবার।

‘রাত নামছে,’ বলল রানা। ‘ভাবছি মাঝরাত পর্যন্ত হাঁটা যায় কিনা।

ঢাল বেয়ে উঠছে গাড়ি।

‘ওই যে সামনে জিপটা,’ খানিক পর বলল সালোনা। ‘ঠিক যেখানে বলেছিলাম সেখানেই রয়েছে। আর তোমার মনে যদি প্রশ্ন জেগে থাকে ওপরে ওঠার পথটা কীভাবে চিনলাম, তা হলে শোনো—প্রথমে এদিকে আমি কোয়াফের সঙ্গে রোমান আর্টিফ্যাক্ট খুঁজতে এসেছিলাম। জানি, এটাও তুমি বিশ্বাস করছ না।’

‘বিশ্বাস করি বা না করি, একটা জায়গায় পৌঁছেছি আমরা।’ উৎফুল্ল হয়ে ওঠার ভাব দেখাল রানা। ভ্যানটাকে জিপের ডান পাশে থামাল ও।

জিপ নয়, জিপের কংকাল। পুরোটাতেই মরচে ধরে গেছে। টায়ার পচে গিয়েছিল, তারপর পানির তোড়ে ভেসে গেছে। বাতাস ও রোদ সমস্ত রঙ তুলে ফেলেছে। লালচে ধুলোয় ঢাকা পড়ে আছে ধাতব কংকালটা।

'ওদিকে।' হাত তুলে ডান পাশটা দেখাল সালোনা। 'ওদিক দিয়ে ঢালের মাথায় উঠতে পারব আমরা। আমিও মনে করি, রাতের অন্ধকারে যতটা সম্ভব এগিয়ে থাকা উচিত।'

'সব তা হলে গুছিয়ে নিই,' বলল রানা। শার্টটা গায়ে চড়িয়ে ভ্যানের পিছনে চলে এল ও। ওয়েস্ট হোলস্টারে ওয়ালথারটা ভরল। ক্যারি-অল শোল্ডার ব্যাগে নিল সেক্সট্যান্ট, সেলেসটিয়াল কমপিউটার, ক্যামেরা সহ অন্যান্য ইকুইপমেন্ট। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে গান লকার খুলল। এখান থেকে নিল একে-ফোরটিসেভেন ও স্করপিয়ন মেশিন পিস্তল, দুটো অস্ত্রের জন্য দুই শোল্ডার ব্যাগ ভর্তি স্পেয়ার ম্যাগাজিন।

রানার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আরেকটা লকার খুলেছে সালোনা। দুটো শক্তিশালী বিনকিউলার বের করল সে, একটা ধরিয়ে দিল রানার হাতে। তার মুখে সরল হাসি-হাসি ভাব ফুটে রয়েছে।

একে-ফোরটিসেভেন ও স্পেয়ার ম্যাগাজিনের একটা ব্যাগ দিল তাকে রানা।

নিঃশব্দে হাসল সালোনা। 'পাশের লকারটা খোলো। ওটায় একজোড়া স্লিপিং ব্যাগ আছে, বের করে আমাকে দাও। আমি কিছু খাবার ও পানিও নিচ্ছি।'

কয়েক মিনিট পর ভ্যান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ডান দিকের ঢাল বেয়ে উঠছে। একটা অগভীর নালার দিকে এগোচ্ছে সালোনা, পনেরো ফুট চওড়া সেটা। 'সাবধানে কিন্তু,' বলল সে। 'দেখতেই পাচ্ছ ধরার মত পাথরের কোনও অভাব নেই, ঢালটা খুব একটা খাড়াও নয়। কিন্তু আলগা কোনও পাথর ধরলে কিংবা

পা রাখলে পড়ে যেতে পারি।'

মুখ তুলে ঢালের মাথার দিকে তাকাল রানা। উপরে পৌঁছাতে প্রায় দুশো ফুট উঠতে হবে ওদেরকে। সঙ্গে অস্ত্র ও ব্যাগ থাকায় ওঠাটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল।

সন্ধ্যা নামল ঝপ করে। একটু পর ঠাণ্ডা হয়ে গেল প্রকৃতি। আরও খানিক পর টর্চ জ্বালতে হলো সালোনাকে। সাবধানে উঠতে হচ্ছে বলে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে গেল ঢালের মাথায় পৌঁছাতে। ঠাণ্ডার মধ্যেও দরদর করে ঘামছে দুজন।

চাঁদের দেখা পাওয়া গেল দুই পাহাড়ের মাঝখানে। আধখানা হলেও, নির্মল পরিবেশে প্রচুর আলো দিচ্ছে, প্রায় দিনের মত। ঢালের উপরটা আসলে ছোট একটা মালভূমি। রানার জন্য একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে এখানে। পায়ের নীচে মাটি, পাথর নয়। এই প্রথম কিছু ঘাস দেখতে পেল ওরা। কয়েকটা লাইমস্টোন বোল্ডারকে পাশ কাটিয়ে আসার পর দু'পাশে বুনো কাঁটাঝোপ পড়ল। আরও সামনে–এখন রানার হাতেও টর্চ জ্বলছে–উদ্ভাসিত হলো কিছু গাছ।

গাছপালার সংখ্যা বাড়ছে। তারপর ফাঁকা একটা গভীর জায়গা, টর্চের আলোয় পারদের মত চকচক করে উঠল সারফেস। এটাই হলো সেই বিস্ময়। ছোট একটা লেক।

লেক না বলে আগাছা ভর্তি জলা বললেই যেন বেশি মানায়। এতটা উঁচু জায়গায় হঠাৎ এই মাটি, এত গাছপালা আর এই জলাশয় কীভাবে আসে রানার মাথায় ঢুকল না। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল? তা ছাড়া কী!

'খান জাহান আলি বুড়োর বাড়িটা ওই ওদিকে, লেকের উত্তর পাড়ে,' বলল সালোনা। 'মালভূমি থেকে নামার জন্যে ওটাকে পাশ কাটাতে হবে আমাদের। সাবধানে, কেমন?'

'কোনও কথা নয়, কোনও শব্দ নয়, এই তো?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।' হাসল সালোনা। 'আর, উচিত হবে টর্চ না

জ্বালা—অন্তত কাছাকাছি পৌছে।'

লেকের পাশ ঘেঁষে এগোবার সময় ছোট একটা খেত দেখতে পেল রানা। খানিক দূরে একটা বাগানও রয়েছে। তারপর পাথরের তৈরি বাড়িটা।

ওটাকে পঞ্চাশ গজ দূরে রেখে পাশ কাটাচ্ছে ওরা, প্রায় পিছনে ফেলে এসেছে, এই সময় হঠাৎ নারী কণ্ঠের কাতর গোঙানি শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল সালোনা।

আওয়াজটা রানাও শুনেছে। দাঁড়িয়েও পড়েছে ও, তবে চাঁদের আলোয় তাকিয়ে আছে সালোনার মুখের দিকে। ওর হাবভাব ও প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছে।

'কোনও মেয়ে কাঁদছে, তাই না?'

'কী জানি।' ইচ্ছে করেই না বোঝার ভান করছে রানা। গোটা ব্যাপারটা সাজানো হতে পারে। ওখানে হয়তো অপেক্ষা করছে এমআইজের লোকজন।

বাড়িটার দিকে কয়েক পা এগোল সালোনা। 'কেউ কোনও বিপদে পড়ল কিনা দেখা উচিত না?'

'এ-ও ভাবা উচিত ওখানে আমাদের জন্যে কোনও বিপদ অপেক্ষা করছে কিনা।'

'কী ধরনের বিপদ?' দ্রুত জানতে চাইল সালোনা।

'তার আগে জবাব দাও, এই বাড়িটাকে চুপিসারে পাশ কাটাতে চেয়েছিলে—কেন?'

'সাবধানের মার নেই ভেবে।'

'কীসের বিরুদ্ধে সাবধানতা?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

'এই এলাকায় আমাদের উপস্থিতি ফাঁস হবার বিরুদ্ধে,' জবাব দিল সালোনা। 'শোনো, এখানে সারারাত দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারব না। খান জাহান আলিকে আমি চিনি, তাঁর বাড়িতে কেউ কাঁদছে শোনার পর আমি ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে পারব না।' রানা কী বলে শোনার অপেক্ষায় না থেকে

বাড়িটার দিকে এগোল সে।

অগত্যা তার পিছু নিল রানা।

একটু এগোতেই মাটির নিচু পাঁচিল দেখা গেল। ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘেউ ঘেউ করছে একটা কুকুর। এতক্ষণ চাপা গোঙানির আওয়াজ হচ্ছিল, যেন কুকুর ডেকে ওঠাতেই থেমে গেল সেটা।

মেশিন পিস্তলটা কক করল রানা, প্রয়োজনে গুলি করার জন্য তৈরি হয়ে থাকল। ওর সামনে রয়েছে সালোনা, অসঙ্কোচে ঢুকে পড়ল উঠানে।

বাড়িটার সদর দরজার উপরের অংশ খুলে যেতে দেখল রানা। হ্যারিকেনের লালচে আলো বেরিয়ে এল বাইরে। সেই আলোকে পিছনে রেখে দরজায় এসে দাঁড়াল একটা মূর্তি। তার হাতে একটা শটগান।

'কে যায়?' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'খান জাহান দাদু, আপনি আমাকে চেনেন,' রানার সামনে থেকে বলল সালোনা, দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। 'আমি সালোনা, তায়ফা সালোনা। আমার ভাই আব্রা কোয়াফের সঙ্গে এদিকে এসেছিলাম, মনে পড়ে? রোমান আর্টিফ্যাক্ট খুঁজতে?'

'তা মনে পড়ুক বা না পড়ুক, তোমরা এখন যাও। এটা আতিথেয়তার সময় নয়, আমরা খুব বিপদের মধ্যে আছি।'

হ্যারিকেন হাতে লোকটার পাশে এসে দাঁড়াল এক বৃদ্ধা। ফিসফিস করে কিছু বলছে শটগানধারীকে। রানা দেখল লোকটাও বুড়ো, সত্তরের কাছাকাছি হবে বয়স। বয়স যাই হোক, এখনও শক্ত-সমর্থ সে, গোঁফ জোড়া যেমন চওড়া তেমনি লম্বা। এই লোকই বোধহয় খান জাহান আলি।

'কী বিপদ?' জিজ্ঞেস করল সালোনা।

'তা জেনে তোমার কী দরকার? তোমরা চলে যাও!' বলে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে বুড়ো. এই সময় বাড়ির ভিতর থেকে

একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল। এ সেই নারীকণ্ঠ, আর্তনাদ শুনে মনে হলো তার বোধহয় জান বেরিয়ে যাচ্ছে।

চিৎকারটা শুনে হ্যারিকেন নিয়ে ছুটল বুড়ি, তার পিছু নিয়ে বুড়োও। দরজা খোলাই রইল।

কয়েক পা এগিয়ে ইতস্তত করে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সালোনা। 'জাহান দাদু ভয়ানক মেজাজী মানুষ, রেগে গেলে কী না কী করে বসেন। আমরা বরং এখানে অপেক্ষা করি।'

রানা সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মেশিন পিস্তলের ট্রিগারে আঙুল, কিছু বলছে না।

বাড়ির ভিতর একসঙ্গে কয়েকজনের কান্নাকাটি চলছে।

একটু পর দরজায় ফিরে এল আলোটা। বুড়ি বলল, 'এখনও তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কী মনে করে? চলে যাও।'

'আমরা এখানে আশ্রয় চাইছি না, আমাদের কোন সাহায্যও দরকার নেই,' তাকে বলল সালোনা। 'কেউ ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে শুনে ভাবলাম খোঁজ নেয়া দরকার কার কী হলো। আমরা হয়তো কোনও সাহায্যে আসতে পারি।'

কী মনে করে দরজার নীচের অংশটা খুলে দিল বুড়ি।

সালোনার পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। চারদিকে পাথরের দেয়াল। মেঝেটাও। পরিবেশটাকে আদিম বলা ছাড়া উপায় নেই। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে আট-দশ বছরের দুটো ছেলে, তাদের পাশেই চারটে ছাগল দাঁড়িয়ে ঠিক পান চিবানোর মত করে জাবর কাটছে। ঘরের আরেক কোণে চুলো জ্বলছে, ধোঁয়ায় ভরে আছে কামরাটা। কাতর গোঙানি আর কান্নার আওয়াজ আসছে অন্দর মহল থেকে। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়ার দরজায় কোনও পরদা নেই।

পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে এল বুড়ো, শটগানটা এখনও হাতে, তবে নিচু করা। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ স্পষ্ট।

'কী হয়েছে?' বুড়িকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জানতে

চাইল সালোনা। 'কী বিপদ?'

বুড়ির উত্তর পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা। 'কাল থেকে নাতনীর পেটব্যথা শুরু হয়েছে—বাচ্চা হবে। বাড়ির সবাই শুধু পাগল হতে বাকি আছি আমরা...'

সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল সালোনা। 'কোথায়? তার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে। নার্সিঙে ট্রেনিং নেয়া আছে আমার। আমার হাতে অনেক বাচ্চা হয়েছে।'

দেখা গেল নিজের ভূমিকা বেশ দ্রুতই পাল্টে ফেলল বুড়ো। শটগান রেখে দিয়ে দুই হাত তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল সে, বিড়বিড় করে সৃষ্টিকর্তাকে বলছে, 'অ্যায় খোদা, এ তোমারই মেহেরবানি। এই বিপদের সময় তুমিই এদেরকে পাঠিয়েছ।'

বুড়ির পিছু নিয়ে অন্দরমহলের দিকে রওনা হচ্ছে সালোনা, রানা তাকে বাধা দিয়ে ইংরেজিতে বলল, 'কে অসুস্থ, কার বাচ্চা হবে, দেখতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু এরা গোঁড়া মুসলিম পরিবার,' প্রতিবাদ করল সালোনা। 'কোনও পুরুষকে মেয়েটির ঘরে ঢুকতে দেবে না।'

'দেবে,' বলল রানা, 'তুমি যদি ওদেরকে জানাও যে আমি একজন পাশ করা ডাক্তার।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল সালোনা, তারপর আবার বুড়ির পিছু নিয়ে আরবীতে বলল, 'ইনি একজন মুসলমান ডাক্তার, আপনার নাতনীকে একবার দেখবেন।' বুড়ি থমকে দাঁড়াচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি আবার বলল, 'না-না, বাচ্চা হবার সময় ওখানে থাকবেন না ডাক্তার সাহেব, একবার দেখেই চলে আসবেন।'

তৃতীয় কামরার ভিতর পাওয়া গেল মেয়েটিকে। খুব বেশি হলে সতেরো বছর বয়স হবে। মেঝেতে ফেলা তোষকের উপর শুয়ে আছে। ব্যথায় নীল হয়ে ওঠা মুখে ঘামের ধারা গড়াচ্ছে। তার দু'পাশে বসে আছে মা-চাচীরা। ঘরের এক কোণে জ্বলন্ত চুলো, অ্যালুমিনিয়ামের পাতিলে কী যেন ফুটছে।

তরুণী সন্তানসম্ভবা আবার ককিয়ে উঠল। চাদরের তলায় তার দুই হাঁটু পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে, ফুলে ঢোল হয়ে আছে পেট। তার পাশে হাঁটু ভাঁজ করে বসল সালোনা, একটা হাত রাখল ভেজা কপালে।

'কাল থেকে ব্যথা উঠেছে,' আবার বলল বুড়ি। কিন্তু...'

হাত বাড়িয়ে চাদর সরাচ্ছে সালোনা, মেয়েটিকে পরীক্ষা করবে।

'খবরদার!' অকস্মাৎ কে যেন গর্জে উঠল। পাশের একটা কামরা থেকে মারমুখো হয়ে ছুটে এল এক যুবক, পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর বয়স হবে। ঝুঁকে সালোনার একটা হাত ধরে টানাটানি শুরু করল সে। 'কী করছেন আপনি? সাহায্য দরকার বলে আমার স্ত্রীকে লজ্জা শরম ত্যাগ করতে হবে নাকি?'

সালোনা ও মেয়েটির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, যুবকের কথা শুনে ঘুরে দাঁড়াল। হাত মুচড়ে ধরায় সালোনা ব্যথায় চিৎকার করতে যাচ্ছে দেখে দ্রুত এগোল ও। তরুণের মাথার পিছনের চুল মুঠোয় ভরে টান দিল, তারপর মেশিন পিস্তলের মাজলটা চেপে ধরল তার চিবুকের নীচে।

'কী নাম তোমার?' জানতে চাইল ও।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল তরুণ। 'মোহাম্মদ ইউনুস।'

'বেশ। যা বলি মন দিয়ে শোনো এবার, ইউনুস,' বলল রানা। 'সৃষ্টিকর্তা তোমাদের ওপর আজ খুব খুশি, কারণ এরকম একটা বিপদের মুহূর্তে তিনি একজন নার্সকে তোমাদের বাড়িতে পাঠিয়েছেন। আমার সঙ্গিনী ট্রেনিং পাওয়া নার্স, কাজেই তোমার স্ত্রীকে বাঁচাতে হলে তার সাহায্য দরকার। বুঝতে পারছ?'

সালোনার হাত আগেই ছেড়ে দিয়েছে ইউনুস, এবার চোখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কথাটা কি সত্যি? আপনি নার্সিঙে ট্রেনিং নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

রানার দিকে চোখ ফেরাল ইউনুস। 'আমি দুঃখিত।'

তার মাথার চুল ছেড়ে দিল রানা, মেশিন পিস্তলটাও সরিয়ে নিল।

মেয়েটির দিকে ফিরল সালোনা। মাথাটা বালিশের উপর এদিক ওদিক নেড়ে কাঁদছে সে। টান দিয়ে চাদরটা সরাল সালোনা, উন্মুক্ত করল ফোলা পেট।

রানা ও ইউনুস ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

'কখন থেকে পেইন শুরু হয়েছে বললেন?' বুড়িকে জিজ্ঞেস করল সালোনা।

'কাল সকাল থেকে।'

মেয়েটির দিকে ঝুঁকল সালোনা। দ্রুত পরীক্ষা করছে সে। তার চেহারা থমথমে হয়ে উঠল। 'ভাই ইউনুস,' বলল সে, 'তোমার স্ত্রীর অবস্থা সিরিয়াস। এত সময় লাগার কারণটা পরিষ্কার। প্রথমে বাচ্চার মাথা বেরুবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার বাচ্চার বেলায় উল্টোটা ঘটছে।'

'হায় আল্লাহ!' সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ফরিয়াদ জানাল ইউনুস। 'এ কী মুসিবতে ফেললে তুমি!'

মেয়েটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কেঁদে উঠল।

ইউনুস কাতর কণ্ঠে বলল, 'আল্লাহর দোহাই, কিছু একটা করুন! আমার স্ত্রীকে বাঁচান আপনি!'

'শান্ত হও,' তাকে বলল সালোনা। 'গরম পানি আর পরিষ্কার কাপড় দাও আমাকে। তারপর বলছি কী করতে হবে। আপনারা সবাই কামরা ছেড়ে চলে যান। রানা, তোমারও কোন কাজ নেই এখানে, তুমি এখন পাশের ঘরে গিয়ে বসতে পার।' কিন্তু মুখ তুলে অবাক হলো সে। কামরা ছেড়ে আগেই বেরিয়ে গেছে রানা। মেয়েটির মা-চাচীরাও বেরিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটির মুখের দিকে ঝুঁকল সালোনা। 'শারমিনা, তাই না? আমি

চাই আমার ওপর তুমি বিশ্বাস রাখো। রাখছ তো?'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল শারমিনা। তার চোখ থেকে ঘাম মুছিয়ে দিল সালোনা। 'আমি যখন তোমাকে চাপ দিতে বলব, সবটুকু শক্তি ব্যবহার করবে তুমি, কেমন?'

শারমিনার মাথার কাছে অন্য দিকে ফিরে হাঁটু গেড়েছে ইউনুস। এক হাতে গরম পানি ভর্তি পাত্র, অপর হাতে কয়েক ফালি পরিষ্কার কাপড়। চোখ-মুখ বিকৃত করে নিঃশব্দে কাঁদছে সে। বুড়ি কর্ত্রী পাশের ঘরে চলে গেছে নামাজ পড়তে।

হাতের পাত্র ও কাপড় মেঝেতে নামিয়ে রাখল ইউনুস। অসুস্থ বোধ করছে সে।

নিজের কাজ শুরু করল সালোনা, নরম হাতে অত্যন্ত সাবধানে শারমিনার ভিতরটা স্পর্শ করছে। প্রথম সমস্যা, পা দুটোকে বের করা। আঙুল দিয়ে বাচ্চার হাঁটুর পিছন দিকটা খুঁজে নিল সে, তারপর চাপ দিল ধীরে ধীরে। খুলে গেল পায়ের ভাঁজ। একই কৌশল খাটাতে দ্বিতীয় পা-ও সিধে হলো।

'এবার, লক্ষ্মী শারমিনা, চাপ দাও,' বলল সে। 'চাপ দাও জোরে! যত জোরে পার!'

হাতটা বের করে একপাশে বাড়িয়ে ধরল সালোনা, 'মুছে দাও, ইউনুস।'

জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে ঢলে পড়েছে ইউনুস, ঘরে ঢুকে তার চোখে ঠাণ্ডা পানি ছিটাচ্ছে রানা। সালোনার বাড়িয়ে দেওয়া পিচ্ছিল হাতটা ও-ই মুছিয়ে দিল।

কী ঘটে যাচ্ছে খেয়াল নেই সালোনার, সে তার রোগিণীকে নিয়ে ব্যস্ত। বাচ্চার পা দুটো ধরে টানছে সে, যতক্ষণ না বেরিয়ে এল কাঁধ দুটো । কিন্তু হাত দুটো এখনও ভিতরে রয়ে গেছে, মাথার পিছন দিকে লম্বা করা।

সালোনাকে বিরক্ত না করে আবার ইউনুসের জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছে রানা।

আবার ধীরে ধীরে শারমিনার ভিতরে তল্লাশি চালাচ্ছে সালোনা। কবজিটা মোচড়াল, আঙুলগুলো যাতে বাঁকা হয়ে বাচ্চার বাম কনুইটাকে হুকের মত আটকাতে পারে। এরপর হাতটা বাইরে টেনে নিল। এক মুহূর্ত পর ডেলিভারি পাওয়া গেল দ্বিতীয় হাতটাও।

বাতাসের অভাবে পশুর মত হাঁপাচ্ছে শারমিনা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সিলিঙের দিকে, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে আছে নীল মুখ।

'কেমন বুঝছ?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

ঝট করে ঘাড় ফেরাল সালোনা। 'তুমি এখানে কী করছ?' তারপর ইউনুসকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখল, চোখে মুখে পানির ফোঁটা। 'কী ব্যাপার?'

'স্ত্রীর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। দেখতে পেয়ে ভাবলাম তোমাকে সাহায্য করা দরকার...'

চেহারা নরম হলো সালোনার। 'এসে ভালই করেছ। আমার হাত কে মুছিয়ে দিল? তুমি?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ধন্যবাদ।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম,' আন্তরিক সুরে বলল রানা। সালোনার বিবেক ও মানবিক মূল্যবোধ মুগ্ধ করেছে ওকে। তাকে সন্দেহ করায় নিজের উপর খানিকটা বিরক্তও বটে। 'বললে না যে? কী অবস্থা?'

'এখন পর্যন্ত ভাল। তবে সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজটা এখনও বাকি—মাথার ডেলিভারি। এটা যদি ঠিকমত করা না যায়...'

'শারমিনার কপালে একটা ইডিয়েট জুটতে পারে,' শূন্যস্থান পূরণ করল রানা।

বড় করে শ্বাস নিল সালোনা, ট্রেনিঙের সময় যা কিছু শেখানো হয়েছে সব স্মরণ করছে। জরুরি কাজ হলো, ধীরে ধীরে, একটু

একটু করে, কোন বিরতি ছাড়াই মাথাটা বের করে আনা। ডান হাতটা শিশুর নীচে রাখল সে, তারপর একটা আঙুল ঢোকাল তার মুখের ভিতর, অর্থাৎ এখন বাচ্চার প্রায় সবটুকু ভার বহন করছে সে।

সালোনার অপর হাতটা বাচ্চার গলায়, আঙুলগুলো ছড়ানো। টান দিচ্ছে সে। চিন্তা করা যায় না, এত বেশি শক্তি লাগছে; তারপর একেবারে হঠাৎ সালোনার হাতে বেরিয়ে এল মাথাটা।

বাচ্চা নিঃশ্বাস ফেলছে না। তার রঙ বেগুনি হয়ে গেছে। এক ফালি লিনেন দিয়ে তার নাক-মুখ থেকে মিউকাস পরিষ্কার করল সালোনা, তারপর বুকে হাত রেখে চাপ দিল।

'বাঁচবে তো?' রানা উদ্বিগ্ন।

'কী বলে! হার্ট রীতিমত লাফাচ্ছে।' ছোট্ট মুখে সাবধানে ফুঁ দিল সালোনা। হঠাৎ করে উঁচু হলো বাচ্চার বুক, পরমুহূর্তে ওঁয়া-ওঁয়া করে কাঁদতে শুরু করল। আর ঠিক তখন সিধে হয়ে বসল ইউনুস, তারপর যেন সন্তানের কান্নায় সাড়া দিয়ে কেঁদে উঠল সে-ও।

নাড়িটা বাঁধল সালোনা, তারপর মা ও সন্তানের সর্বশেষ যোগসূত্রটা কেটে দিল। 'বোধহয় লক্ষ করোনি, ইউনুস,' ক্লান্ত, ম্লান সুরে বলল সে, 'তুমি একটা পুত্রসন্তানের বাবা হয়েছ।'

কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্য ইউনুসের দিকে ফিরল রানা, তবে এক কি দুই সেকেন্ড দেরি করে।

নিঃশব্দে কাঁদছে এখন শারমিনা। ঘাম ও চোখের জল মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাকে লিনেনে জড়াল সালোনা। তার দিকে ঝুঁকল ইউনুস।

সন্তানকে বুকে তুলে নিল সে। 'আমার ছেলে বীর হবে, হবে ইয়াসির আরাফাতের মত মুক্তিযোদ্ধা!' গর্বের সঙ্গে বলল।

ইতিমধ্যে নিঃশব্দ পায়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে বাড়ির সব মহিলারা। আনন্দে, স্বস্তিতে হাসছে সবাই। খান জাহান আলি

দোরগোড়া থেকে তাড়াতাড়ি সরে গেল, আযান দিতে হবে।

রানা পানি ঢালছে, একটা গামলায় হাতের রক্ত ধুচ্ছে সালোনা।

খানিক পর পাশের ঘরে খাতির করে বসিয়ে চা খেতে দেওয়া হলো ওদেরকে, সঙ্গে শুকনো কিছু ফল। খান জাহান আলি কোনমতে ছাড়বে না ওদেরকে, নাতিজামাইকে একটা ছাগল জবাই করতে বলল। অগত্যা মিথ্যে একটা গল্প বানিয়ে বলতে হলো সালোনাকে: প্রাচীন রোমান ধ্বংসাবশেষ আর আর্টিফ্যাক্টের খোঁজে পঁচিশজনের একটা টিমের সঙ্গে এসেছে ওরা, সবাই তারা ইহুদি আর্কিওলজিস্ট। আজ না, আবার যদি কোনও দিন এই পথে আসা হয়, তখন খাওয়াদাওয়া করা যাবে। এরপর আর বিদায় নিতে কোনও সমস্যা হলো না।

ছয়

মালভূমি থেকে নামার পর বোল্ডারের ফাঁক দিয়ে তিন কিলোমিটার এগোল ওরা, তারপর একটা জলাশয়ের কিনারায় থামল। এখানেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা।

'সকালে আর মাত্র পাঁচ-সাত কিলোমিটার গেলেই হবে,' ওকে বলল সালোনা। স্লিপিং ব্যাগ খুলে ভিতরে ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। একটু থেমে আবার বলল, 'তবে একটা কথা ভেবে খারাপ লাগছে।'

'কী কথা?'

'মাসুদ রানা আমার হিরো। যদিও কল্পনার সঙ্গে বাস্তবতা মিলেছে, এ-কথা বলতে পারি না। যাই হোক, তেতো-মিঠে

মিশিয়ে তোমার সঙ্গে ভালই কাটল সময়টা। তাই খারাপ লাগছে একা ফিরতে হবে ভেবে।'

কিছু বলছে না রানা। স্লিপিং ব্যাগ খুলে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছে ও।

'তোমার প্ল্যানটা কী, জানতে পারি?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সালোনা। 'আমি তোমাকে ঘাঁটিটা দেখিয়ে দিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম, তারপর তুমি কী করবে?'

হাসল রানা। 'বলতে পারি এক শর্তে, তুমিও যদি আমার সঙ্গে যাও।'

'মাথা খারাপ নাকি!' শিউরে ওঠার ভান করল সালোনা। 'এমআইজের ঘাঁটিতে যাই, আর আমার কাভারটা নষ্ট হয়ে যাক।'

'কাভার তোমার কী জন্যে দরকার, শুনি? এমআইজে ধ্বংস হয়ে গেলে ওটার আর গুরুত্ব কী? আমার সঙ্গে চলো, দুজন মিলে প্ল্যান করি কীভাবে ওটাকে ধ্বংস করা যায়।'

'পরিকল্পনাটা সেভাবে করা হয়নি, রানা,' বলল সালোনা। 'তোমার প্রস্তাবটা আসলে কোয়াফকে দিলে মানাত। এক কথায় তোমার সঙ্গে যেতে রাজি হত সে। আমার কথা যদি বলো···পেনিট্রেট করার ট্রেনিং দেয়া হয়েছে আমাকে, অ্যাটাক করার নয়। তা ছাড়া, আত্মঘাতী হবার আদর্শে একটুও উদ্বুদ্ধ নই আমি—দুঃখিত।'

তার যুক্তিটা মেনে নিল রানা। বলল, 'তোমাকে একা ফিরতে হবে, সেজন্যে আমারও খারাপ লাগছে। ভাবছি এমন কিছু করা যায় কিনা, যাতে দুজনেই সান্ত্বনা পেতে পারি।'

'যেন মনে হচ্ছে স্মরণীয় কিছু করতে চাইছ?' সালোনার চাপা কণ্ঠস্বরে একাধারে কৌতুক ও উত্তেজনা। চাঁদের আলো লেগে ঝিক করে উঠল তার চোখের তারা।

'পুকুর বা লেক যাই বলি, কাপড়চোপড় খুলে লাফিয়ে পড়লে কেমন হয়?'

'না পুকুর, না লেক,' হেসে উঠে বলল সালোনা, 'এটা আসলে জলা। পানির গভীরতা খুব বেশি হলে তিন ফুট।'

'তাই বা মন্দ কী,' বলল রানা, কাপড়চোপড় খুলে ফেলছে।

ওর দেখাদেখি সালোনাও। তবে আদুরে গলায়, কৃত্রিম ভয়ের সঙ্গে বলল সে, 'কিন্তু পরে যে ঠাণ্ডায় হি-হি করব, ভাই!'

'ভাই? কী রকম ভাই?'

'চাচাতো ভাইয়ের খালাতো ভাই!' হাসছে সালোনা।

'আচ্ছা, ঠিক আছে। যদি চাও তো তোমাকে গরম করে রাখার, মানে শীত থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিতে পারব আমি,' বলল রানা। 'উপায় আমার জানা আছে।'

'কী উপায়, শুনি?' কৃত্রিম রাগে চোখ রাঙাল সালোনা। চ্যালেঞ্জ করছে ওকে, দেখতে চায় কথাটা রানা মুখ ফুটে বলতে পারে কিনা, আর বললে সেটা অশ্লীল শোনায় কিনা। সে ভাবছে, খুনসুটির এই পর্যায়ে তেমন কিছু শুনতে তার বোধহয় খারাপ লাগবে না।

'না, মানে, বলছিলাম যে আমরা যদি একই স্লিপিং ব্যাগে শুই তা হলে...'

'তবে রে...' ছুটে এসে রানার বুকে ধাক্কা মারল সালোনা। ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল রানা। লাফ দিয়ে ওর পাশে পড়ল সালোনাও।

পরদিন সকাল দশটায় আবার রওনা হলো ওরা। সালোনা জানাল, বারোটার মধ্যেই ঘাঁটির কাছাকাছি পৌঁছে যাবে ওরা। এই শেষ দিনের পথটুকু আগের চেয়েও দুর্গম লাগছে রানার। ছোট-বড় বোল্ডারের সংখ্যা এত বেশি, সব সময় ওগুলোর ফাঁক গলে পথ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না, টপকাবার জন্য প্রায়ই উপরে চড়তে হচ্ছে, ওপারে নামতে হচ্ছে শরীরটাকে পিছলে দিয়ে।

দুপুর বারোটার দিকে আরেকটা ছোট মালভূমির উপর উঠে

এল ওরা। এটাতেও গ্র্যানিট ও লাইমস্টোন বোল্ডার ভর্তি। বোল্ডারগুলোর ফাঁকে ছোট আকৃতির জুনিপার গাছ জন্মেছে। কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে কোথাও কোনও ঘাঁটি দেখতে পাচ্ছে না রানা।

দক্ষিণে আরেক ওয়াদির উঁচু পাঁচিল সহ পাহাড় দেখা যাচ্ছে। পুব, পশ্চিম ও উত্তরে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। কিছু পাহাড়ের গোড়ায় হাঁ করা মুখ দেখা যাচ্ছে, গুহায় ঢোকার প্রবেশপথ ওগুলো।

'কোথায় নিয়ে এলে?' ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

মুখে ক্যানটিন তুলে পানি খাচ্ছে সালোনা, যথেষ্ট সময় নিয়ে শেষ করল। 'চিন্তা কোরো না, ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এসেছি। আর মাত্র ছয় শো ফুটের মত এগোতে হবে, উত্তর-পশ্চিমে। ওখান থেকে ওদের ঘাঁটিটা দেখতে পাব আমরা। একটু ধৈর্য ধরো, এখনই তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমি।'

প্যাঁচ ঘুরিয়ে ক্যানটিনের ক্যাপটা লাগাল সালোনা। মাথার স্ট্র হ্যাট পিছনে ঠেলে দিল, বড় একটা সিল্ক রুমাল দিয়ে কপালটা মুছল।

প্রায় সমতল জায়গাটুকু পার হয়ে মালভূমির কিনারায় পৌঁছাতে খুব বেশি সময় লাগল না। দশ ফুট সামনে রয়েছে সালোনা, শেষ মাথায় পৌঁছাবার আগে ইঙ্গিতে নিচু হতে বলল রানাকে। বাকি পথটুকু ক্রল করে এগোল ওরা। এভাবে অবশেষে একেবারে কিনারায় পৌঁছাল, পজিশন নিল একজোড়া বোল্ডারের মাঝখানে।

'ওই দেখো,' চাপা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল সালোনা। 'জেনারেল আইয়াহু ওয়াহাবার এমআইজে ক্যাম্প। বলেছিলাম, পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিতে পারব, দিয়েছি?'

চোখে বিনকিউলার তুলে দেখল রানা, ও যেমন কল্পনা করেছিল তারচেয়ে আকারে অনেক বড় ঘাঁটিটা। খুঁটিয়ে লেআউট দেখছে ও, প্রতিটি বৈশিষ্ট্য গেঁথে নিচ্ছে মনের পরদায়। ঘাঁটির

মাঝখানে রয়েছে সিংহ টাওয়ার। আসলে ওটা টাওয়ার নয়, নয় কেল্লাও। পাথরের তৈরি, চারকোনা একটা প্রকাণ্ড বহুতল দালান; ছাদরিহীন, টিকে আছে শুধু তিনতলা পর্যন্ত, দক্ষিণ দেয়ালের অর্ধেকটা ধ্বংসাবশেষের অংশ।

টাওয়ারের উত্তর-পুবে পাথরের তৈরি আরেকটা দালান রয়েছে, পুরোটাই ক্যামোফ্লেজ নেটিঙে মোড়া। সালোনা জানাল, দ্বিতীয় দালানটাকে স্টোর-হাউস হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিমে অসংখ্য ছোট ছোট মাটির তৈরি ঘর দেখা যাচ্ছে, জানালাবিহীন কুঁড়ের মত দেখতে, তবে বাতাস চলাচল আর ধোঁয়া বের করার জন্য বড় আকারের ভেন্টিলেটর রাখা হয়েছে। কুঁড়েগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তাঁবু ফেলা। এ ধরনের তাঁবু ইজরায়েল ও জর্দানে আগেও দেখেছে রানা। কালো ছাগলের ছাল দিয়ে তৈরি। প্রতিটি তাঁবুর অবলম্বন হিসাবে পোল ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর দৈর্ঘ্য কম-বেশি হওয়ায় তাঁবুর মাথা ও পাশের দেয়াল ঢালু হয়ে আছে। বাড়ি-ঘর ও তাঁবুর মাঝখানে লোকজন চলাফেরা করছে, তবে এত দূর থেকে তাদের মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

এক ধরনের নেটিং, আর তার নীচে রাখা গাড়িগুলোকে দেখে অবাক হলো রানা। উঁচু পোলের মাথায় জালটা ছড়ানো-ছিটানো গাছের পাতা দিয়ে তৈরি করা, অন্তত দেখতে পাতার মতই লাগছে—হয়তো প্লাস্টিক। দুটো জিপের মত দেখতে কমান্ড কার, ছয়টা আর্মারড কার, বারোটা পার্সোন্যাল ক্যারিয়ার, তিনটে হাফ ট্রাক আর ১৪০ মিলিমিটার কামান সহ দুটো ট্যাংক।

চোখ থেকে বিনকিউলার না নামিয়েই সালোনাকে প্রশ্ন করল রানা, আর্মার-এর কথা বলেনি কেন সে।

'নিশ্চয়ই তুমি জানতে চাওনি, তাই বলিনি!' জবাব দিল সালোনা, রানার প্রশ্ন করার ধরনটাই সম্ভবত পছন্দ হয়নি তার। 'তুমি এত অবাকই বা হচ্ছ কেন? সামরিক বা আধা সামরিক

একটা ঘাঁটিতে এ-সবই তো থাকার কথা।'

'তা ঠিক,' বলল রানা। 'আমি শুধু ভাবছি, ওগুলো কী কারণে রাখা হয়েছে ওখানে।'

'তা আমি বলতে পারব না।' কাঁধ ঝাঁকাল সালোনা। 'জেনারেল ওয়াহাবাকে জিজ্ঞেস কোরো। কিংবা তার একজন এইড, মেজর মঈনিহানকে।'

রেগে গিয়ে বিদ্রূপ করছে সালোনা, ভাবল রানা। বিনকিউলারটা কেসে ভরে তার দিকে একবার ভুরু কুঁচকে তাকাল, তারপর ক্রল করে ফিরে এল একটা বোল্ডারের পিছনে, নীচের ঘাঁটি থেকে যে জায়গাটা দেখতে পাওয়া যাবে না। ওর দেখাদেখি সালোনাও পিছিয়ে এল দ্বিতীয় বোল্ডারটার আড়ালে। হাসছে সে। নাকি নিঃশব্দে উপহাস করছে?

জমিনে একটা হাঁটু গেড়ে কাঁধ থেকে ব্যাগ দুটো নামাল রানা। একটা ব্যাগ খুলে ক্যামেরা ও ভাঁজ করা একটা তেপায়া বের করল। ঘাঁটিতে অনুপ্রবেশ করার পর কোত্থেকে, কীভাবে হামলা শুরু করবে তার একটা প্ল্যান থাকা দরকার। প্ল্যানটা তৈরি করতে হলে ওর সামনে ঘাঁটির একটা ফটোগ্রাফ থাকলে ভাল হয়।

রানার কাছ থেকে ত্রিশ ফুট দূরে সরে গেছে সালোনা। চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে একটা সিগারেট ধরাল সে, ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। চোখাচোখি হতে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল ওর দিকে।

ক্যামেরা ও তেপায়া নিয়ে কিনারার দিকে আবার ফিরে যাবে রানা, এই সময় পলকের জন্য ওর পিছনে দেখতে পেল একটা লোককে। বিশ ফুট দূরে একটা বোল্ডারের পিছন থেকে মাথা তুলেছিল, তবে ওকে দেখার পর যথেষ্ট দ্রুত মাথাটা নামিয়ে নিতে পারেনি। সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করল রানা, ঘাঁটি থেকে এতটা উপরে একজন এমআইজে সদস্যের উপস্থিতি অতিমাত্রায় কাকতালীয় হয়ে যায়। ওর বোকামির সুযোগ ষোলো আনাই নিতে

পেরেছে তারা। তায়ফা সালোনা ঠিকই ওকে একটা ফাঁদে এনে ফেলেছে।

ক্যামেরা ও তেপায়া ফেলে দিল রানা। এক টানে হিপ হোলস্টার থেকে বের করে আনল ওয়ালথারটা। বুড়ো আঙুলের ধাক্কায় অফ করল সেফটি ক্যাচ।

লোকটা জানে রানার চোখে ধরা পড়ে গেছে সে। বোল্ডারটার পিছন থেকে লাফ দিয়ে সিধে হলো আবার, চোখেমুখে মরিয়া ভাব, হাতে একটা উজি সাবমেশিন গান। রানার হাতের পিস্তল তাক করা ছিল ওদিকেই, এক চুল ঘুরিয়ে শুধু ট্রিগার টেনে দিল।

ঝাঁকি খেলো লোকটা। তার কপাল ফেটেছে। বলা উচিত, ফুটেছে। খোলা চোখ অনন্ত-অসীমে নিবদ্ধ। হাত থেকে মেশিন গান পড়ে গেল। তারপর ঢলে পড়ল শরীরটা।

যেন ওয়ালথারের খেঁকিয়ে ওঠাটা সংকেত ছিল, কয়েকটা বোল্ডারের পিছন থেকে আরও কয়েকজন লাফ দিয়ে সিধে হলো। কী ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। ক্রল করে ওর আর সালোনার পিছনে পৌঁছে একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে তারা। গুণে দেখার সময় নেই কজন মাথা তুলেছে, শুধু দেখল তারা খাকি প্যান্ট-শার্ট পরা, পায়ে কমব্যাট বুট, কপালে কালো পট্টি বাঁধা। প্রত্যেকের সঙ্গে সাইড-আর্মস ও অটোমেটিক রাইফেল।

'সাবধান!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচাল সালোনা। 'মেরে ফেলো না, জেনারেল ওকে জ্যান্ত চেয়েছেন!'

ইতিমধ্যে হিসাব কষা হয়ে গেছে রানার। আইয়াহু ওয়াহাবার বন্দি হওয়ার চেয়ে ক্রসফায়ারে মরে যাওয়া ঢের ভাল। তা ছাড়া, ওকে তারা যেহেতু জ্যান্ত ধরতে চাইছে, খানিকটা অতিরিক্ত সুবিধে পাবে ও। সম্ভবত সাত থেকে দশজন হবে তারা, আন্দাজ করল ও; কয়েকজনকে অচল করে দিয়ে অর্ধবৃত্তটাকে পিছনে ফেলতে পারলে চেনা পথ ধরে ভ্যানের কাছে ফিরে যাওয়া সম্ভব। পালিয়ে আগে জানটা তো বাঁচাই, তারপর চিন্তা করা যাবে

অ্যাসাইনমেন্টটার কী হবে।

কপালে জড়ানো পট্টির লেজ ঘাড়ের পিছনে দুলছে, ইহুদি কমান্ডোরা ছুটে এল রানার দিকে। যে লোকটা বোকার মত সবচেয়ে কাছে চলে এসেছে, তার দিকে ছুটল রানা, লাফ দিল শূন্যে, দুই পা দিয়ে পড়ল তার উপর। একেবারে শেষ মুহূর্তে পায়ের ভাঁজ খুলেছে ও, ফলে অ্যাকশনে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারল উরুর পেশি। লোকটার ঠিক মাঝখানে আঘাত করল পা দুটো। আর্তনাদ শুনতে পেল রানা।

লোকটা পিছন দিকে উড়ে যাচ্ছে। শরীরটাকে ডিগবাজি খাইয়ে ঘুরিয়ে নিল রানা, পতনটা ঠেকাল জমিনে বাম হাত ও দুই পা দিয়ে। ওর অপ্রত্যাশিত আচরণ মুহূর্তের জন্য হলেও হতভম্ব করে দিল মোসাদ কমান্ডোদের, সেই সুযোগে ভারসাম্য ফিরে পেয়েই ওয়ালথারের ট্রিগার টেনে দিল রানা পর পর দু'বার।

আরও দু'জন লোকের চিৎকার শোনা গেল। একজন ছিটকে পড়ল পাঁজর ভেঙে ভিতরে ঢোকা বুলেট নিয়ে, জীবনের শেষ মুহূর্তেও সদ্য প্রসূত শিশুর মত কাঁদছে। দ্বিতীয় জন ছিটকে পড়ল আরেক এজেন্টের গায়ে, রানার বুলেট এক পাশ দিয়ে ঢুকেছে, বেরিয়ে গেছে ফুসফুস ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে।

বাকিরা আড়াল নিয়ে এগিয়ে আসছে। প্রায় লুকোচুরি খেলার মত শুরু হলো। রানার মাথা লক্ষ্য করে ঘোরানো হয়েছে একটা মেশিন গানের ব্যারেল, দেখতে পেয়ে ঝট্ করে কুঁজো হলো ও, ওয়ালথার ঘুরিয়ে এক লোকের বুক ভাঙতে যাচ্ছে। এই সময় হামলাকারীদের একজন ওর ডান কবজি চেপে ধরল, আরেকজন ওর গলাটা এক হাতে পেঁচাল। প্রথম লোকটার পাঁজরে বাঁ কনুইয়ের ডগা গাঁথল রানা। ব্যথায় কাতরে উঠল লোকটা, ওর গলা ছেড়ে দিয়ে এক পাশে পড়ে গেল।

রানার ডান কবজি মুচড়ে ওয়ালথার কেড়ে নিল দ্বিতীয় লোকটা। তার চিবুকের নীচে গলায় বাম হাতের কিনারা দিয়ে

একটা কোপ বসাল ও, একই সঙ্গে পিছনে লাথি চালিয়ে আরেক লোকের ঊরুসন্ধি চ্যাপ্টা করে দিল, সাব-গানের ব্যারেল দিয়ে ওর শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে গুঁতো মারতে যাচ্ছিল সে।

ইতিমধ্যে রানার দেখার সুযোগ হয়েছে, ইহুদিরা ওর ধারণার চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি। আবার দুজন লোক আটকাল ওকে, দুজন দু'হাত ধরে দু'দিকে টানছে।

এ-ধরনের হামলার শিকার আগেও হয়েছে রানা, জানে মোসাদের লোকগুলো কী ভাবছে। ভাবছে, এই অবস্থায় কিছু করার নেই ওর। কিন্তু যতক্ষণ পা ও পায়ের পাতা মুক্ত থাকবে, করার অনেক কিছুই আছে ওর। ডান পা উপরদিকে চালাল রানা, ডান হাত ধরা লোকটার চিবুকের নীচে সেঁধিয়ে দিল জুতোর ডগা। লম্বা, ভোঁতা একটা যন্ত্রণাকাতর গোঙানি বেরিয়ে এল তার গলার ভিতর থেকে, পরমুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল।

বাঁ হাত ধরে থাকা লোকটা ভাবল, ডান দিক থেকে ছুটে আসা সঙ্গীর কাছ থেকে সাহায্য পাবে সে। দুজনকেই বিস্মিত করল রানা! বাম পায়ের গোড়ালিটা উপরে তুলে, যত জোরে পারা যায় প্রথম লোকটার পায়ের পাতার উপর নামিয়ে আনল ও, সেই সঙ্গে অনুভব করল অন্তত তিনটে আঙুলের হাড় ভাঙল লোকটার। পরমুহূর্তে নিচু হয়ে ঝুঁকে ছুটে কাছে চলে আসা লোকটার পেটে গায়ের জোরে একটা ঘুসি বসাল। নাক-মুখ দিয়ে সশব্দে বাতাস ছাড়ল সে, চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, এই মুহূর্তে শিশুর মত অসহায়।

তারপর, একেবারে হঠাৎই, রানার শরীরের নীচ থেকে কেউ একজন ওর ডান পা সরিয়ে দিল। ডান দিকে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে ও। ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার আগেই এক লোক ঘুসি মারল ওর মাথার পাশে, আরেক লোক পিছন থেকে লাথি মেরে নড়বড়ে করে দিল ওর বাম পা-ও। অসহায়, তারপরেও লড়ছে, বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেল রানা। এক লোক নিজের সমস্ত ভার চাপিয়ে

দিল ওর উপর, একটা হাঁটু তলপেটে গেঁথে রেখেছে। গালটা ঘষা খেল কর্কশ পাথরে। খুলির পিছনে কিছু একটা বিধ্বস্ত হলো। আর মাথার ভিতরে বিস্ফোরিত হলো অসম্ভব উজ্জ্বল আলো। তারপরই নরম মখমলের মত অন্ধকার গ্রাস করল ওকে।

মনে হলো যেন একটা প্রবল ঘূর্ণিপাকের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে ওকে, পানিতে ডুবে যাচ্ছে ও! তারপর, জ্ঞান ফিরে এল, দুঃস্বপ্নটা বাস্তব হয়ে উঠল এবার, বুঝতে পারল নাকে-মুখে পানি ছুঁড়ে মারায় ডুবে যাওয়ার অনুভূতি হচ্ছিল।

মাথা থেকে মাকড়সার জাল ও কুয়াশা অদৃশ্য হয়ে গেল। রানা বুঝতে পারল চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে ও, হ্যান্ডকাফ পরানো হাত দুটো ওর পিছনে, তাকিয়ে আছে গোল হয়ে দাঁড়ানো একদল ইজরায়েলি সৈনিকের মুখের দিকে। তাদের চোখে-মুখে উদগ্র ঘৃণা, শুধু একজনের বাদে।

তায়ফা সালোনার চেহারায় একাধারে অবজ্ঞা ও কৌতুকের ঝিলিক দেখতে পাচ্ছে রানা।

'সত্যি, তোমার প্রশংসা করতে হয়, রানা,' সহাস্যে বলল সে, সিগারেটে টোকা দিয়ে ছাই ফেলল রানার মুখে। 'অন্তত এ-কথা কেউ বলতে পারবে না যে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেছ। কিন্তু, জানোই তো, প্রতিবার জেতা যায় না।'

'সত্যি হেরে গেছি কিনা সেটা ভবিষ্যৎই বলতে পারবে,' বলল রানা। পিস্তল ও ছুরিটা কেড়ে নেওয়ায় নগ্ন লাগছে নিজেকে ওর। 'কিন্তু তোমার রহস্যটা একটু ব্যাখ্যা করো দেখি, সুন্দরী। তোমার আসল পরিচয়টা কী?'

খিলখিল করে হেসে উঠল সালোনা। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি বেরিয়ে আসছে।

'প্যালেস্টাইনি এজেন্টই, পরে টাকার লোভে মোসাদে নাম লেখাও?' আবার জানতে চাইল রানা।

হাসি থামিয়ে চোখ-মুখ মুছল সালোনা। তারপর মাথা নাড়ল সে। বলল, 'আসলে ঠিক উল্টোটা। আমরা দুই ভাই-বোন মোসাদ এজেন্ট, ইহুদি। তায়ফা সালোনা ও আব্রা কোয়াফই আমাদের আসল নাম। মোসাদ বা এমআইজে নয়, আমরা প্যালেস্টাইনি ইন্টেলিজেন্সে অনুপ্রবেশ করি—জেনারেল ওয়াহাবার নির্দেশে। পরিষ্কার?'

'তারপর? বাকিটা?'

'পানির মত সহজ,' মৃদু হেসে বলল সালোনা। 'সুযোগ পেলেই আমরা পি.আই-এর বস্‌কে বলতাম, ফিল্ডে একাধিক ইনফরমারের কাছ থেকে এমআইজে সম্পর্কে নানান তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, ইচ্ছে করলে আমরা কিনতে পারি। উৎসাহিত হয়ে তিনি বললেন, তারচেয়ে চেষ্টা করে দেখো, খোদ মোসাদ বা এমআইজে-তে তোমরা ঢুকতে পার কিনা। ছ'মাস পর বসকে জানালাম, ঢুকেছি। ব্যস!'

'উদ্দেশ্য?' সংক্ষেপে জানতে চাইল রানা।

'পি.আই একা কাজ করে না,' বলল সালোনা। 'তাদের সঙ্গে সিরিয়ান, ঈজিপশিয়ান, অ্যারাবিয়ান, জর্দানিয়ান, এমনকী অত দূরের বাংলাদেশী ইন্টেলিজেন্সেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সবগুলো প্রতিষ্ঠান মোসাদ তথা ইহুদি বিরোধী। আমাদের অনুপ্রবেশ করার কারণ ছিল এরা কে কী করতে চাইছে আগেভাগে জানা। যেমন, এমআইজে-কে ধ্বংস করার জন্যে সবগুলো প্রতিষ্ঠান যে তোমাকে পাঠাচ্ছে, এটা আমরা জেনে ফেলি।' হঠাৎ হাত বাড়িয়ে এমআইজের এক লোকের কনুই খামচে ধরল সে, লোকটা রানার পাঁজরে লাথি মারতে যাচ্ছিল। 'স্টপ! রানাকে আমরা সুস্থ-সবল রাখতে চাই। এটা বস্‌, জেনারেল ওয়াহাবার বিশেষ নির্দেশ।'

দু'জন লোককে ইঙ্গিত করল সালোনা। তারা হ্যান্ডকাফ পরা হাতের নীচে তালু ঢুকিয়ে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে ফেলল রানাকে।

'ভুল বুঝিয়ে যেভাবে আমাকে নিয়ে এলে, অন্তত তোমার অভিনয়ের প্রশংসা না করলে মস্ত অন্যায় হবে,' বলল রানা। 'তবে বুঝলাম না তোমরা এত ঝামেলার মধ্যে কেন গেলে। রাফাহ্ রামদানিতেই তো বন্দি করতে পারতে আমাকে।'

'হ্যাঁ, তা পারতাম বৈকি,' অলস সুরে বলল সালোনা, কয়েক পা পিছিয়ে গেল রানার কাছ থেকে। 'তবে দোকানের পেছন দিয়ে তোমাকে নিয়ে আমি যখন বেরোই, ওই সময় বিসিআই কিংবা সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্সের কেউ আড়াল থেকে দেখছিল কিনা জানার কোনও উপায় ছিল না আমাদের। এ-ধরনের ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

'কী ধরনের ঝুঁকি?'

'আমাদের পিছু নিয়ে আসবে কেউ, এমআইজে-র ঘাঁটিটা আড়াল থেকে দেখে যাবে। পরে বড়সড় কমান্ডো টিম নিয়ে ফিরে আসবে সে...'

'আত্মঘাতী মুক্তিযোদ্ধা পাঠিয়ে জেনারেল ওয়াহাবার আস্তানা উড়িয়ে দেবে হামাস, এই ভয়ে তোমরা দেখছি অস্থির।'

'তা বলতে পার।' কাঁধ ঝাঁকাল সালোনা। 'এই আত্ম-ঘাতীদের ঠেকানোর কৌশল এখনও আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি। তবে শুধু হামাসের হামলা ঠেকানোর জন্যে ঘাঁটিতে ট্যাংক, আর্মারড কার, ট্রুপস ক্যারিয়ার ইত্যাদি রাখা হয়নি।'

'তা হলে?'

'ক্যাপটেন কার্দিশ তোমাদের হাতে খুন হবার পর জেনারেল ওয়াহাবা শোকে কাতর হলেও, সাবধান হবার কথা ভোলেননি। তোমার যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা আছে। তিনি তোমাকে ছোট করে দেখতে রাজি হননি। তাই শুধু সামরিক ভেহিকেলই নয়, প্রচুর ফায়ারপাওয়ারও মজুদ করা হয়েছে ঘাঁটিতে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'সম্মানিত বোধ করছি আমি।'

মুখে ছাগলদাড়ি, মাথায় টুপি, শক্ত-সমর্থ এক লোক

সালোনার সঙ্গে কথা বলছে, তার সমীহ ভরা কণ্ঠস্বরই বলে দেয় মোসাদের এই গোপন শাখার বড় কোনও পদেই আছে সালোনা। 'আমাদের নিহত সঙ্গীদের ব্যাপারটা, ম্যাডাম?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। রানার দিকে ঘৃণাভরে একবার তাকাল সে, তারপর চারদিকে ছড়িয়ে থাকা আহত ও নিহত লোকগুলোর উপর চোখ বুলাল।

চোখ ঘুরিয়ে নিজের 'কীর্তি' দেখছে রানাও। এক লোক ছোট একটা বোল্ডারে হেলান দিয়ে বসে আছে, দুই হাতে পেট চেপে ধরে। আরেক লোক আধ শোয়া অবস্থায় স্থির হয়ে আছে, এক চুল নড়তে পারছে না–রানা তার পাঁজরের হাড় ভেঙে দিয়েছে।

'ওদেরকে আপাতত এখানেই রেখে যাব আমরা,' উত্তর দিল সালোনা। 'ঘাঁটির লোকজন পরে এসে নিয়ে যাবে। প্রথম কাজ রানাকে বসের সামনে হাজির করা। জিপগুলো কত দূরে?'

'এক কিলোমিটার উত্তরে।'

'ঠিক আছে, এখনই রওনা হব আমরা।' হাতছানি দিয়ে এক লোককে কাছে ডাকল সালোনা। 'এবরা, ওয়াদি ধরে নেমে যাও, ভ্যানটা চালিয়ে ঘাঁটিতে নিয়ে যাবে।'

রানাকে নিয়ে জিপের দিকে হাঁটছে ওরা। ওর পাশেই, বাঁ দিকে রয়েছে সালোনা; একজন একটা মেশিন পিস্তল নিয়ে কাভার দিচ্ছে ওকে। পিছনে আরও দুজন লোক রয়েছে, মাঝেমধ্যে উজি রাইফেল দিয়ে ওর শিরদাঁড়ায় গুঁতো মারছে তারা, অকারণেই।

'দুটো ব্যাপার এখনও আমি বুঝিনি,' সালোনাকে বলল রানা। 'মা হতে সাহায্য করলে তুমি শারমিনাকে। ওটা নিশ্চয়ই অভিনয় ছিল না?'

'কেন, ওটা কেন অভিনয় হতে যাবে!'

'ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, তোমাদের মধ্যে কিছুটা হলেও মানবিক গুণ, বিবেক ইত্যাদি তা হলে আছে!' বলল রানা।

'খুশি হতাম শারমিনার যদি মেয়ে হত,' বলল সালোনা।

'মিথ্যে বলব না, সুযোগ পেলে যে হাত দিয়ে ছেলেটিকে দুনিয়ায় নিয়ে এসেছি, সে-ই হাতেই তাকে পরপারে পাঠিয়ে দিতাম। কারণ বড় হলে আর সব মুসলমানের মত ইহুদি নিধনকেই জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ হিসেবে গ্রহণ করবে ও।'

'এরকম একটা নিষ্ঠুর কথা তুমি ভাবতে পারো?'

'এ থেকে বোঝা যায় না, আমি আমার দেশকে কতখানি ভালবাসি?' পালটা প্রশ্ন করল সালোনা।

'এটা তোমার দেশ? জোর করে দখল করে বলছ...'

'যা জানো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না,' তিক্তকণ্ঠে বলল সালোনা। 'যিশুর জন্মের চার হাজার বছর আগেও এখানে ছিলাম আমরা। চলে গেছি, আবার ফিরেও এসেছি। এদেশ আমাদেরও। বাদ দাও। আর যেন কী বুঝতে পারনি বলছিলে?'

রানার ধারণা, সালোনার সঙ্গে শুধু রেডিও নয়, ব্লিপারও ছিল, তা না হলে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় ওকে নিয়ে পৌঁছাল কীভাবে। 'তোমার লোকেরা জানল কীভাবে আজ এখানে পৌঁছাব আমরা? খেয়াল রেখেছিলাম, তোমাকে আমি রেডিও ব্যবহার করতে দেখিনি। ভ্যানের ইঞ্জিন নষ্ট হতে পারত, পৌঁছাতে একটা দিন দেরি হতে পারত আমাদের। ডাকাতরা হামলা না করলে কিংবা খান জাহান আলির বাড়িতে না ঢুকলে আরও আগে পৌঁছাতাম আমরা।'

হেসে উঠল সালোনা। 'ভেবেছিলাম তুমি আন্দাজ করতে পারবে, রানা,' বলল সে। 'ভ্যানে একটা লুকানো ট্র্যান্সমিটার ছিল, নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বিরতিহীন সংকেত পাঠাচ্ছিল ওটা। তোমার ফাইল বলে, এ-ধরনের ডিভাইস সম্পর্কে এক্সপার্ট তুমি। বাকিটা কল্পনা করে নাও।'

'রাফাহ্ রামদানি থেকে ওরা আমাদেরকে অনুসরণ করে এসেছে,' বলল রানা। 'গোটা দলটা সারাক্ষণ পেছন থেকে নজর রাখছিল আমাদের ওপর।'

'ওকে একটা সিগারেট দাও,' নিজেদের এক লোককে বলল সালোনা। 'সংকেত পেয়ে আমার লোকেরা জানতে পারে ওয়াদিতে কখন নামব আমরা।' আবার হেসে উঠল সে, খাকি প্যান্টের পকেটে হাত ভরে একটা সিগারেট লাইটার বের করল। 'এটাই হলো সেই লুকানো ট্র্যান্সমিটার।' লাইটার জ্বেলে রানার ঠোঁটের সিগারেটটা ধরিয়ে দিল। 'ওয়াদির ঢাল বেয়ে ওঠার সময় এটা অ্যাকটিভেট করি আমি। আমাদের গতিবিধি খুব সহজেই জানতে পারছিল ওরা।'

এরপর অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলল না। মনটাকে যতটা সম্ভব শান্ত করে কীভাবে কী করবে ভাবছে রানা। সূচিতে আত্মরক্ষা থাকল তিন নম্বরে। প্রথমে রেখেছে–কীভাবে উদ্ধার করবে বশির সহ বাকি বন্দিদের। তারপর ঘাঁটিটা ধ্বংস করার উপায়।

সাত

মালভূমির ঢালু গা বেয়ে সগর্জনে ঘাঁটির দিকে নামছে জিপগুলো। রানার মনে পড়ল, প্রাচীন রোমের বন্দিকে ছুঁড়ে ফেলা হোত সিংহের সামনে, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছে কেমন লাগত তাদের। তবে পার্থক্য হলো, তাদের মত নিজেকে অসহায় বলে মনে করছে না ও। চোখ-কান খোলা ও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলে, সেই সঙ্গে নিজের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগাতে পারলে, বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ এসে যায়ই।

নিজের প্রতি দৃঢ় আস্থা আছে রানার, তাই ভয়কে জয় করতে জানে: ইতিবাচক চিন্তা-চেতনা মনের গভীরতম প্রদেশ থেকে

উৎসারিত হওয়ায় প্রায় জাদুর মত প্রকৃতিও যেন সাহায্য করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, কীভাবে যেন ঘটনাপ্রবাহ ওর অনুকূলে চলে আসে। এই কারণে অজেয় মনে হয় ওকে, মনে হয় কখনও হারে না, মৃত্যুকে বার বার ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, বিষম একটা ধাক্কা খেতে হলো আজ। ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো ওর দৃঢ় আস্থা, উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহার করার কোন সুযোগই পাওয়া গেল না, সমস্ত ইতিবাচক চিন্তা-চেতনা নিষ্ফল, অর্থহীন হয়ে পড়ল।

ঘাঁটিতে নেমে এল ওদের জিপ। যা কিছু দেখছে সব মনে গেঁথে নিচ্ছে রানা। ও দেখল, যে মূল সড়কটার কথা বলেছিল সালোনা–পাথর ধসে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল–সেটা ছাড়াও অন্য আরেকটা রাস্তা ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে দূর পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেছে। নতুন এই রাস্তাটা সরু।

অভ্যর্থনা যে বিরূপ হলো তা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না। ওকে দেখবার জন্য রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে এমআইজে সদস্যরা। প্রত্যেকে সশস্ত্র তারা, হাতের অস্ত্র নেড়ে ভয় দেখাচ্ছে রানাকে। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিও করছে কেউ কেউ।

লোকগুলো বেশিরভাগই কালো জামা ও সালোয়ার পরে আছে, মাথাতেও কালো পট্টি বাঁধা–যাতে ইসলামী জঙ্গি হিসেবে চেনা যায় তাদেরকে। তাদের গড়ন ও দাঁড়াবার ভঙ্গি বলে দেয়, পুরোপুরি সামরিক বাহিনীর ট্রেনিং পেয়েছে।

প্যান্ট-শার্ট পরা কয়েকটা মেয়েকেও দেখল রানা।

জিপ থেকে নামিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। দশ হাত সামনে রয়েছে সালোনা। রানার দু'পাশে দু'জন অস্ত্রধারী, পিছনেও দুজন, ওর কাঁধ থেকে তারা অন্তত পাঁচ হাত দূরে।

হেডকোয়ার্টার তাঁবুটা বিশাল। ভিতরে তিনশো বা আরও বেশি লোকের জায়গা হবে। পিঠে রাইফেলের গুঁতো খেয়ে ভিতরে ঢুকল রানা।

এত বড় তাঁবুর ভিতর প্রথমে শুধু এক সেট চেয়ার-টেবিল দেখল ও। চেয়ারে বসে আছে এক লোক। এরই একমাত্র ছেলেকে মেরে ফেলেছে রানা। জেনারেল আইয়াহু ওয়াহাবা।

এমআইজে চিফ পুরোদস্তুর সামরিক পোশাক পরে চেয়ারে বসে আছে।

তার পিছনে কিছু একটা নড়ল। এতক্ষণে খেয়াল করল রানা তাঁবুর কালো রঙের সঙ্গে মিশে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু ইজরায়েলি সৈনিক। তাদের মধ্যে থেকে দু'জনকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। চেয়ারটার দু'দিকে, একটু পিছনে, থামল তারা। একজন সম্ভবত মেজর মঈনিহান। দ্বিতীয় লোকটার ছবি দেখেছে, তাই চেনে–আব্রা কোয়াফ।

সোজা এগিয়ে গিয়ে টেবিলের মাঝখানে বসানো লোহার একটা চেস্টের ভিতর রানার ওয়ালথার ও ছুরিটা রাখল সালোনা।

ছোঁ মেরে পিস্তলটা তুলে নিল জেনারেল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওটার দিকে। নিজের ছেলের পিস্তল চিনতে পেরেছে।

দু'পাশের গার্ডরা এগিয়ে এসে রাইফেলের বাঁট দিয়ে গুঁতো মারল রানাকে, ভারসাম্য হারিয়ে তাঁবুর মেঝেতে ভাঁজ করা হাঁটু গাড়ল রানা। পিছনের একটা গার্ড তার অ্যাসল্ট রাইফেলের মাজল ওর ঘাড়ের পিছনে চেপে ধরল।

তাঁবুর ভিতর চাপা একটা গুঞ্জন উঠেছে। ফিসফাস করছে সবাই।

পিস্তলটা নামিয়ে রেখে একটা হাত তুলল জেনারেল ওয়াহাবা। অমনি নীরব হয়ে গেল পরিবেশ। আরেকবার হাত তুলে আঙুলগুলো ঝাপটাল সে। রাইফেল সরিয়ে নিয়ে পিছিয়ে গেল গার্ড।

রানা ভাবল, এবার হয়তো একটা লেকচার শুনতে হবে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না।

বসার ভঙ্গিটা ঋজু; শিরদাঁড়া শুধু খাড়া নয়, পিছন দিকে

একটু বাঁকা হয়ে আছে। মেলানো যাচ্ছে না শুধু তার চোখের দৃষ্টি।

রানাকে দেখে জেনারেল ওয়াহাবার যেন করুণা হচ্ছে। ওর দুঃখে এতই কাতর সে, মুখ থেকে কথা সরছে না। সেকেন্ডগুলো পার হয়ে যাচ্ছে। তাঁবুর ভিতর না কেউ নড়ছে, না কোন শব্দ হচ্ছে। এভাবে দীর্ঘ একটা মিনিট পার হলো। যেন তরুণ ক্যাপটেন কার্দিশের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাবশত এক মিনিট নীরবতা পালন করা হলো।

'রিপোর্ট করো, সালোনা,' শান্ত গলায় বলল জেনারেল ওয়াহাবা। 'তাঁবুতে বসে গান ফায়ারের আওয়াজ শুনেছি আমি।'

'আমাকে বিশ্বাস করে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, আমি সেটা পালন করেছি, সার,' বলল সালোনা। 'ইজরায়েলের পরম শত্রু, আপনার একমাত্র সন্তানের হত্যাকারী, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানাকে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি।'

'আমি খুশি, সালোনা,' বলল এমআইজে চিফ। 'তবে আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না।'

'ও, দুঃখিত,' তাড়াতাড়ি বলল সালোনা। 'এই লোক অত্যন্ত বিপজ্জনক, সার। আমাদের তিনজন লোককে খুন করেছে সে। ঘাঁটিতে নিয়ে আসার পথে আহতদের একজন মারা গেছে।'

তাঁবুর পিছন দিক থেকে গুঞ্জন উঠল। হত্যার বদলে হত্যা, এমআইজের সদস্যরা দাবি জানাচ্ছে।

'আমিও তাই বলি, বস্,' জেনারেলের বাম পাশ থেকে বলল সালোনার ভাই আব্রা কোয়াফ। 'ঝামেলা মিটিয়ে ফেলাই ভাল।'

'দায়িত্বটা আমাকে দিন, প্লিজ, সার!' অনুরোধ করল সালোনা। 'ওকে আমি একশো-এক টুকরো করে কাক-চিলকে খাওয়াই।'

আবার একটা হাত তুলল জেনারেল ওয়াহাবা। সঙ্গে সঙ্গে নীরব হয়ে গেল তাঁবুর ভিতরটা। 'আমার কার্দিশকে যে-লোক খুন

করেছে,' বলল সে, 'তার সঙ্গে আমি কথা বলতে রাজি না। তবে তাকে তোমরা জানিয়ে দিতে পার, এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে হত্যার বদলে হত্যায় আমি সন্তুষ্ট নই। আমি দেখতে চাই উল্টোটা সত্যি হয়েছে।'

'জেনারেল, সার, আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না,' ওয়াহাবার ডান পাশ থেকে বলল মেজর মঙ্গিনিহান।

'আমি দেখতে চাই মাসুদ রানাকে আমরা সবাই বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছি,' নরম সুরে বলল জেনারেল, 'অথচ সে বলছে–দয়া করে মেরে ফেলো আমাকে।'

লোকটার কথা বলার শান্ত ভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু আছে, যা রানার অন্তরাত্মা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল।

চেয়ার ছাড়ল জেনারেল ওয়াহাবা। 'আমরা এখন টরচার গ্রাউন্ডে যাব। তার আগে সবাইকে জানিয়ে রাখছি, আমার নির্দেশ ছাড়া কেউ একটা টোকা পর্যন্ত মারবে না ওকে। আমার দেয়া শাস্তি ভোগ করতে হলে ওর সুস্থ-সবল থাকাটা জরুরি। হ্যাঁ, চলো এবার। লাল বালতিটা নিতে যেন ভুলো না, হে!'

দুজন গার্ড ঝুঁকল, রানার দুই বগলের তলায় হাত গলিয়ে দাঁড় করাল ওকে।

ফ্ল্যাপ তুলে হেডকোয়ার্টার তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল জেনারেল ওয়াহাবা। বন্দিকে নিয়ে বাকি সবাই পিছু নিল তার। বাইরে বেরিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছে মিছিলটা।

রানা ভাবছে, টরচার গ্রাউন্ড মানে?

প্লাস্টিকের সবুজ পাতা দিয়ে তৈরি নেটিং-এর নীচে সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে আর্মারড কার, ট্রুপস ক্যারিয়ার ও একজোড়া এমওয়ান অ্যাবরামস ট্যাংক। আর্মারড কার ও ট্যাংকগুলোর হ্যাচ খোলা রাখা হয়েছে, সম্ভবত বাতাস চলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্য।

রানাকে যেটা বিস্মিত করল, শেষ ট্যাংকের লোডার হ্যাচে কয়েকজন লোক ১৪০ মিলিমিটার শেল ঢোকাচ্ছে। কেন?

এমআইজে এখানে কার উপর হামলা চালাবে? নাকি ভয় পাচ্ছে এরা, আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে? কিন্তু ইজরায়েলের এত ভিতরে এরকম দুর্গম একটা জায়গায় কে হামলা চালাতে আসবে?

সিংহ টাওয়ারের কাছাকাছি পৌঁছে রানা দেখল, প্রাচীন রোমান ধ্বংসাবশেষটা বিরাট। মালভূমির উপর থেকে দেখে এটার আকার-আয়তন বোঝা যায়নি। প্রতিটি পাঁচিল কম করেও দেড়শো ফুট লম্বা হবে। পাঁচিলের পাথরে শ্যাওলা জমায় রঙ হয়েছে কালচে-সবুজ।

টাওয়ারের উত্তর দিকে চলে এল মিছিলটা। এদিকে বেশ বড় একটা জায়গায় গাছপালা, ঝোপ-ঝাড় ও ঘাস জন্মেছে। মাঝখানে ছোট্ট একটা মাঠ। মাঠটা দেখেই রানা বুঝল, এটাই টরচার গ্রাউন্ড।

মাঠের মাঝখানে কাঠের বেশ কয়েকটা শক্ত পোল মাটিতে গাঁথা রয়েছে।

'নাও, শুরু করো,' বলল জেনারেল।

গার্ডরা রাইফেল তাক করল রানার দিকে। তবে ওর কাছ থেকে কয়েক পা পিছিয়ে গেল তারা। এরপর এগিয়ে এল মঈনিহান ও আব্রা কোয়াফ।

বেয়নেট দিয়ে রানার শার্ট ছিঁড়ে ফেলল তারা, গা থেকে নামিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ট্রাউজারটাও খুলে নিল। তারপর রানাকে বিস্মিত, বিব্রত করে খুলে ফেলল আন্ডারপ্যান্টটাও।

রানা এখন সম্পূর্ণ বিবস্ত্র।

এবার মঈনিহান ও কোয়াফকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল আরও তিন-চারজন। প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করল রানা। কিন্তু বৃথাই। পিছমোড়া করা হাতে হ্যান্ডকাফ পরানো অবস্থায় একা এতগুলো লোকের সঙ্গে কীভাবে পারবে ও!

রানার পা দুটো একটা ক্রসবারের সঙ্গে বাঁধা হলো। উলঙ্গ অবস্থায়, নীচের দিকে মাথা, ক্রসবার থেকে ঝুলছে ও।

'ওর গায়ে মিষ্টি সিরাপ মাখাও...তুমি, সালোনা, যদি বিব্রত বোধ না করো!' ক্ষীণ কৌতুকের সুরে বলল জেনারেল ওয়াহাবা।

'আ প্লেযার, সার!' হাসল সালোনা।

এতক্ষণে মনে পড়ল রানার। এটা একটা ভিয়েতনামী নির্যাতন পদ্ধতি। এরপর নিশ্চয়ই ওর চোখ বাঁধা হবে। ঘন সিরাপটা তৈরি করা হয় চিনি জ্বাল দিয়ে।ওর সারা গায়ে মাখানো হবে ওটা।

পাঁচ মিনিটও পার হবে না সার বেঁধে ছুটে আসবে হাজার হাজার পিঁপড়ে ও মিষ্টিলোভী নানা জাতের পোকামাকড়। দেখতে দেখতে ঢাকা পড়ে যাবে ওর শরীরটা।

আসল যন্ত্রণা শুরু হবে সিরাপ শেষ হয়ে এলে। ভুক্তভোগী নড়াচড়া করলে সময়ের আগেও ভুগতে হতে পারে। পিঁপড়েগুলো কামড়াবে। এতে মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে সেটা নির্ভর করে কোন এলাকায় কী জাতের পিঁপড়ে বেশি আছে তার উপর।

লজ্জা-শরমের এতটুকু বালাই নেই, বিবস্ত্র রানার সামনে এসে দাঁড়াল সালোনা। তার হাতে লাল প্লাস্টিকের একটা বালতি ও ব্রাশ ধরিয়ে দিল এক লোক।

উল্টো করে ঝুলিয়ে দেওয়ায় শরীরের সমস্ত রক্ত নীচের দিকে নেমে আসছে রানার। এরই মধ্যে দপদপ করছে মাথা। শরীরের সমস্ত ভার বহন করছে পা দুটো, হাঁটুর জয়েন্ট খুলে যাবে বলে ভয় হচ্ছে।

ওর পা থেকে শুরু করল সালোনা। যথেষ্ট ঘন সিরাপ, ব্রাশ দিয়ে মাখাবার সময় ঝর ঝর করে ঝরছে না। জিনিসটা আঠাল, তারপরও গড়িয়ে নীচে নামবার প্রবণতা আছে। তাতে সালোনার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল। নগ্ন শরীরটা সিরাপে ভিজিয়ে দিতে তিন মিনিটের বেশি লাগল না তার।

কাজটা শেষ করে রানার চোখের সামনে, দুই হাত দূরে, উবু

হয়ে বসল সালোনা। 'হাই, রানা! শোনো, ভয় পেয়ে পেশাব করে ফেলো না যেন আবার। পজিশনটা মনে রেখো, ওই নোংরা পানি কিন্তু তোমারই মুখে পড়বে। তোমাকে একটা সাজেশন দিই। পোকামাকড়রা যখন খুব বেশি কামড়াবে, ব্যথা ভুলে থাকার জন্যে তোমার সফল ইজরায়েল মিশনগুলোর কথা স্মরণ কোরো, কেমন?' হেসে উঠে সিধে হলো সে, পিছু হটে ফিরে এল জেনারেল ওয়াহাবার পাশে।

'বালতি আর ব্রাশটা ওখানে রেখে এলে?' মাথা নাড়ল ওয়াহাবা। 'পিঁপড়েগুলো ভাগ হয়ে গিয়ে ওটাতেও ভিড় জমাবে। যাও, নিয়ে এসো ওটা।'

রানার সামনে থেকে বালতিটা সরিয়ে নিয়ে গেল সালোনা।

শুরু হলো অপেক্ষার পালা। কৌতুকপ্রিয় বালকের মত আচরণ করতে দেখা গেল জেনারেল ওয়াহাবাকে। কোমর ভাঁজ করে পায়ের আশপাশের ঘাসে কী যেন খুঁজছে সে। দেখাদেখি বাকি সবকজনও। চাপা একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল সবার মধ্যে।

'ওই যে! পেয়েছি!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল মোসাদের সাবেক অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। আঙুল তাক করে নিজের দুই পায়ের ফাঁকে কী যেন দেখাচ্ছে।

'এই যে, আমিও পেয়েছি!' জানাল আরও একজন।

তারপর একে একে সবাই চেঁচাতে শুরু করল, পেয়েছে তারাও।

কারুরই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কী পেয়েছে তারা।

পিঁপড়েরা আসছে। অসংখ্য। চারদিক থেকে সার বেঁধে ছুটে আসছে ওগুলো। সিরাপের গন্ধ পাগল করে তুলেছে ওদেরকে।

জগৎটাকে উল্টোভাবে দেখছে রানা। এরকম বেকায়দা অবস্থায় পড়েও মাথাটাকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করছে ও। জানে এ সবে শুরু, ধীরে ধীরে বিভীষিকাময় হয়ে উঠবে প্রতিটি মুহূর্ত; এক সময় হয়তো জেনারেল ওয়াহাবার কথাই সত্যি হবে—নিজের মৃত্যু কামনা করবে ও।

তবে বিপদটা অত ভয়াবহ হয়ে ওঠার আগে কিছুটা সময় তো পাওয়া যাবেই। সে-সময় যত সামান্যই হোক, কাজে লাগাতে হবে ওকে।

ধ্যানমগ্ন হয়ে সহ্য শক্তি বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে।

আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে অনুভূতিশূন্য হওয়া যায়।

তার আগে অন্যান্য কৌশল ব্যবহার করতে চায় রানা, যেগুলো আরও প্র্যাকটিকাল। ওর হ্যান্ডকাফ পরা হাত মাথার পিছনে নেমে এসেছে। মাথা ঝুলছে ঘাসের ডগা থেকে তিন ইঞ্চি উপরে। চেষ্টা করলে হাত দুটোকে জমিতে নামাতে পারবে ও, তাতে শরীরের ভার অনেকটাই চলে আসবে দুই তালুর উপর। তবে এখনই কাজটা করা যাবে না। কারণ পিঁপড়ের ঝাঁক সঙ্গে সঙ্গে হাত বেয়ে উঠতে শুরু করবে।

এত কষ্টের মধ্যেও হাসি পেল রানার। হাত দুটো জমিতে না নামালেও পিঁপড়েরা ছেঁকে ধরবে ওকে। পোল ও ক্রসবারের উপর দিয়ে আসবে ওগুলো।

সার বেঁধে আসছে ওরা। আসছে লাখে লাখে। এই মহাভোজ এখানে আগেও হয়েছে, এই গন্ধ তাদের পরিচিত। সবচেয়ে সামনে রয়েছে খুদে লালবাহিনী। এরা সব জায়গাতেই থাকে, তাই কোথাও কোনও খাবার জিনিসের সম্ভাবনা তৈরি হলে খবরটা তারাই আগে পায়, কী করে যেন জানিয়ে দেয় নিজের দলবলকে, তারা পৌঁছেও যায় তড়িঘড়ি।

তারপর এল নিরীহ গোবেচারা কালো পিঁপড়ের দল। এরা কামড়ায় না, গায়ে চড়লে সুড়সুড়ি লাগে। কিন্তু মিষ্টির কাছে পৌঁছানোর আগেই লাল পিঁপড়ের হাজারটা মিছিল দেখে পালাতে দিশে পেল না তারা।

আসছে লালের আরেক জাত। এরা আকারে দ্বিগুণ, আর শরীরের তুলনায় মাথা একটু বড়। তাদের পিছু নিয়ে এল কাঠপিঁপড়ের দুই জাত। দুই দলই কালো, আকারে খুদে

পিঁপড়েদের তুলনায় দৈত্যই বলা যায়। একদল শুধুই কালো, আকারে একটু বেশি বড়, কিছুটা শান্ত; আরেক দলের রয়েছে মরচে রঙের সরু পেট, ক্ষিপ্রগতি, এদের কামড়ে জ্বালা খুব বেশি।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ভূরিভোজ। প্রথম দিকে ওদের অস্তিত্ব অনুভবই করল না রানা। ঘন সিরাপে চরছে পিঁপড়ের দল। একটু একটু করে পরিস্থিতি বদলাল। একটা ভার অনুভব করল রানা। কারণ হলো, পিঁপড়েদের স্তর তৈরি হচ্ছে ওর শরীরে। সংখ্যায় এত বেশি ওগুলো, আধ ইঞ্চি পুরু কিলবিলে কার্পেটের মত হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে রানার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে। সামনে উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মোসাদ এজেন্ট ও তাদের লিডারকে অস্পষ্ট গাঢ় দাগের মত লাগছে।

ভয় পাচ্ছে রানা, মাথাটা না বিস্ফোরিত হয়!

সালোনাকে অশ্রাব্য একটা গালি দিল মনে মনে। সে এমনকী ওর কানের খানিক ভিতরেও সিরাপ মাখিয়েছে। পিঁপড়ের দল সেখানে ভিড় করায় এখন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না ও। ভয় হচ্ছে, কানের পরদার না মারাত্মক কোনও ক্ষতি হয়ে যায়। বাধা না পেলে পরদাটা খেয়ে ফেলাও বিচিত্র নয়। তা হলে কী হবে? শেষ পর্যন্ত মারা যাবে ও নয়, একটা বধির মাসুদ রানা।

মাথাটা কি সত্যি ফেটে যাবে, রক্তের চাপে?

হাঁটু দুটোকে বাঁচানো সবচেয়ে জরুরি হয়ে উঠল। শরীরের ভার সহ্য করতে পারছে না ওগুলো। একটু চেষ্টা করতেই এক করা হাত দুটো মাথার নীচে, জমিনে নামিয়ে আনল রানা। গড়িয়ে পড়া সিরাপে ডুবে গেল আঙুল ও তালু। নতুন পথ বেয়ে পিলপিল করে শরীরে উঠে আসছে পিঁপড়েরা।

শরীরের ভার ধীরে ধীরে হাত দুটোর উপর ছেড়ে দিল রানা। একটু আরাম। একটু স্বস্তি। তবে ঊষর মরুতে এক ফোঁটা বৃষ্টির

মত এটা, তার বেশি কিছু নয়।

মাথাটা শরীর থেকে ছিঁড়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। পায়ে, যেখানটা রশি দিয়ে ক্রসবারে বাঁধা হয়েছে, যেন আগুন জ্বলছে।

তারপর শুরু হলো সুড়সুড়ি। নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল রানার চামড়া ও পেশি। সেই সঙ্গে একটা-দুটো করে শুরু হলো কামড়ও। সিরাপ খেয়ে শেষ করে ফেলেছে পিঁপড়ের দল। এখন খাবার চেষ্টা করছে লোমকূপে সামান্য যেটুকু জমে আছে।

নীচের দুই স্তরের পিঁপড়েগুলো ভালই খেয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর সামান্য পেয়েছে। পুরোপুরি বঞ্চিত হয়েছে পঞ্চম থেকে পঞ্চাশতম স্তরের বাকিগুলো। পরিতৃপ্ত পিঁপড়েরা জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে শুরু করল।

উপরের পিঁপড়েরা রানার শরীরের নাগাল পাবার পর দেখল সিরাপের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল শিউরে শিউরে ওঠা চামড়া ও পেশির উপর। কামড়াতে শুরু করল তারা।

যেখানে কামড়াচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ফুলে যাচ্ছে গা। তীব্র জ্বালা অনুভব করছে রানা। শরীরের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণই থাকল না, থরথরিয়ে কাঁপছে গোটা দেহ। একটা চিন্তা মাথায় ছিল, ভাবল, এবার সেটাকে কাজে লাগাতে হয়; তা না হলে ভয় লাগছে হার্ট বন্ধ হয়ে মারা যাবে, কিংবা পাগল হয়ে যাবে।

বাঁচবার শেষ চেষ্টা, অজ্ঞান হয়ে যেতে চাইছে রানা। স্বেচ্ছায় চৈতন্য হারাবার নানা কৌশল জানা আছে ওর। চেষ্টা করে দেখছে কোনটা কাজে লাগে। মাথাটা খালি করে ফেলল ও। চোখ দুটো আগেই বন্ধ করেছে। সমস্ত ব্যথা ও জ্বালা নীরবে হজম করার সময় ভাবছে এতটা ওর সইছে না, হাল ছেড়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়। নিজেকে সাজেশন দিচ্ছে, চিন্তা-চেতনা থেকে মুক্তি নাও, তলিয়ে যাও অতলে, অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলো।

তারপর একসময় সত্যি সত্যি জ্ঞান হারিয়ে ফেলল রানা।

আট

'ক্রসবার থেকে নামাও ওকে,' নির্দেশ দিল জেনারেল ওয়াহাবা। 'হ্যান্ডকাফ খুলে দাও। তারপর কয়েক বালতি ঠাণ্ডা পানি ঢালো গায়ে।'

প্রস্তুতি নেওয়াই ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার নির্দেশ মত কাজ করা হলো। ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা খেয়ে পিঁপড়েগুলো রানাকে ছেড়ে পালাচ্ছে। নগ্ন শরীরটা কোথাও লাল, কোথাও বেগুনি দেখাচ্ছে। কোনও একটা অংশ নয়, পুরো মানুষটাই ফুলে উঠেছে। পাঁচ-সাত বালতি পানিতে গোসল করানো হলেও, জ্ঞান ফেরার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

'এত সহজে আমাকে ফাঁকি দেবে, এ আমি বিশ্বাস করি না,' বলল জেনারেল। 'সালোনা, পরীক্ষা করে দেখো তো।'

রানার পাশে হাঁটু গাড়ল সালোনা। পালস দেখবার পর মুখ তুলল সে। 'হার্ট তো টগবগে ঘোড়া, সার।'

'গুড,' তৃপ্তির সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল জেনারেল। 'কী করতে হবে মন দিয়ে শোনো তোমরা।' এরপর ধীরে ধীরে কয়েকটা নির্দেশ দিল সে।

স্টোন হাউসে নিয়ে যেতে হবে রানাকে। যাদেরকে উদ্ধার করতে এসেছে ও, তারাই সেবা-যত্ন দিয়ে সুস্থ করে তুলুক ওকে। তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আবার ওকে সুস্থ-সবল দেখতে চায় জেনারেল ওয়াহাবা।

রানার সঙ্গে স্টোন হাউসে পৌঁছে দিতে হবে অ্যান্টিসেপটিক

মলমের এক ডজন টিউব, বেশ কিছু অ্যান্টি-অ্যালার্জিক ট্যাবলেট ও পেইনকিলার ইঞ্জেকশন। ওর জন্য চার বেলা ভাল ভাল খাবারের ব্যবস্থাও করতে হবে।

একটা স্ট্রেচারে তোলা হলো রানাকে। লম্বা স্টোন হাউসের দক্ষিণ দিকটার শেষ প্রান্ত একশো ফুট দূরে, চারজন মোসাদ এজেন্ট বয়ে নিয়ে এল ওকে। সালোনার নেতৃত্বে আরও দশজন এজেন্ট স্ট্রেচারের সামনে রয়েছে। তাদের একজন ভারী একটা দরজা খুলল। ভিতরে সরু প্যাসেজ, দরজাটা প্যাসেজের মাঝামাঝি জায়গায়। নাক বরাবর সামনে রয়েছে একটা দরজা, প্যাসেজের দুই প্রান্তে আরও দুটো।

পশ্চিম দিকের দরজাটা সাধারণ। পুব দিকের দরজার গায়ে লোহার একটা বার ফিট করা হয়েছে।

মেশিন গান বাগিয়ে ধরে দরজার দুই পাশে পজিশন নিল দুজন গার্ড। আরেকজন দরজা থেকে বারটা সরিয়ে কবাট খুলল।

স্ট্রেচার নিয়ে ভিতরে ঢুকল চারজন মোসাদ অপারেটর। কামরাটা বেশ বড়। দরজার উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে ত্রিশজন লোক বসে রয়েছে মেঝেতে। তাদের চেহারায় হিংস্র ভাব, চোখে নগ্ন ঘৃণা। এদের মধ্যে পনের জনকে আলাদাভাবে চেনা যায়, মুখভর্তি দাড়ি, মাথায় টুপি বা পাগড়ি; পরনে ঢোলা জোব্বা—এরা মৌলানা টাইপের মানুষ। এদের মধ্যে একটা অল্পবয়েসী ছেলেও আছে, বশিরুল হাশেমি।

বাকি পনেরজন শক্ত-সমর্থ তরুণ, শারীরিক গড়ন ও রুক্ষ চেহারা দেখলেই বোঝা যায় গেরিলা কিংবা সামরিক বাহিনীর।

'এই লোকের নাম মাসুদ রানা, বাংলাদেশী,' তাদের উদ্দেশে বলল সালোনা। 'আর্মিতে মেজর ছিল, এখন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে আছে। তোমাদেরকে এখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে এসেছিল। দেখতেই পাচ্ছ, ধরা পড়ে শাস্তি ভোগ করছে।' এরপর কী করতে হবে তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বলল সে। সঙ্গে

করে নিয়ে আসা ওষুধ-পত্র বুঝিয়ে দিল। সবশেষে জানাল, 'এক ঘণ্টা পর ওর জন্য চিকেন সুপ আর ফ্রুট জুস পাঠিয়ে দেব, নিজেরাই আবার খেয়ে নিয়ো না, খাইয়ো ওকে।'

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে। ভারী দরজা বন্ধ হয়ে গেল বাইরে থেকে। বন্ধ দরজার গায়ে তুলে দেওয়া হলো লোহার মোটা বারটা।

বন্দিদের রাখা হলেও, কামরাটা বেশ বড়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানে যাদেরকে রাখা হয়েছে তাদের আরাম-আয়েশের কোনও অভাব নেই, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও ভালই।

এই বন্দিদের এক এক করে সবাইকেই খুন করা হবে। সব মিলিয়ে বাষট্টিজন ছিল, বত্রিশজনকে খুন করা হয়েছে। যে ত্রিশজনকে দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে হামাসের লোক আছে দশজন, আটজন আফগান, সাতজন ইরাকী, একজন মিশরীয় ও চারজন সিরীয়।

বন্দিদের নির্যাতন করা হয় না, এমনকী হ্যান্ডকাফও পরানো হয়নি। এমআইজের কাজ হলো ইউরোপ ও আমেরিকায় স্যাবটাজ চালানো, আর সেই দুষ্কর্মের সমস্ত দায়-দায়িত্ব আল-কায়েদা বা অন্য কোন ইসলামিক গোষ্ঠীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। স্যাবটাজ করার পর সেই জায়গায় এই বন্দিদের এক কিংবা দুজনকে খুন করে ফেলে রেখে আসা হয়, লাশের পকেটে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় মৌলবাদের সমর্থনে লেখা চিঠি অথবা প্রচার-পত্র।

দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বন্দি লাফ দিয়ে দাঁড়াল, তারপর ছুটে চলে এল স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা রানার পাশে।

'ভিয়েতনামী টরচার,' রানার উপর একবার চোখ বুলিয়েই বিড় বিড় করল সিরীয় যোদ্ধা আসাদ। 'ওয়াহাবাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি—এমনি ভয়ঙ্কর মৃত্যুই যেন হয় ওর!'

'মাসুদ রানা? এই নাম আমি আগে কখনও শুনিনি,' বলল

আফগান তরুণ মোহসিন। 'কোন্ দেশী বলল যেন? সত্যিই কি আমাদেরকে মুক্ত করতে এসেছিলেন? কিন্তু কে পাঠাবে? কেউ কি জানে এখানে আমরা বন্দি হয়ে আছি?'

'চুপ! বেচারীর মনে হয় জ্ঞান ফিরে আসছে,' সতর্ক করল প্যালেস্টাইনি মুক্তিযোদ্ধা তানভির।

শুরু হলো সেবা-শুশ্রূষা। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাঁক দিল সাবেক সিরীয় সৈনিক, ক্যাপটেন আসাদ। 'এই যে, ইহুদি গার্ড! গরম পানি, সাবান, ডেটল, অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন আর পরিষ্কার তোয়ালে লাগবে এখানে। তাড়াতাড়ি!'

দশ মিনিটের মধ্যে পাওয়া গেল সব। ওগুলোর সঙ্গে ফ্লাস্ক ভর্তি এল গরম কফি। অল্প গরম পানি দিয়ে ধোয়া হলো রানাকে। শুকনো তোয়ালে দিয়ে আলতোভাবে মোছা হলো লালচে-বেগুনি ফোলা শরীরটা। চামচে তুলে কফি খাওয়ান হলো। পাঁচটা টিউবের মলম মাখানো হলো শরীরে। অল্প ডোজের একটা মরফিন ইঞ্জেকশনও দেওয়া হলো।

এরই ফাঁকে নিজেদের মধ্যে আলাপ চলছে।

'ডাইনি সালোনা বলে গেল ওয়াহাবা বানচোত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সুস্থ-সবল দেখতে চায় এঁকে,' বলল প্যালেস্টাইনি মুক্তিযোদ্ধা কামাল। 'কেন?'

'কেন আবার,' আন্দাজ করল সহযোদ্ধা তানভির, 'নিশ্চয়ই আবার ক্রসবারে ঝোলাবার জন্যে।'

ক্যাপটেন আসাদ বলল, 'ওঁর যা অবস্থা, এরপর টরচার করা হলে নির্ঘাত মারা যাবেন। এমন কিছু করা যায় না, ওঁকে নিতে এসে যাতে খালি হাতে ফিরে যায় ওরা?'

'যায়।' চোখ পিটপিট করছিল, চোখের পাতা সরু করে খুলে তাকাল রানা। 'চব্বিশ ঘণ্টা অনেক সময়।' ধীরে ধীরে নড়ছে ওর ফুলে ঢোল হয়ে থাকা ঠোঁট। তোমরা আমাকে যেভাবে পার এই সময়ের মধ্যে সুস্থ করে তোলো। তোমাদের আমি চিনি...সবার

ফটো দেখেছি। তুমি সিরিয়ান সেনাবাহিনীর সাবেক ক্যাপটেন আসাদ...'

'আপনি...'

'আপনি না, তুমি বলো। আমি তোমাদের বন্ধু। তোমাদের মত আমিও একজন যোদ্ধা। আমি মাসুদ রানা, বাংলাদেশী। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর নাম শুনেছ? আমি ওটার একজন সদস্য। আমার মিশন তোমাদেরকে মুক্ত করা, তারপর এই ঘাঁটি ধ্বংস...'

'কিন্তু তা সম্ভব নয়, সার,' শুরু করল হামাস মুক্তিযোদ্ধাদের একজন।

তাকে বাধা দিল রানা, 'সার নয়। আপনি নয়। তোমরা যারা আমার সম-বয়েসী তারা সবাই আমার নাম ধরবে...'

'কিন্তু আমরা?' প্রশ্ন করল বয়স্ক এক মৌলানা। 'আমরা তোমাকে ছোটভাই বলব, কেমন?'

ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল অল্প বয়েসী তরুণ। 'কিন্তু আমি আপনাকে আপনিই বলব, আর বলব মাসুদ ভাই, তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাই,' ক্লান্ত সুরে বলল রানা। 'তুমি নিশ্চয়ই বশিরুল হাশেমি।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। 'আপনি আমার নাম জানলেন কীভাবে, মাসুদ ভাই?'

'তোমার আব্বুর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,' বলল রানা। 'তাঁকে আমি কথা দিয়েছি এখান থেকে তোমাদের আমি উদ্ধার করে নিয়ে যাব।' ঘাড় ঘুরিয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর উপর চোখ বুলাল। 'এটাই আমার মিশন, তোমাদের সবাইকে মুক্ত করে...'

'কিন্তু তা সম্ভব নয়, মাসুদ ভাই,' হামাস মুক্তিযোদ্ধারদের একজন আবার বলল। 'কারণ আমরা সবাই বন্দি। আমাদেরকে মুক্ত করতে এসে আপনিও তো ধরা পড়েছেন।'

'সম্ভব,' বলল রানা। 'কী করে সম্ভব পরে শুনো। প্রথমে আমাকে সুস্থ হতে সাহায্য করো।'

কামরার ভিতর নীরবতা নেমে এল। অবাক হয়ে রানাকে দেখছে সবাই। ভাবছে, মুমূর্ষু একজন মানুষ এত আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলে কী করে? কেউ কেউ আবার এ-ও ভাবল, লোকটা পাগল হয়ে যায় নি তো?

বাচ্চা মুরগীর দুই মগ সুপ, দুই গ্লাস ফলের রস, এক গ্লাস ছাগলের দুধ ও প্রবল ইচ্ছেশক্তি অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সাহায্য করল রানাকে। শরীরের ফোলা কমাতে অবদান রাখল অ্যান্টি-অ্যালার্জিক ইঞ্জেকশনটা। গার্ডকে বলে ঘুমের ট্যাবলেট আনিয়েছিল বন্দিরা, রাত আটটায় খাওয়ান হয়েছিল রানাকে। পরদিন সকাল ন'টায় ঘুম ভাঙল ওর। চোখ মেলে প্রথমেই দেখল নাভীর উপর পড়ে থাকা হাত দুটোয় হ্যান্ডকাফ পরানো রয়েছে। কী ব্যাপার?

তারপর রানা খেয়াল করল শরীরের ব্যথা খুব সামান্যই আছে। অনেক কমে গেছে ফোলাটাও।

হঠাৎ চোখ তুলতে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল রানা। বন্দিরা সবাই বিষণ্ন, মনমরা হয়ে বসে আছে। তাদের সবার চেহারায় রাত্রি জাগরণের ছাপ। ওর ঘুম ভেঙেছে, অথচ ওদের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। বুঝতে অসুবিধে হলো না, রাতে খুব খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। তারপর সন্দেহ হলো ওর, কামরার ভিতর কী যেন একটা বদলে গেছে। বন্দিদের উপর ভাল করে আরেকবার চোখ বুলাল ও। মনে মনে গুণছে। গোনা শেষ হতে বুঝতে পারল কী ঘটেছে।

'তোমাদের আর দুজন? কোথায় তারা?' জানতে চাইল রানা, দম আটকে অপেক্ষা করছে।

হামাস মুক্তিযোদ্ধা তানভির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল.

'আমাদের এক প্যালেস্টাইনি মুক্তিযোদ্ধা আর এক জর্দানী মৌলানাকে ধরে নিয়ে গেছে। জর্দানের রাজধানী আম্মানের দুটো নামকরা হোটেলে বোমা মেরে প্রচুর দেশী-বিদেশী লোককে মারবে ওরা, তাই ওদেরকে নিয়ে গেছে।'

কী উদ্দেশ্যে ওদের দুজনকে ধরে নিয়ে গেছে বুঝতে পারছে রানা, তারপরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'ইজরায়েলি এমআইজের এটাই তো কাজ,' জবাব দিল তানভির। 'ওরা বোমা ফাটিয়ে নিরীহ মানুষজনকে খুন করছে, আর অকুস্থলে ফেলে রেখে আসছে মুসলমান মুক্তিযোদ্ধা বা ধর্মীয় নেতাদের খুন করা লাশ, দুনিয়ার লোককে এ-কথা বোঝাবার জন্যে যে আত্মঘাতী...'

'তোমরা জানলে কীভাবে বোমাগুলো আম্মানে ফাটানো হবে?'

'গার্ডদের সঙ্গে সালোনা ও তার ভাই আব্রা কোয়াফ এসেছিল তোমার অবস্থা দেখতে, তারাই তো সব বলে গেল।'

সাবেক সিরীয় সৈনিক আসাদ জানাল, 'এর আগে একজন দু'জন করে আমাদের বিশজনকে নিয়ে গেছে ওরা। গোপন করেনি, প্রতিবার জানিয়েছে কোথায় নিয়ে গিয়ে কী কাজে খুন করা হবে ওদেরকে। জানিয়ে মজা পায় ওরা, আমরা যাতে উৎকণ্ঠায় ভুগি।'

কামরার ভিতর নীরবতা নেমে এল।

কিছুক্ষণ পর রানা জানতে চাইল, 'আমাকে দেখে কী বলল সালোনা?'

'শুধু রাতে নয়, তোমার ব্রেকফাস্ট নিয়ে সকালেও এসেছিল সে। বলল তোমার ভাগ্য ভাল। জেনারেল ওয়াহাবা কোথাও গেছে বা যাবে, তাই ভিয়েতনামী টরচারের দ্বিতীয় কোর্সটা আটচল্লিশ ঘণ্টা পর দেওয়া হবে তোমাকে।'

'আমার একটা প্ল্যান আছে,' বলে মেঝেতে ফেলা তোষকের উপর উঠে বসার চেষ্টা করল রানা।

ব্যস্ত হয়ে উঠে বাধা দিল বন্দিরা। 'আরে, করো কী! তুমি এখনও অসুস্থ...'

ম্লান একটু হেসে মাথা নাড়ল রানা। 'তোমরা আর আমাকে অসুস্থ থাকতে দিলে কোথায়! এরকম সেবা-যত্ন আর হয়তো সেই কবে ছোটবেলায় একবার পেয়েছি—মায়ের কাছে। আমি, ভাই, তোমাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম।'

'কী যে বলো না! তুমি ভাই নিজের জীবন তুচ্ছ করে কত দূর বাংলাদেশ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে এসে...'

হাত তুলে ওদেরকে থামিয়ে দিল রানা। 'কখন কে এসে পড়ে, এসো, আমরা কাজের কথা যতটা পারা যায় সেরে ফেলি। আমার কাছে একটা প্ল্যান আছে ঠিকই, কিন্তু সেটাকে নিখুঁত করতে হলে কিছু তথ্য দরকার আমার।'

'কাজের কথা খানিক পরে হবে,' বলল মুক্তিযোদ্ধা কামাল। 'তার আগে মুখ হাত ধুয়ে নাস্তাটা সেরে নাও তুমি। চলো, তোমাকে বাথরুমে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ওদের সাহায্য নিয়ে দাঁড়াল রানা, তবে দরজাটা দেখিয়ে দেওয়ায় বাথরুমের দিকে একাই হেঁটে গেল।

ব্রেকফাস্টেও বেশির ভাগ তরল খাবার দেওয়া হয়েছে ওকে। চিকেন সুপ, ফ্রুট জুস, চারটে হাফ বয়েল ডিম, মাখন লাগানো দুই পিস পাউরুটি, ছোলার ডালের হালুয়া, ছাগলের ঘন দুধ ও কড়া কফি।

নাস্তা শেষ হতে আবার বাথরুমে ঢুকতে হলো রানাকে। গরম পানিতে গোসল করানো হলো ওকে। বন্দিরা ওর শরীরে মলম মাখিয়ে দিল। তার আগে দুটো ইঞ্জেকশন দিয়ে নিতে ভোলেনি তারা—একটা অ্যান্টিবায়োটিক, অপরটি পেইনকিলার।

এখনই পরার দরকার নেই, তবে রানাকে নিজের এক সেট পরিষ্কার প্যান্ট-শার্ট এনে দিল আসাদ। প্রায় একই কাঠামো ওদের, তার কাপড় ফিট করবে ওকে।

আরেক কাপ ধূমায়িত কফি নিয়ে তোষকের উপর বসল রানা। ওর সামনে অর্ধবৃত্তাকারে বসেছে বন্দিরা।

'ঠিক আছে, বলো কী জানতে চাও,' জিজ্ঞেস করল আসাদ। 'দেখা যাক আমরা তোমাকে কোনও সাহায্য করতে পারি কিনা।'

'প্রথমে আমরা যেখানে বন্দি হয়ে রয়েছি, এই দালানটা সম্পর্কে কী জানো বলো আমাকে,' জানতে চাইল রানা।

'এটাকে স্টোন হাউস বলে,' জবাব দিল আসাদ। 'দরজা খুললে একটা প্যাসেজ পাওয়া যাবে। প্যাসেজের দু'-পাশে আরও দুটো ঘর আছে। একটা কামরা ইন্টারোগেশন-এর জন্য ব্যবহার করা হয়, আর পশ্চিমের কামরাটা গার্ড রুম।' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর, 'ওই গার্ড রুমে ঢুকতে পারলে আমরা হয়তো একটা সুযোগ পেতে পারি।'

'কী সুযোগ?'

'না, এখান থেকে পালানো সম্ভব নয়,' হতাশ গলায় বলল আসাদ। 'আমি ওদের কিছু লোককে খুন করার কথা বলছি, তারপর নিজেরাও মরে গেলাম। গার্ড রুমের একদিকের দেয়ালে সারি সারি অ্যাসল্ট রাইফেল ও মেশিন গান রাখা আছে।'

'আমি আত্মঘাতী হওয়ার ঘোর বিরোধী,' ওদেরকে জানাল রানা। 'জীবন আমার কাছে এত মূল্যবান, স্বেচ্ছায় এর পরিসমাপ্তি টানাকে গুরুতর পাপ বলে মনে করি। আমার মিশন তোমাদেরকে বাঁচানোর, এখান থেকে উদ্ধার করে জর্দানে পৌঁছে দেয়ার।'

'কিন্তু কীভাবে?' জানতে চাইল একজন হামাস গেরিলা।

'তোমার হাতে হ্যান্ডকাফ পরানো রয়েছে,' ইরাকী গেরিলা নওশের চ্যালেঞ্জের সুরে বলল, কণ্ঠস্বর কর্কশ। 'নিজেই যেখানে বন্দি, আমাদেরকে উদ্ধার করবে কীভাবে? তা ছাড়া, গার্ডরা যখন এখানে ঢোকে, হাতের অস্ত্র সারাক্ষণ আমাদের দিকে তাক করে রাখা হয়।' মাথা নাড়ল সে। 'পালানো অসম্ভব!'

'এ-সব আমি জানি। আমাকে এমন তথ্য দাও যেগুলো আমি

জানি না,' বলল রানা। 'হাতের এই ব্রেসলেট খুলতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না আমার। গার্ডরা কখন আসে বলো।'

'সকালে, দুপুরে আর বিকেলে,' জবাব দিল আসাদ। 'সকাল সাতটায়, দুপুর একটায় আর বিকেল পাঁচটায়।'

'কী করে জানো? তোমাদের কারও কাছে তো ঘড়ি নেই।'

'সকাল আর দুপুরেরটা আন্দাজ করি। উত্তর দিকের জানালা দিয়ে বাঁকা হয়ে যে রোদ পড়ে দেয়ালে, ওটা দেখে বুঝতে পারি পাঁচটা বাজে। তবে নওশের যেমন বলছে, হ্যান্ডকাফ খুলবে কীভাবে?'

'দেখো কীভাবে খুলি!' দরজার দিকে তাকাল রানা, তারপর নওশেরকে বলল, 'ওদিকে দাঁড়াও তুমি, কান পেতে থাকো, গার্ড আসছে টের পেলেই জানাবে আমাকে।'

বিস্মিত নওশের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বাকি সবাই রানার আরও কাছে সরে এসে তাকিয়ে থাকল, দেখতে চায় কী করে ও।

কাজ শুরু করল রানা। ডান হাতের কবজি বাঁকা করে মান্ধাতা আমলের রিস্টওয়াচটা বাম হাত থেকে খুলে ফেলল ও। মেঝেতে পড়ে গেল ঘড়ি। সেটা তুলে প্যাঁচ ঘুরিয়ে পিছনের ঢাকনি খুলল। তারপর ঘড়িটাকে উল্টো করে দু'তিনবার ঝাঁকাল। মেশিনটা, খুদে যন্ত্রের সমষ্টি, খসে পড়ল ওর কোলের উপর। হাতে রইল শুধু পিছনের কাভার। কাভারের চারদিকে উঁচু হয়ে রয়েছে একটা বৃত্ত, যেন ইস্পাতের একটা পাইপ। জিনিসটা আলাদা কিছু নয়, অর্থাৎ কোথাও থেকে এনে ওখানে বসানো হয়নি, একই ছাঁচে তৈরি। নখ দিয়ে চাপ দিল রানা ফোলা বৃত্তটার বিশেষ একটা জায়গায়। পাইপের একটা অংশ, মসুর ডালের চেয়ে বড় নয়, সরে গেল। পাইপের একদিকের মুখে চকচকে একটা হুক দেখা যাচ্ছে, সরু সুইয়ের মাথার চেয়ে বড় নয় আকারে। সেটায় নখ বাধিয়ে টান দিল রানা।

পাইপ থেকে বেরিয়ে এল একটা টিউব। জিনিসটা বৃত্তাকার একটা জায়গায় ভরা ছিল ঠিকই, বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে লম্বা ও সোজা হয়ে গেল। প্যাঁচ ঘুরিয়ে টিউবটাকে দু'ভাগ করে ফেলল রানা। একটা অংশ থেকে বেরুল ভাঁজ করা লক পিক। ভাঁজ খুলে তিন নম্বর পিকটা বাছাই করল রানা। হাতে হ্যান্ডকাফ থাকায় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কাজটা করতে হচ্ছে ওকে। তবে কয়েক মিনিট চেষ্টা করার পর মেঝেতে খসে পড়ল হ্যান্ডকাফ। রানা এখন মুক্ত।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বন্দিরা। হাসছে তারা। একে একে এগিয়ে এল সবাই, সালাম দিয়ে যে-যার নিজের পরিচয় দিচ্ছে—খলিলি, জাভেদ, মোহসিন, মোস্তফা, রাহমান, আজিজি...

'গার্ডরা ভেতরে ঢুকে অস্ত্র উঁচিয়ে রাখে, আমরা যাতে কিছু করতে না পারি,' রানাকে জানাল মিশরীয় তরুণ ধর্মীয় নেতা হাফেজজী মোস্তফা। 'কাউকে মেরে যদি মরতে পারতাম, তা-ও শহীদ হওয়া যেত, কিন্তু সে সুযোগও নেই...'

তার কথায় কান না দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'গার্ডরা কীভাবে আসে? এসে কী করে? তোমাদেরকে কি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াতে বলা হয়?'

'প্রতিবার চারজন করে আসে ওরা,' বলল আসাদ। দুজন সশস্ত্র গার্ড, দুজন নিরস্ত্র। গার্ডরা ভিতরে ঢুকে দরজার দু'পাশে দাঁড়ায়। বাকি দুজন হাতের জিনিস-পত্র নিয়ে কামরার মাঝখানে চলে আসে। তাদের একজনের হাতে খাবার ভর্তি গামলা বা ঝোলা থাকে, আরেকজনের হাতে থাকে পানি, প্লেট, চামচ, গ্লাস ইত্যাদি।' মাথা নাড়ল সে। 'সশস্ত্র গার্ডদের নাগালের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়।'

'না, সম্ভব নয়,' একযোগে বলল কয়েকজন।

হাসল রানা। মাথা নিচু করে কাজ করছে। ঘড়িটা আবার জোড়া লাগিয়ে ফেলেছে। বাম হাতে পরাও হয়ে গেছে সেটা। এই

মুহূর্তে হ্যান্ডকাফ পরছে ও।

'টিউবের দ্বিতীয় অংশে কী আছে বললে না তো? প্রশ্ন করল মোস্তফা।

'ক্যাপসুল বোমা,' বলল রানা। তারপর আসাদের দিকে তাকাল। 'দরজা খোলার পর কতটা ভিতরে ঢোকে গার্ডরা?' জানতে চাইল ও।

'ছয় কি সাত ফুট,' আসাদ নয়, জবাব দিল আজিজি। 'ব্যাপারটা সম্ভবত নির্ভর করে আমরা কোথায় বসে থাকি তার ওপর। কিন্তু তা জেনে কী লাভ? ওদের কাছে অস্ত্র থাকে। আমরা নিরস্ত্র।'

'অন্তত একটা সুবিধে আছে আমাদের। আমরা যখন কাজটা করব তখন আমার হাতে হ্যান্ডকাফ থাকবে না, অথচ ওরা জানবে আছে। কাজটা কীভাবে করব বলছি। তোমাদের ছাব্বিশজন পুব দেয়াল ঘেঁষে বসবে। জাভেদ, আসাদ ও আমি বসব দক্ষিণ দেয়াল ঘেঁষে, মাঝামাঝি জায়গায়। তোমাদের কারও কারাতে ট্রেনিং নেয়া আছে?'

মাথা নাড়ল মোহসিন। 'আমাদের মধ্যে মাত্র চোদ্দজন যোদ্ধা, সবারই কারাতে জানা আছে,' বলল সে। 'আমরা কেউ গেরিলা, কেউ নিয়মিত সৈনিক ছিলাম। কিন্তু বাকি চোদ্দজন সবাই বেসামরিক মানুষ, কারাতি-জুডো জানে না।'

'ঠিক আছে, তোমরা কয়েকজন জানলেই চলবে। একটা কথা আগেই বলে রাখি। জেনারেল ওয়াহাবা ঘাঁটিতে না ফেরা পর্যন্ত আমরা পালাবার চেষ্টা করব না। এমআইজে তারই আইডিয়া, এটার প্রতিষ্ঠাতাও সে, কাজেই তার একটা ভাল ব্যবস্থা করতে না পারলে আমার মিশন পুরোপুরি সফল হবে না।'

'আমরা কিন্তু এখনও জানি না, মাসুদ ভাই,' বলল খলিলি, 'আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্যে কোন্ পাগল তোমাকে পাঠিয়েছে।'

'পাগল?'

'নয়তো কী! তুমি যে এরকম একটা দুর্গম জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছ, এটাই তো আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে। তা-ও একা! সরি, পাগলও এই কাজ করবে না।'

সংক্ষেপে ওদেরকে জানাল রানা কয়েকটা আরব রাষ্ট্র কোন্ পরিস্থিতিতে বিসিআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, তারপর কীভাবে কী হলো।

দ্রুত প্রসঙ্গ বদলে ও বলল, 'এসো, গার্ডদের কীভাবে নিরস্ত্র করব আমরা এখনই তার একটা রিহার্সেল হয়ে যাক...'

বত্রিশ ঘণ্টা পর। বিকেল পৌনে পাঁচটা।

'এসো, পজিশন নিই সবাই,' বলল রানা। আসাদ ও জাভেদকে নিয়ে দক্ষিণ দেয়ালের কাছে চলে এল ও। বাকি সবাই কামরার পুব দিকে সরে গিয়ে মাঝামাঝি জায়গায় বসল। কাল থেকে কয়েকবার রিহার্সেল করানো হয়েছে, কাজেই নতুন করে কাউকে নির্দেশ দেওয়ার দরকার হচ্ছে না।

হ্যান্ডকাফের তালা খুলে ফেলেছে রানা, তবে এক করা দুই হাতে এমনভাবে আটকে রেখেছে, দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। যখন খুশি চাইলেই কোলের উপর ফেলে দিতে পারবে ওগুলো।

জাভেদ রানার ডান দিকে বসেছে। আসাদ বসেছে বাঁয়ে। নওশের দরজার গায়ে ছোট্ট ফুটোর উপর একটা চোখ ঠেকিয়ে করিডরের উপর নজর রাখছে।

পাঁচটা বাজল।

কী হয়েছে কে জানে, গার্ডরা ওদের খাবার নিয়ে আসছে না।

রানা উদ্বিগ্ন। দুপুরে, বেলা একটায়, গার্ডদের সঙ্গে সালোনাও এসেছিল। 'জেনারেল, তোমার আজরাইল, ঘাঁটিতে ফিরে এসেছেন। এই মুহূর্তে বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি। তবে এখন থেকে

যে-কোন মুহূর্তে তোমার কপাল পুড়তে পারে, রানা। তিনি হুকুম দিলেই তোমাকে আমি নিতে আসব। তৈরি থেকো, এবার সম্ভবত তোমার শরীরে কয়েকটা কাঁকড়া বিছেও ছেড়ে দেয়া হবে।'

সেই থেকে বন্দিদের নিয়ে সতর্ক হয়ে অপেক্ষায় ছিল রানা। কিন্তু কেউ ওকে নিতে আসেনি।

না আসবার অনেক কারণই থাকতে পারে। হয়তো কষ্টকর জার্নির পর এখনও ক্লান্তি বোধ করছে জেনারেল ওয়াহাবা। কিংবা অন্য কোনও কাজে ব্যস্ত সে। কিন্তু রাতের খাবার নিয়ে না আসবার কী কারণ থাকতে পারে?

এক চিলতে আলসে রোদের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, ধীরে ধীরে কামরার দক্ষিণ-পুব কোণে সরে যাচ্ছে। সাড়ে পাঁচটার দিকে দালানের সদর দরজা খোলার আওয়াজ ভেসে এল। নওশের না বললেও কারও বুঝতে অসুবিধা হলো না যে দালানের ভিতর গার্ডরা ঢুকছে।

চেহারায় চাপা উত্তেজনা, নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত পুবদিকে হেঁটে গিয়ে পঁচিশজন বন্দির সঙ্গে বসে পড়ল নওশের।

কয়েক সেকেন্ড পর প্রিজন সেল-এর দরজা থেকে লোহার বার নামাবার আওয়াজ হলো। কবাট খুলে গেল। হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকল পাঁচজন মোসাদ এজেন্ট। দুজনের কাঁধ থেকে ঝুলছে একে-ফোরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল। বাকি তিনজনের হাতে উজি সাবমেশিন গান। আসাদ ও জাভেদকে নিয়ে রানা যেখানে বসে রয়েছে সেখান থেকে ছয় নম্বর মোসাদ অপারেটরকেও দেখা যাচ্ছে, করিডরে অপেক্ষা করছে সে, হাতে একটা নাইন এমএম উজি সাবমেশিন গান।

হতাশা বোধ করার আরও একটা কারণ দেখতে পেল ওরা—করিডরের পশ্চিম প্রান্তে, গার্ড রুমের খোলা দরজায়, দাঁড়িয়ে রয়েছে আরও কয়েকজন ইজরায়েলি। কী কারণে যেন হাসি-খুশি দেখাচ্ছে তাদেরকে।

সম্ভবত জর্দানের রাজধানীর হোটেল দুটোয় বোমা ফাটাতে সফল হয়েছে ওয়াহাবার এমআইজে। হামাস গেরিলা ও জর্দানী মৌলানার কথা মনে পড়ে গেল রানার। অকুস্থলে নিশ্চয় আত্মঘাতী হিসাবে তাদের লাশও পড়ে আছে। পশ্চিমা মিডিয়া ঘটনাটিকে ইসলামিক জঙ্গিগোষ্ঠীর আত্মঘাতী বোমা হামলা বলে সারা দুনিয়ায় প্রচার করবে।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, কারণ ভয় পাচ্ছে, গার্ডরা যদি ওকে হঠাৎ টান দিয়ে দাঁড় করায় তা হলে হ্যান্ডকাফ দুটো মেঝেতে পড়ে যেতে পারে। দুজন এগিয়ে এল তারা, একজন কোনও কারণ ছাড়াই দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'আজ আমরা তোর গায়ে বর্শা ছুঁড়ব। ভয় নেই, ছোট ছোট বর্শা। তা ছাড়া, ঠিক তুই আমাদের টার্গেটও না। তোর গায়ে কাঁকড়া বিছা ছেড়ে দেয়া হবে, সেগুলোকে টার্গেট করব আমরা।'

গার্ড দুজন কাছে এসে রানার বাহু ধরার জন্য হাত বাড়াল। রানা বুঝল, হয় এখনই কিছু করতে হবে, নয়তো আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। সিদ্ধান্ত নিল মরি মরব, যা করার এখনই। কবজি দুটো ঝাঁকাল ও, হ্যান্ডকাফ দুটো খসে পড়ছে মেঝেতে। পরমুহূর্তে ওর দুই হাত বাইরের দিকে এমন ক্ষিপ্র বেগে ছুটল, দুই ইহুদি নিজেদেরকে রক্ষা করার কোন সুযোগই পেল না।

ওরা যেমন কারাতে ব্যবহারের প্ল্যান করেছে, বাম হাতের আঙুলগুলোকে বর্শা বানিয়ে একজন গার্ডের গলায় গেঁথে দিল রানা। ওখানে ভাঙার মত কোনও হাড় নেই, থাকলে অবশ্যই গুঁড়ো হয়ে যেত। অনুভব করল লোকটার গলা থেঁতলে ভর্তা হয়ে গেছে। জ্ঞান হারিয়ে ধরাশায়ী হচ্ছে সে।

রানার ডানদিকের লোকটাও রক্ষা পায়নি। ডান হাতকে তলোয়ার বানিয়ে তারও গলাটাকে টার্গেট করেছে রানা। যন্ত্রণায় কেঁদে উঠল সে, কণ্ঠনালী ফুলে ওঠায় মাঝপথে থেমে গেল সেই কান্না, মেঝেতে ঢলে পড়ছে শরীরটা।

একই সময়ে পায়ের ডগা গেঁথে রানার সামনের এক গার্ডের সেক্স ডিপার্টমেন্ট বিধ্বস্ত করে দিল জাভেদ। আসাদের শরীরেও বিদ্যুৎ খেলে গেল, ফ্লাইং কিক মেরে চতুর্থ গার্ডের পেটটা বোধহয় ফাটিয়েই দিল সে, তারপর শূন্যে থাকতেই তার সাবমেশিন গানটা দু'হাতে লুফে নিল।

লাফ দিয়ে সামনে এসে রাইফেল তুলে প্রচণ্ড বেগে ঘোরাল পঞ্চম গার্ড, টার্গেট করেছে আসাদের মাথা। দুই হাতে সেটা ধরে ফেলল রানা, মোচড় দিয়ে ব্যারেলটাকে সিলিঙের দিকে তোলার সময় লোকটার উরুসন্ধিতে হাঁটুর গুঁতো মারল। যেমনটি আশা করেছে, ব্যথার বিস্ফোরণ সাব-গান ছেড়ে দিতে বাধ্য করল তাকে। ওটা দিয়ে প্রচণ্ড এক বাড়ি মেরে লোকটাকে অজ্ঞান করে নিল ও, কিন্তু পড়তে দিল না; তার শার্টের সামনেটা খামচে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখল। বাকি কাজটুকু সারল আসাদ। জুডো থ্রো-র ভঙ্গিতে ওর শরীরটা পিঠে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল ছয় নম্বর গার্ডের দিকে—এইমাত্র দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছে সে।

অজ্ঞান শরীরটা প্রকাণ্ডদেহী এজেন্টের গায়ে গিয়ে পড়ল। চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, চৌকাঠ থেকে করিডরে নিজের ছিটকে পড়াটা ঠেকাতে পারল না।

পতনের ভারী আওয়াজ শুনে গার্ড রুমের দরজার কাছে চমকে উঠল দুজন মোসাদ অপারেটর। প্রিজন সেল-এর বাইরে নিজেদের দুজন লোককে পড়ে থাকতে দেখে ছুটে এল তারা।

ছয় নম্বর এজেন্টও সিধে হচ্ছে।

রানার হাতে ঝাঁকি খেতে শুরু করল সাব মেশিন গান। এক পশলা, এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে আরেক পশলা। তিন এজেন্ট একযোগে নাচল একবার, একটু থেমে আবার নাচল, প্রত্যেকের গায়ে লাল ফুটো তৈরি হয়েছে।

আরবী ভাষায় গালি দিল আসাদ, ছুটে গেল জাভেদকে

সাহায্য করতে। এক এজেন্টের সঙ্গে মেশিন গান নিয়ে টাগ-অভ-ওঅর চলছে তার।

তবে সাহায্য দরকার হলো না জাভেদের। লাফ দিল সে, ইহুদি শত্রুর মাঝ শরীরে পা আটকে হেলে পড়ল নিজের পিছন দিকে। মেঝেতে পড়তে যাচ্ছে, পিঠটা মেঝেতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে পা ছুঁড়ল সে যত জোরে পারা যায়।

আসাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল শত্রু। মেশিন গানটা জাভেদের দখলে চলে এসেছে। আর সব বন্দিরা পরাজিত ইজরায়েলিদের অস্ত্রগুলো কুড়াচ্ছে, এই সময় ভারী বস্তার মত মেঝেতে পড়ল জাভেদের উড়ন্ত শত্রু। ওর দিকে এগোতে গিয়েও থেমে দাঁড়াল আসাদ, বিস্ফারিত চোখে দেখল: প্রায় একহাত লম্বা পাকা দাড়িওয়ালা এক জর্দানী হুজুর পায়ের খড়ম খুলে খটাস করে মেরে দিলেন লোকটার কপালে। ইয়া বড় এক সুপারি গজাল ওই জায়গাটায়। মুহূর্তে জ্ঞান হারাল লোকটা।

'শাব্বাশ!' বলল রানা হুজুরের কাণ্ড দেখে। সঙ্গীদের সতর্ক করে দিল, 'গুলির আওয়াজ পেয়ে গোটা ঘাঁটিতে ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। দুজন দক্ষিণ দিকের দরজার ওপর চোখ রাখো। আসাদকে নিয়ে গার্ড রুম দখল করতে যাচ্ছি আমি।' আসাদের দিকে তাকাল ও।

মেঝে থেকে একটা সাবমেশিন গান তুলে নিয়ে সিধে হচ্ছে আসাদ, রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল।

'আপনারা যাঁরা যোদ্ধা নন, তবে পিস্তল-রাইফেল চালাতে জানেন, তাঁদেরকেও লড়তে হবে,' বলল রানা। 'অবশ্য যদি অস্ত্র জোগাড় করা সম্ভব হয়, তা হলেই।'

চোখের সামনে মারপিট দেখে লড়াকু মেজাজ এসে গেছে হুজুরদেরও, তৈরি হয়ে গেলেন সবাই।

নয়

প্রিজন সেল থেকে ছুটে করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। তিনটে লাশের রক্তে মুহূর্তের জন্য পা পিছলাল প্রায় সবারই। এরই মধ্যে মাছি ধরে গেছে ওগুলোয়।

আসাদকে নিয়ে দক্ষিণ দিকের দোরগোড়া লক্ষ্য করে ছুটল রানা। ইঙ্গিতে তাকে গার্ড রুমের বাম দিকে পজিশন নিতে বলল ও। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, বুদ্ধিমান গান-ফাইটার শান্ত থাকে, আড়ালে থাকে, অপেক্ষা করে শত্রু কখন তার কাছে আসবে।

ঘাড় ফিরিয়ে শেষ একবার পিছন দিকে তাকাল রানা। দেখল নওশের একটা উজি তুলছে। তাকে পাশ কাটাচ্ছে মোস্তফা ও রাহমান, দুজনের হাতেই একটা করে সাবমেশিন গান। তানভির ও আজিজিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল দক্ষিণ দরজার দু'পাশে।

আসাদের দিকে তাকাল রানা, দোরগোড়ায় ওত পেতে অপেক্ষা করছে, চোখে-মুখে সৈনিকসুলভ দৃঢ়তা। 'কিনারা দিয়ে ব্যারেল ঢুকিয়ে পাঁচ রাউন্ডের এক পশলা গুলি করো, নির্দেশ দিল রানা। 'তারপর ভেতরে ঢুকব আমি। পাঁচ পর্যন্ত গুণে পিছু নেবে।'

মেঝেতে একটা হাঁটু ঠেকাবার একমুহূর্ত আগে মেশিন গানের ব্যারেলটা খোলা দরজার কিনারা দিয়ে গার্ড রুমের ভিতরে ঢোকাল আসাদ, তারপর ফায়ার করল। জবাবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক জোড়া একে-ফোরটিসেভেনের গর্জন শুনতে পেল রানা। এমআইজের পাল্টা হামলা শুরু হয়েছে। অথচ রানা ও বন্দিরা

এখনও নিজেদেরকে গুছিয়ে নিতে পারেনি।

কুঁজো হয়ে গার্ড রুমে ঢুকল রানা, তারপর বাম দিকে ছুটল। আধ সেকেন্ড চোখ বুলিয়ে কী কী আছে দেখে নিল ও। অনেকগুলো কাঠের বাক্স, একদিকের দেয়াল ভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র, একটা টেবিল, একটা চেয়ার। কয়েকটা মাথা উঁচু হচ্ছে—চার কি পাঁচজন মোসাদ এজেন্ট! গোনার সময় নেই, কাজেই নিশ্চিত হওয়া গেল না।

কামরার ভিতর ঢুকে ছোটার সময় বাম থেকে ডানে গুলি করছে রানা, সাব-গানটা ওর হাতে থরথর করে কাঁপছে আর গর্জন করছে। বুকে কয়েকটা ৭.৬৫ এমএম বুলেট ঢুকতে একবার ককিয়ে উঠেই থেমে গেল এক এজেন্ট। পলকের জন্য আরেক লোককে দেখতে পেল ও, হাই ভেলোসিটি চারটে কি পাঁচটা বুলেট মাথায় বিস্ফোরিত হওয়ায় মুখটা মাংস, হাড় ও রক্তের পিণ্ডে পরিণত হলো।

দক্ষিণ দেয়ালের জানালার কাছে এসে থামল রানা। ঠিক সেই মুহূর্তে ঝট করে বসে না পড়লে উত্তর-পুব কোণের বাক্সগুলোর পিছন থেকে ছুটে আসা এক ঝাঁক বুলেটকে ফাঁকি দিতে পারত না। একটা বুলেট মাথার এত কাছ দিয়ে গেল, ওর মনে হলো ফিসফিস করে বাম কানে অশ্লীল গালিগালাজ করে গেছে।

আরেকটা বুলেট শার্ট ছিঁড়ে বাম কাঁধে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেল। ব্যথাটা খেপিয়ে তুলল ওকে।

কামরার উত্তর-পুব দিকে অস্ত্র ঘোরাচ্ছে রানা, শুনতে পেল ওর ডানদিক থেকে আরেকটা মেশিন গান গর্জে উঠল—আসাদের। চট করে একবার তাকাতে দেখল সিরীয় সৈনিক মাথা নিচু করে ছুটে এসে বাক্সগুলোর মাথায় ব্রাশ ফায়ার করছে। তার গুলি খেয়ে এরই মধ্যে এক এজেন্ট মারা গেছে, বড় একটা বাক্সের মাথায় মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে।

রানার কাছাকাছি হঠাৎ একযোগে সিধে হলো তিন মোসাদ

অপারেটর। গোলাগুলি চলছিল ক্ষিপ্রগতিতে, হঠাৎ একটা সাব-গান থেমে যাওয়ায় সেটার মালিক, অর্থাৎ রানা মারা গেছে কিংবা গুরুতর আহত হয়েছে বলে ধরে নিয়েছে তারা। ফলে ক্রল করে উত্তর-পুব দিকের বাক্সগুলোর পিছনে চলে এসেছে, ভেবেছে সিধে হয়ে আসাদকে ঝাঁঝরা করে দেবে।

রানাকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে মুহূর্তের জন্য হাঁ হয়ে গেল এক লোক। তার মুখের ভিতর ঢুকে গেল রানার সাবমেশিন গানের নল। বুলেটের ধাক্কাটা উত্তর দেয়ালে ছুঁড়ে দিল তাকে।

বাকি দুই এজেন্ট ইতস্তত করছে, ঠিক করতে পারছে না আসাদকে গুলি করবে, না রানাকে। গোঁফওয়ালা লোকটা রানাকে পছন্দ করল। দ্বিতীয়জন আসাদকে।

হামলাকারী ট্রিগার টানার এক পলক আগে এক পাশে সরে গেল রানা। বুলেটের চেইন মাত্র এক ফুট দূরে বাতাস চিরছে জেনেও গ্রাহ্য করল না, সাবমেশিন গানের ট্রিগার টেনে ধরল। শত্রুর মাথাটা দম ফুরিয়ে যাওয়া লাটিমের মত ঘুরল, ৭.৬৫ বুলেটগুলো প্রায় জবাই করে ফেলেছে তাকে। ওদিকে আসাদও তার প্রতিদ্বন্দ্বীর খুলিটা উড়িয়ে দিয়েছে।

পুবদিকের দেয়ালের র‍্যাকে সারি সারি একে-ফোরটিসেভেন ও মেশিন গান দেখল রানা, প্রতিটি অস্ত্রের সঙ্গে বাঁকা চাঁদের মত ম্যাগাজিন।

করিডরে এখনও গোলাগুলির আওয়াজ হচ্ছে। বাইরে থেকে দালানটাকে লক্ষ্য করে গুলি করছে ইজরায়েলিরা, তারই জবাব দিচ্ছে বন্দি গেরিলা যোদ্ধারা।

'ওদেরকে জানাও গার্ডরুম আমাদের দখলে,' আসাদকে বলল রানা, গোলাগুলির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ওর কণ্ঠস্বর। 'ধর্মীয় নেতাদের বলো, যাঁরা অস্ত্র চালাতে জানেন তাঁরা পছন্দমত বেছে নিতে পারেন এখান থেকে...'

র‍্যাক থেকে ছোঁ দিয়ে একটা একে-ফোরটিসেভেন নামিয়েছে

আসাদ। 'আমাদের কেউ ট্যাংকে পৌঁছাতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে আমার,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। রানার দিকে একটা একে-ফোরটিসেভেন ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল করিডরে।

হাতের সাবমেশিন গানটা ফেলে দেওয়ার সময় রানা ভাবল, ইজরায়েলি উজির চেয়ে রাশান একে-ফোরটিসেভেন অনেক ভাল অস্ত্র। কামরার একমাত্র জানালাটা দক্ষিণ দেয়ালে সেটার একপাশে দাঁড়িয়ে সাবধানে উঁকি দিল ও। সিংহ টাওয়ারের উত্তর দিক থেকে গুলি করছে ইজরায়েলিরা, কিন্তু জানালা দিয়ে ভিতরে একটা বুলেটও ঢুকছে না। কেন?

কামরার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়েই কারণটা পেয়ে গেল রানা–গ্রেনেড! ও আর আসাদ এতক্ষণ বিরাট একটা টাইম বোমার উপর বসে ছিল ভাগ্যটা ওদের নেহাতই ভাল যে শত্রুদের খুন করতে গিয়ে নিজেরাই ছিন্নভিন্ন হয়ে কামরার চারদেয়ালে ফোয়ারার মত রক্ত ছিটায়নি

বাইরের মোসাদ এজেন্টরা জানালা দিয়ে গার্ড রুমের ভিতর গুলি করছে না, কারণ তারা নিজেদের মূল্যবান ইকুইপমেন্ট ধ্বংস করতে রাজি নয়।

মৌলানা, রাজনীতিক ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলারা কামরার ভিতর ঢুকে র‍্যাক থেকে টপাটপ একে-ফোরটিসেভেন তুলে নিচ্ছে।

'যে যত বেশি পার নাও, তাদেরকে বলল রানা। 'গুলিও নাও যত পার। কারণটা আমি পরে ব্যাখ্যা করব।'

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন একটা হাত রাখল রানার পিঠে। ঘুরল ও। ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বশির, হাতে একটা একে-ফোরটিসেভেন রাইফেল। 'আমিও রাইফেল চালাতে জানি, মাসুদ ভাই। আমার দিকে বিশেষ নজর রাখার দরকার নেই।'

'এই তো চাই,' প্রশংসার সুরে বলল রানা। 'তবে রাইফেলটা তুমি শুধু আত্মরক্ষার জন্যে ব্যবহার করবে। এ ছাড়া সঙ্গে একটা পিস্তলও রাখো তুমি। তোমার দিকে নজর রাখার দরকার আছে,

কারণ মোসাদ এজেন্টরা তোমাকে খুব সম্ভব বিশেষভাবে টার্গেট করবে।'

'বিশেষ...' মুখ শুকিয়ে গেল বশিরের।

'সিরিয়াকে খুব বড় শত্রু বলে মনে করে ইজরায়েলিরা,' বলল রানা। 'সিরিয়ার একজন মেজর জেনারেলের ছেলেকে আটকে রাখার জন্যে সাধ্যমত সবকিছু করবে তারা। যদি দেখা যায় তা পারছে না, তখন সরাসরি তোমাকে গুলি করবে।'

'জী, ঠিক বলেছেন আপনি, ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করল বশির।

তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে রানা বলল, 'আমাদের ওপর আস্থা রাখো, তোমাকে নিয়ে এখান থেকে ঠিকই বেরিয়ে যাব আমরা।'

'জী।'

'ধরে নিয়েছি মারা গেছি আমরা,' রানার পাশ থেকে হামাস সদস্য কামাল বিড়বিড় করল। 'ট্যাংকগুলো অন্তত দুশো গজ দূরে।'

মনে মনে তার সঙ্গে একমত রানা, তবে কামরা ছেড়ে করিডরে বেরোবার সময় কোনও মন্তব্য করল না। ওদের প্রত্যেকের সঙ্গে একাধিক একে-ফোরটিসেভেন ও সাবমেশিন গান রয়েছে।

করিডরে দাঁড়িয়ে আজিজি ও তানভির এখনও থেমে থেমে দু'এক পশলা গুলি করছে দালানের বাইরে। আসাদ ও খলিলি তাদের হাতে একটা করে একে-ফোরটিসেভেন ধরিয়ে দিল।

'দুজন করে যোদ্ধার সঙ্গে,' ওদেরকে বলল রানা, 'দুজন করে বেসামরিক লোক থাকবে। সাতটা দলে মোট আটাশজন। আমি থাকব বশির যে-দলে থাকবে। বাইরে বেরুবার পর এভাবে ভাগ হয়ে গুলি করলে আমাদের মিশন...'

ওকে বাধা দিল রাহমান। 'যেখানে জান বাঁচানোই দায়, সেখানে আপনি চাইছেন মিশন সফল করতে?' শুধু বিস্ময় নয়, রাহমানের কণ্ঠস্বরে খানিকটা বিদ্রূপের রেশও টের পাওয়া গেল।

'আমাদের মাত্র চোদ্দজনের যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা আছে,' চোখে-মুখে সংশয় নিয়ে বলল নওশের। 'আর ওরা কয়েকশো,

প্রত্যেকে সেনাবাহিনী থেকে মোসাদে ঢুকেছে!'

'কিন্তু ওদের মাত্র পঞ্চাশ কি ষাটজন গুলি করছে,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আমার প্ল্যানটা শোনো। দরজার দু'পাশ থেকে আমাদের চারজন করে মোট আটজন গুলি করবে টাওয়ার সহ আর যেখানে আছে ওরা, সেদিকে। আটজন গুলি শুরু করলেই পাঁচ ভাগে আমরা বিশজন বাইরে বেরিয়ে ছুটবে। আড়ালে পৌঁছে এই বিশজন কাভারিং ফায়ার দিলে দালান থেকে বেরিয়ে ছুটবে বাকি আটজন...'

'মন্দ নয়,' মোহসিন বলল, 'এসো, শুরু করা যাক। আজিজির পাশে একটা হাঁটু গাড়ল সে। তার আরেক পাশে পজিশন নিল মোস্তফা। দরজার ওপাশে থাকল খলিলি, নওশের ও তানভির। দুই দলের সঙ্গে যোগ দিল চারজন বেসামরিক লোক, তারা রাইফেল চালাতে জানে। কেউ হাঁটু গেড়ে, কেউ দাঁড়িয়ে পজিশন নিল।

দলের বাকি সবাই যে যার অস্ত্র কক করল, শুরু হলো মেঝেতে খালি শেল খসে পড়বার ঠন-ঠন আওয়াজ। ধোঁয়া ও বারুদের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল ওদের।

বড় করে শ্বাস টেনে লাফ দিয়ে চৌকাঠ পেরুল রানা, প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে হাতুড়ির বাড়ির মত পিঠে আঘাত করবে একটা বুলেট। যেমন নির্দেশ দিয়েছে, ওর পাশে রয়েছে বশির।

দশ

লক্ষ্যস্থির করবার সময় নেই, রানার পরপরই খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল একের পর এক আরও চারটে গ্রুপ। এঁকেবেঁকে

ছুটছে ওরা বিশজন। তবে ছোটার সময় সিংহ টাওয়ার ও দক্ষিণ-পুবদিক লক্ষ্য করে বিরতিহীন গুলি করছে ওরা, ইজরায়েলিদের গোলাগুলির জবাবে।

নেহায়েত ভাগ্যগুণে এখনও বেঁচে আছে ওরা, কারণ শত্রুদের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট প্রতি মুহূর্তে ওদের চারপাশ দিয়ে বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। রানা অনুভব করল একটা বুলেট ওর ট্রাউজার ছিঁড়ে দুই উরুর মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল। আরেকটা দাঁত বসাল ভাঁজ করা শার্টের ডান আস্তিনে। পরমুহূর্তে তৃতীয় বুলেট ডান পায়ের বুটের গোড়ালিতে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেল।

তবে ভাগ্য কাউকেই চিরকাল সাহায্য করে না। টাওয়ারের উত্তর প্রান্তের কোণে প্রায় পৌঁছে গেছে প্রথম দলটা, এই সময় ইমাম খলিলির আর্তনাদ শুনতে পেল ওরা। সে একা নয়, তার দলের দুজন ধর্মীয় নেতাও যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠলেন। তিনজনই এখন মাটিতে। জানা কথা মোসাদ এজেন্টরা এখন তাদেরকে বেয়নেট দিয়ে খোঁচাবে, তারপর ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করবে। কিংবা কে জানে, ক্রসবারে উল্টো করে ঝুলিয়ে ক্ষতের মুখে লবণ গুঁজে দেবে।

মাঝে-মধ্যে পড়ে থাকা ইজরায়েলিদের লাশ টপকাচ্ছে ওরা, আজিজি ও তানভিরের গুলি খেয়ে মারা গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সিংহ টাওয়ারের পুব দেয়ালটাকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা সতেরজন, গুলি করছে কয়েকটা জানালা ও ছুটন্ত ইজরায়েলিদের লক্ষ্য করে। ইতিমধ্যে বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে দৌড় শুরু করেছে বাকি আটজনও।

তারপর হঠাৎ সংখ্যাটা কমে চব্বিশ হয়ে গেল। একটা বুলেট ঝাঁকাল আজিজিকে, পাথুরে জমিনে ছিটকে পড়ল সে। থামবার সময় কিংবা সাহস কোনটাই নেই কারও, তুমুল গোলাগুলির মধ্যে পাশ কাটাচ্ছে ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণ-পুব কোণ।

ওখানে কিছু ইজরায়েলি ওত পেতে ছিল, ঝড়ের বেগে ছুটে

গিয়ে কজন গেরিলা স্রেফ কচুকাটা করল তাদের। বাকিরা ফায়ার করছে আর্মার সারির কাছাকাছি থাকা খুনিদের লক্ষ্য করে। ইজরায়েলিরা যা কিছু করছে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে, তারা কেউ ধারণাই করেনি এত দূর চলে আসতে পারবে সশস্ত্র বন্দিরা।

ঝুঁকে নিচু হলো রানা, হাতের একে-৪৭ ছেড়ে দিয়ে নিহত একজন মোসাদ এজেন্টের পাশ থেকে একটা মেশিন গান তুলে নিল। এটা নাইন-মিলিমিটার সুইস সাবমেশিন গান।

তীরের মত সোজা ছুটছে ও, মার্কিন ট্যাংক এম-ওয়ান অ্যাবরামস-এর কাছে পৌঁছাতে চায়। ওর মত আরব গেরিলারাও চারদিকে গুলি ছুঁড়ছে, ছুটছে আঁকাবাঁকা পথ তৈরি করে।

দেরিতে হলেও এক সময় ইজরায়েলিরা বুঝতে পারল ট্যাংকগুলোই ওদের গন্তব্য। ওদেরকে ঠেকাবার সাধ্যমত চেষ্টা করল তারা। এক লোক একটা ট্যাংকের ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টের হ্যাচ বন্ধ করতে যাচ্ছিল, রানার সাবমেশিন গান স্রেফ উড়িয়ে দিল তাকে।

আরেক ইজরায়েলিকে প্রায় দু'টুকরো করে ফেলল রানা। ট্যাংকের টারিট-এর উপর ছিল সে, কমান্ডারের হ্যাচ গলে ফাইটিং কমপার্টমেন্টে নামতে যাচ্ছিল। রানার সঙ্গী যোদ্ধারা ক্ষতবিক্ষত করছে বাকি ভেহিকেলগুলোকে, সেই সঙ্গে হাড়গোড় গুঁড়ো করছে মরিয়া হয়ে দ্বিতীয় ট্যাংক ও আর্মারড কারে ঢোকার চেষ্টারত ইজরায়েলিদের।

চারদিকে শিস বাজাচ্ছে রিকোশে, দ্বিতীয় ট্যাংকের সামনে পৌঁছাল রানা, আশ্রয় নিল ওটার ঢালু প্লেটের আড়ালে। কয়েক সেকেন্ড পর তীরবেগে ছুটে এসে ওর দু'পাশে পজিশন নিল বশির, তানভির ও আসাদ। দলের কয়েকজন মৌলানা ও রাজনৈতিক নেতাকে কাছাকাছি একটা বোল্ডারের আড়ালে বসিয়ে রেখে এসেছিল তারা, হাতছানি দিয়ে ডাকতে সবাই ছুটে এসে একজোট হলো।

'চিরকাল এরকম একটা ট্যাংক চালাবার স্বপ্ন দেখেছি আমি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আসাদ, ট্যাংকটার গরম ইস্পাতে হাত বুলাচ্ছে।

মোহসিন ও নওশের লাফ দিয়ে ওদের পাশে পড়েছে, এই সময় আসাদকে প্রশ্ন করল রানা, 'ঠিক জানো, চালাতে পারবে তুমি?'

'আমরা যারা সেনাবাহিনীতে ছিলাম তারা সবাই পারি,' জবাব দিল আসাদ।

'বাকিরা আসছে,' বলল মোহসিন।

বাকি বারোজন আরব যোদ্ধা প্রথম ট্যাংক লক্ষ্য করে ছুটছে। বাতাস চলাচল বজায় রাখার জন্য ওটার হ্যাচও খোলা। জাভেদ ও মোস্তফা দুঃসাহস দেখিয়ে কোনও কাভার না নিয়েই পিছনের ঢালু প্লেট ডেকে উঠে পড়ছে। এক পশলা গুলি খেয়ে শিরদাঁড়া গুঁড়ো হয়ে গেল জাভেদের। মুখ থুবড়ে ডান ডেকের বাড়তি অংশে পড়ল সে, একটা হাত ঝুলে থাকল এগজস্ট সাইলেন্সারের উপরে।

টারিটের পিছনে স্টোরেজ র‍্যাক আটকান আছে, সেটার উপরের রডে হাত দিয়েছে মোস্তফা, এই সময় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তার শরীর। কোনও শব্দ করল না সে। ইঞ্জিন কাভারের উপর ঢলে পড়ল শুধু। তারপর আর নড়ছে না।

সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যু দেখে দলের বাকি দশজন ঘুরে গেল, তারপর যে যেদিকে পারে ছুটে পালাতে শুরু করল। কিন্তু কোথায় পালাবে? চারদিক থেকে ছুটে আসছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট।

রানা আর ওর সঙ্গীরা তাকিয়ে আছে, থমথমে চেহারা, ব্যথায় টনটন করছে ওদের বুক। বেশিরভাগাই ওরা নিরস্ত্র ধর্মীয় নেতা, ইজরায়েলিরা পাখি শিকারের মত ফেলে দিচ্ছে তাদেরকে।

প্রকাণ্ড ট্যাংক নিজেরা অপারেট করতে পারবে না বুঝতে পেরে কামাল ও রাহমান ছয় চাকাওয়ালা আর্মারড কারের দিকে

ছুটল। ক্রল করে ড্রাইভার কমপার্টমেন্টের সাইড হ্যাচওয়ে দিয়ে ওটার ভিতরে ঢুকল তারা। ওদের সঙ্গে দলের মাত্র তিনজন বেসামরিক লোক ঢুকতে পারল।

'লেট'স মুভ,' তিক্তকণ্ঠে নির্দেশ দিল রানা। 'আসাদ, তুমি ড্রাইভ করো।'

ইতিমধ্যে নয়জন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাকে ট্যাংকের ভিতরে ঢোকানো হয়েছে, তাদের মধ্যে পাঁচজনই নিরস্ত্র।

'আমি কো-ড্রাইভার,' বলল নওশের। 'তা হলে ফ্রন্ট হাল মেশিন গানটাও চালাতে পারব।'

'প্রথম কাজ দ্বিতীয় ট্যাংকটা ধ্বংস করা,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'তারপর চোখের সামনে যা পড়বে সবগুলোয় শেল ছুঁড়ব।'

ড্রাইভার কমপার্টমেন্টের হ্যাচ গলে ট্যাংকটার ভিতর ঢুকল ওরা। প্রথমে ঢুকল রানা, তানভির ও মোহসিন। খানিক পর ক্রল করে হাজির হলো আসাদ ও নওশের।

টারিটের ফাইটিং কমপার্টমেন্টে দাঁড়িয়ে রানা ও তানভির কামানটা ভাল করে দেখল, তারপর চেক করল অ্যামিউনিশন স্টোরেজ বিন-এ রাখা শেলগুলো।

মোহসিনও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রথমে লোডারের হ্যাচ চেক করল সে, নিশ্চিত হয়ে নিল লক করা আছে ওটা। তারপর মই বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে লক করে দিল কমান্ডারের হ্যাচ।

ট্যাংকের ভিতরটা গরম, তার উপর আছে গোসল না করা শরীরের দুর্গন্ধ, তবু নিঃশব্দে হাসল রানা, দারুণ একটা ফাইটিং মেশিন নিজেদের দখলে পেয়ে খুশি।

গানারের চেয়ারে বসছে ও, শক্তিশালী ইঞ্জিনের প্রবল গর্জনে ট্যাংকটা কেঁপে উঠল। এক মুহূর্ত পর অনুভব করল, গিয়ার বদলে ট্যাংক ছেড়ে দিয়েছে আসাদ, ওটার ট্র্যাক লিঙ্ক ধাতব কোলাহল তুলছে, ঝন-ঝন করছে রোলার ও স্প্রকিট হুইল।

রানার চেয়ারের চারপাশের ছোট্ট জায়গায় আলুর বস্তার মত

গাদাগাদি হয়ে বসে আছে নেতারা। তাদের নির্লিপ্ত হাবভাব অবাকই করল ওকে।

রানার ডান দিকে চাপ দিয়ে ক্যাম-লিভার নামাল তানভির, তারপর টান দিয়ে ব্রিচ খুলে প্রকাণ্ড কামানের চেম্বারে ঢোকাল আর্মার-ভেদী ১৪০ এমএম শেল। এরপর ব্রিচ বন্ধ করে ক্যাম-লিভার লক করে দিল সে। বিদ্যুতের সাহায্যে কামানটা এখন গোলা নিক্ষেপ করবার জন্য তৈরি। রানাকে এখন শুধু চাপ দিতে হবে বোতামে।

গানার পেরিস্কোপে চোখ রাখতে যাবে রানা, এই সময় কন্ট্রোল প্যানেলে মিটমিট করে উঠল একটা লাল আলো। সুইচ টিপে ইন্টারকম অন করল ও, সঙ্গে সঙ্গে খুদে স্পিকার থেকে ভেসে আসা আসাদের গলা শুনতে পেল। 'গানার কে?'

'আমি, রানা।'

'দ্বিতীয় ট্যাংকের কাছ থেকে নব্বুই ফুটের মত দূরে সরে যাচ্ছি আমি। তারপর তুমি ওটাকে উড়িয়ে দিতে পারবে। কীভাবে ওড়াতে হয় জানো তো?'

'জানি,' বলল রানা। বাম দিকে, বেশ অনেকটা দূরে, বিরাট একটা বিস্ফোরণ ঘটল, কম করেও দশ-বারোটা গ্রেনেডের প্রচণ্ডতা নিয়ে।

কমান্ডারের পেরিস্কোপ ঘুরিয়ে খিকখিক করে হেসে উঠল মোহসিন, তারপর ব্যাখ্যা করল কী ঘটেছে। 'কামাল ও রাহমান। আর্মারড কার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এই মাত্র একটা শেল ছুঁড়ল টাওয়ারে।' তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। আমাদের দেরি করা ঠিক হচ্ছে না। ইজরায়েলিরা দ্বিতীয় ট্যাংকটায় উঠে পড়ছে।'

এই রেঞ্জে, জানে রানা, লক্ষ্যস্থির করবার জন্য খুব বেশি সময় দেওয়ার দরকার নেই। গানারের পেরিস্কোপ দিয়ে তাকাল ও, রেঞ্জ ফাইন্ডারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একযোগে কাজ করে যন্ত্রটা। একটা হাত হুইলে রাখল—ওই হুইল কামানটাকে উঁচু

করবে–পা রয়েছে টারিট-টার্ন পেডালে। ব্যারেল নিচু করছে, সেই সঙ্গে টারিটও ঘোরাচ্ছে, যতক্ষণ স্কোপের রেটিকল প্যাটার্নটা ওর পছন্দ মত জায়গায় না পৌঁছাল, আর সাইটের "V" মার্কের মাঝখানে না এল।

দ্বিতীয় ট্যাংকের ড্রাইভার সবেমাত্র স্টার্ট দিচ্ছে ইঞ্জিন, এই সময় ফায়ারিং বাটনে চাপ দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল কামান।

রানার শেল টারিটের নীচের দিকে লাগল, বিস্ফোরিত হলো আর্মার ভেদ করে ভিতরে ঢোকার পর। শত্রু ট্যাংকের চারদিক থেকে আগুনের চওড়া শিখা লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসছে, বিকট আওয়াজের সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো অ্যামো বিন। ১৪০ এমএম কামান ও টারিটের অংশবিশেষ ত্রিশ ফুট শূন্যে উঠে গেল, বাকি ট্যাংক পরিণত হলো লাল-হলুদ প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে।

ওদের ট্যাংকের উপরে আকাশ থেকে খসে পড়ল ছিন্নভিন্ন ধাতব আবর্জনা, তবে তাতে কোনও ক্ষতি হলো না কারও। ব্যারেল ও ম্যানলেটটা মাটিতে পড়ে ভোঁতা আওয়াজ করল। ট্যাংকটার ভিতর যে-সব ইজরায়েলি ছিল, তাদের কোনও নমুনা কোথাও দেখতে পেল না রানা।

রানার স্কোপ ঘুরিয়ে নিল ও, দেখল রাহমান ও কামাল আর্মার কারের ৫০ এমএম কামান দিয়ে জেনারেল আইয়াহু ওয়াহাবার এমআইজে ঘাঁটিটাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। বিস্ফোরণে তৈরি বড় বড় চারটে গর্ত দেখা গেল সিংহ টাওয়ারে। মোসাদের ছেলে ও মেয়ে এজেন্টরা অন্ধের মত ছুটোছুটি করছে আতঙ্কে।

টাওয়ারের পশ্চিম দিকে কামাল ও রাহমানের শেল ফুয়েল ডিপো উড়িয়ে দিয়েছে। তেলতেলে কালো ধোঁয়ায় মোড়া আগুনের শিখা শেষ বিকেলের আকাশে একশো ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে, সম্ভাব্য দৃষ্টিনন্দন সূর্যাস্তের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে।

তবে কামাল ও রাহমান তিন সঙ্গীসহ বিপদের মুখে পড়ে গেল। ইজরায়েলিরা বাকি আর্মার কার নিয়ে থামাবার চেষ্টা করছে ওদেরকে। এমনকী কয়েকটা পার্সোনেল ক্যারিয়ারও ব্যবহার করছে তারা। এই সময় অকস্মাৎ ওদের ট্যাংকের এক পাশে প্রচণ্ড সংঘর্ষের আওয়াজ হলো, রানার অনুভূতি হলো ইস্পাতের তৈরি একটা ড্রামের ভিতর রয়েছে ও, আর স্লেজ হ্যামার দিয়ে তাতে কেউ বাড়ি মেরেছে।

নিরস্ত্র মৌলানারা দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করলেন।

কামান থেকে খালি শেলের কেসিং বের করে তাজা শেল ঢোকাল তানভির, ব্রিচ ঠেলে দিয়ে লক করল ক্যাম-লিভার। 'কোনও এক গর্দভ আর্মারড কার থেকে পঞ্চাশ মিলিমিটার শেল ছুঁড়েছে। শালার জানা উচিত ছিল ওই শেল আমাদের গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে পারবে না। অ্যাবরামস ট্যাংকের প্যানিয়ার প্লেট দুশোর মিলিমিটারেরও বেশি পুরু। টারিট ও গ্লাসিস প্লেট আর্মার প্রায় আড়াইশো মিমি। এই ট্যাংককে থামাতে হলে কমপক্ষে একশো চল্লিশ মিমি শেল দরকার।'

রানা অনুভব করল প্রকাণ্ড ট্যাংকটা উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘুরে যাচ্ছে। ও কিছু বলতে যাবে, তার আগেই ইন্টারকমে ভেসে এল আসাদের কণ্ঠস্বর। 'মাসুদ ভাই, তৈরি থাকো। আমি সামনে এগোচ্ছি, দেখো ওদের আর্মারড কার ও ক্যারিয়ারগুলোর কোনও ব্যবস্থা করতে পার কিনা।'

'সেটাই তো চাইছি আমি,' বিড়বিড় করল রানা। স্কোপে চোখ রাখল, শুনতে পেল বোগি হুইল ঘুরছে, ট্র্যাক ঝনঝন করছে। একটা আর্মারড কারকে "V"-তে ধরে ফায়ারিং বাটনে চাপ দিল ও। সগর্জনে ছুটল গোলা। পরমুহূর্তে আট চাকার দৈত্যাকার আর্মারড কার জ্বলন্ত ধাতুর তৈরি একটা বল হয়ে উঠল, প্রকাণ্ড ফুটবলের মত ড্রপ খাচ্ছে।

রানার ডান দিকে জোরাল একটা শব্দ হলো। হ্যাঁচকা টান

দিয়ে উত্তপ্ত ব্রিচ খুলেছে তানভির, ব্যবহার করা শেলের কেসিং পড়েছে মেঝেতে। আবার একটা শব্দ হলো নতুন শেল ভরে ব্রিচ লক করার সময়। রানাকে তার না জানালেও চলে চেম্বারে শেল আছে কি নেই। ক্যাম-লিভার লক করা ছাড়া কামান ফায়ার করবে না।

রানার হাত অ্যাজিমাথ হুইল ও ট্র্যাভার্স কন্ট্রোল অপারেট করছে, চোখ সেঁটে আছে পেরিস্কোপের আইপিসে—ওটা রেঞ্জিং স্কোপ সাইট হিসাবেও কাজ করছে। আপাতত টারিট ঘোরাবার দরকার নেই ওর, কারণ কামানটা ডাইনে-বামে আঠারো ইঞ্চি পর্যন্ত নড়াচড়া করতে পারে, টারিটের সাহায্য ছাড়াই।

এরপর একটা পারসোনেল ক্যারিয়ার ধ্বংস করল রানা। ১৪০ এমএম তোপ হুংকার ছাড়ল, সংঘর্ষের শব্দ শোনা গেল, পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো ক্যারিয়ারটা। ভাঙা, ছেঁড়া মেটালের বিরাট সব টুকরো আর জ্বলন্ত মানুষের শরীর উড়ে গেল উপর দিকে, খসে পড়ল বড় একটা জায়গা জুড়ে, বেশিরভাগই দ্বিতীয় ট্যাংকের গায়ে।

স্কোপে চোখ, রানা দেখল দুটো ক্যারিয়ার ও তিনটে আর্মারড কার অবশেষে তিন সঙ্গীসহ কামাল ও রাহমানকে ঘিরে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি একটা আর্মারড কারে লক্ষ্যস্থির করল ও, ফায়ারিং বাটনে চাপও দিল, তবে কামাল ও রাহমানের দিকে তাক করা শত্রুদের তিনটে আর্মারড কারের কামানও একই সঙ্গে গর্জে উঠল।

তিনটে শেল দুই গেরিলার ভেহিকেলের পাশে আঘাত করল পরস্পরের সঙ্গে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে। এবার, প্রায় একই সঙ্গে তিনটে শেল লাগায়, কামাল ও রাহমানের চাকা লাগানো দুর্গের পতন ঘটল। বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো ভেহিকেলটা; ইস্পাতের প্লেট, ইঞ্জিন ও রাবার টায়ার চারদিকে উড়ে যাচ্ছে। চার-পাঁচটা শরীর শূন্যে ডিগবাজি খেতে দেখল রানা, ভাঙা

পুতুলের মত নীচে খসে পড়ল রাশি রাশি জ্বলন্ত আবর্জনার মাঝখানে।

কমান্ডারের চেয়ার থেকে মোহসিন চিৎকার করছে, 'মাসুদ ভাই, একটা আর্মারড কার একতলা দালানটার দিকে যাচ্ছে, আমরা যেটায় বন্দি ছিলাম। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ?'

না, তা রানা দেখতে পাচ্ছে না; ১৪০ এমএম কামান ঘোরাবার সময় দুটো পার্সোনেল ক্যারিয়ার চোখে পড়ল—কামাল ও রাহমানকে খুন করতে সাহায্য করেছে। দ্রুত এলিভেশন হুইল ঘোরাল ও, অপেক্ষা করল রেটিকল প্যাটার্নের জন্য, তারপর সেটা পাওয়া মাত্র চেপে ধরল ফায়ারিং বাটন। ব্যারেল থেকে বেরিয়ে সরল রেখা ধরেছে শেল। একটা ক্যারিয়ারের ঠিক মাঝখানে লাগল সেটা।

এক মুহূর্ত পর প্রকাণ্ড বিস্ফোরণ। আগুন, মানুষের শরীর, আর্মারের ছিন্নভিন্ন টুকরো যেন প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে কে কার চেয়ে আগে কত উঁচুতে উঠতে পারে। ক্যারিয়ারের পিছনটা নিশ্চয়ই লোকে একেবারে ভর্তি ছিল, কারণ দেখা গেল আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এল ত্রিশ-চল্লিশটা শরীর, তাদের শতছিন্ন কাপড়চোপড়ও জ্বলছে।

রানা মাজল ঘোরাবার আগেই অপর ক্যারিয়ারটা দ্রুত পুবদিকে পালিয়ে গেল। নতুন টার্গেটের খোঁজে টারিট ঘোরাতে যাবে ও, এই সময় হঠাৎ ওদের ট্যাংক সামান্য উঁচু হলো, স্প্রিঙের উপর উঁচু-নিচু হচ্ছে বোগি হুইল। কিছু একটার উপর দিয়ে যাচ্ছে ওরা। বড়সড় কিছুই হবে সেটা। এরপর নীচের দিকে ঝুঁকল ট্যাংক, ঝাঁকি খেয়ে একটা কিছুর উপর থেকে নামল।

ইন্টারকমের মাউথপিসে কথা বলল রানা, ইঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল ওর কণ্ঠস্বর। 'আসাদ, করছটা কী তুমি? কীসের ওপর দিয়ে যাচ্ছ দেখবে না?'

'দেখছি তো, সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, মাসুদ ভাই,'

জবাব দিল আসাদ। 'ওদের ক্যাম্প মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি। যেখানে যত তাঁবু আর ছোট ছোট কুঁড়ে আছে, সব আমি ভেঙে ফেলব। শেল না ছুঁড়ে ট্যাংক তুলে দিলে সহজে কাজটা করা যাবে, সময়ও লাগবে কম।'

আপন মনে হাসল রানা। 'ঠিক আছে। আমি তা হলে ক্যারিয়ার ও আর্মারড কারগুলোর ব্যবস্থা করি। তবে শোনো, বড় তাঁবুটার কী হবে?'

'ওটাই তো ওয়াহাবার হেডকোয়ার্টার,' বলল আসাদ। 'হাতের কাজটা সেরে ধরব ওটাকে।'

'না, ধরবে না,' নিষেধ করল রানা। 'ওটাকে তুমি আমার জন্যে রেখে দাও।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই, তুমি যা বলো।'

সারি সারি ছোট আকারের তাঁবুগুলোর উপরে ট্যাংক তুলে দিচ্ছে আসাদ। এক্সট্রা-ওয়াইড ট্র্যাকগুলো, পঁচানব্বুই টন ভার নিয়ে, দৈত্যাকার পেষণযন্ত্র হয়ে উঠল; কপাল পুড়েছে এমন নারী বা পুরুষ লিঙ্ক-এর নীচে আসা মাত্র চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে।

উত্তর-পশ্চিমে মাজল ও টেলিস্কোপ ঘোরাল রানা। লাফ দিয়ে সামনে চলে এল দুটো আর্মারড কার। পাথুরে দালানটার দক্ষিণ-পুব কোণের কাছাকাছি পার্ক করা রয়েছে। ওই দালানটাতেই বন্দি করা হয়েছিল ওদেরকে। নিশ্চিত নয় রানা, তবে সন্দেহ করল কয়েকজন লোক দালানটা থেকে একটা রিকয়েললেস আরসিএল বাজুকা নিয়ে যাচ্ছে একটা আর্মারড দিকে। আর্মার হয়তো ভেদ করতে পারবে না, তবে আধুনিক একটা বাজুকা অবশ্যই অচল করে দেবে ওদেরকে, অন্তত রোড হুইল ও ট্র্যাকস তো ধ্বংস করবেই।

ইজরায়েলিদের দেখতে পেয়ে নার্ভাস হয়ে পড়ল তানভির। 'সর্বনাশ, বাজুকাটাকে দেখে ৩.৭ ইঞ্চি বলে মনে হচ্ছে! ওদের এপি শেল থাকলে আমাদের কপালে খারাবি আছে।'

মুখ বেয়ে ঘামের ধারা গড়াচ্ছে, স্কোপের বাঁয়ে বসানো গ্রাজুয়েশন স্কেল চেক করল রানা, তারপর ক্যালিব্রেশান নব অ্যাডজাস্ট করল। স্টোন বিল্ডিং ও আর্মারড কারগুলো থেকে নয়শো ফুট দূরে রয়েছে ওরা। একটা ট্যাংকের জন্য এই দূরত্ব সামান্যই। R-প্যাটার্ন চলে এল। দ্বিতীয় আর্মারড কারের একদিকের মাঝখানে স্থির হলো "V"। ফায়ারিং বাটনে চাপ দিল রানা, শুনতে পেল ১৪০ এমএম কামান গর্জে উঠল। দেখল আর্মারড কারটা আগুন ও ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে।

যে লোকগুলো বাজুকা বহন করছিল তারা পড়ে গেছে মাটিতে, শরীরগুলো কমলা ও লাল শিখায় ঢাকা।

খালি কেসিং টেনে বের করল মোহসিন, কোনও বিরতি না নিয়ে তাজা আরেকটা শেল ভিতরে ভরে বন্ধ করল ব্রিচ। তারপর শোনা গেল লিভার লক হওয়ার পরিচিত সেই পিছলানোর আওয়াজ। রানা অবশ্য প্রায় খেয়ালই করেনি, কারণ এই মুহূর্তে কামানটাকে বামদিকে ঘোরাতে ব্যস্ত রয়েছে ও।

ফায়ারিং বাটনে চাপ দিল রানা। দালানটার উত্তর-পশ্চিম দিক এমন প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো, মনে হলো গোটা মালভূমি কাঁপছে, শক ওয়েভের ধাক্কায় শেষ আর্মারড কারটা উল্টে গেল।

কিন্তু জেনারেল ওয়াহাবা কোথায়? আর তায়ফা সালোনা? এদের সঙ্গে রানার একটা হিসাব বাকি আছে না? সালোনার ভাই আব্রা কোয়াফ আর বাকি মোসাদ এজেন্টরা? এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো মারা গেছে, বাকি আর সবাই?

রানার মন বলছে, বেঁচে আছে তারা। আছেও ওর কাছ থেকে বেশি দূরে নয়।

সিংহ টাওয়ারে? সালোনা ওকে জানিয়েছিল, টাওয়ারের নীচের অংশ অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়। সে কি মিথ্যে কথা বলেছিল? একটু পরেই জানা যাবে।

প্রথমে রানা স্টোন বিল্ডিংটাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজটা শেষ

করল। ১৪০ এমএম শেল আঘাত করল ওটাকে, আংশিক ভিত ছাড়া আর কিছু থাকল না ওটার।

'রানা, আপনি হেডকোয়ার্টারের ওদিকে যেতে চান?' খুদে স্পিকার থেকে আসাদের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, শুনতে পাচ্ছে ড্রাইভারের পাশ থেকে নওশেরের মেশিন গান একটানা গর্জন করছে। 'হ্যাঁ,' জবাব দিল রানা। 'তবে টাওয়ারটায় আগে চার কি পাঁচটা শেল ছুঁড়ে নিই।'

'টাওয়ারে শেল ছোঁড়ার দরকার কী? ওটা বাতিল জিনিস, প্রাচীন আবর্জনার স্তূপ।'

'সালোনা আমাকে বলেছে ওখানে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ আছে।'

'ডাইনিটা মিথ্যে কথা বলেছে,' বলল আসাদ। 'টাওয়ারে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছুই নেই।'

'দেখা যাক।' কথা আর না বাড়িয়ে টাওয়ারের পুব দেয়াল লক্ষ্য করে চারটে শেল লব করল রানা। প্রায় পুরো দেয়ালটাই বিধ্বস্ত হলো। তবে বিরতিহীন বা বিরাট কোনও বিস্ফোরণ ঘটল না, অর্থাৎ টাওয়ারের নীচের তলায় অস্ত্র ভর্তি বাক্স ও গোলাবারুদ, বিশেষ করে গ্রেনেড, নেই।

'চলো, হেডকোয়ার্টার তাঁবুর দিকে এগোই,' আসাদকে বলল রানা। 'এমনভাবে পার্ক করবে, আমি যাতে টপসাইড গান দিয়ে হামলা করতে পারি।'

'জী,' বলল আসাদ।

বিশাল কালো তাঁবুটার দিকে সগর্জনে ছুটল ট্যাংক, গোটা ঘাঁটিতে একমাত্র ওই একটাই দাঁড়িয়ে আছে। গানারের চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, ইঙ্গিতে ওখানে বসতে বলল মোহসিনকে।

'রানা, এটা রাখুন,' বলে রানার দিকে একটা নাইনমিলিমিটার

হেকলার অ্যান্ড কোচ পিস্তল বাড়িয়ে ধরল তানভির, এক ইজরায়েলী লাশের পাশ থেকে পেয়েছে সে। 'ফুল লোড করা।'

'ধন্যবাদ।'

পিস্তলটা নিয়ে বেল্টে গুঁজে রাখল রানা। মইয়ের ধাপ বেয়ে উঠল ও। লিভার টেনে হ্যাচ খুলল কমান্ডার সাইডের গম্বুজের, টারিটের ডানদিকে। সঙ্গে সঙ্গে কাপড়, ছাগলের চামড়া ও মানুষের মাংস পোড়ার গন্ধ ঢুকল নাকে।

সাবধানে, একটু একটু করে উঁচু করল মাথাটা; হ্যাচ রিমের কিনারা দিয়ে তাকাল চারদিকে। আতঙ্কিত নারী-পুরুষকে এখনও দিক্-বিদিক্ ছুটতে দেখা যাচ্ছে।

হেডকোয়ার্টার তাঁবুর দিকে ছুটে চলেছে ওদের ট্যাংক। রানা অবশ্য আশা করছে না ওখানে কেউ ওর অপেক্ষায় বসে আছে।

প্ল্যাটফর্মের আরও খানিক উপরে উঠল রানা, মেশিনগানটা আরও কাছে টেনে নিয়ে ফায়ার ওপেন করল।

ব্রাশ ফায়ারের আওয়াজ ছাড়াও মাঝে মধ্যে অন্য একটা শব্দ পাচ্ছে রানা: রিকোশের চিল-চিৎকার, ওর কাছাকাছি টারিটে বুলেট লাগলেই। ওকে টার্গেট করা হচ্ছে, তারই প্রমাণ।

হঠাৎ করে দুজন মোসাদ এজেন্ট–তাদের একটা আবার মেয়ে–ট্যাংকের ত্রিশ ফুট ডানে উদয় হলো, কিন্তু এমন একটা কোণ থেকে, যেদিকে ওদের কোনও মেশিনগানের গুলি তাদের কাছে পৌঁছাবে না।

লোকটা গ্রেনেড ছুঁড়তে যাচ্ছে দেখে ঝট করে মাথাটা নামিয়ে নিল রানা। একে-ফোরটিসেভেন থেকে এক পশলা গুলি করল মেয়েটা।

একটু দূরে, ডান প্যানিয়ার প্লেটে পড়ে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেডটা। শ্রাপনেলের টুকরো বৃষ্টির মত ঝরল, কিছু খোঁচা মারল রানার মুখে। এটাকে আহত হওয়া বলে না। বেল্ট থেকে এইচ অ্যান্ড কে টেনে নিল ও, সেফটি ক্যাচ অফ করে ডানদিকের হ্যাচ

রিমে হেলান দিল।

গ্রেনেড ছোঁড়ার পরপরই মাটিতে শুয়ে পড়েছিল লোকটা, দেখাদেখি তার সঙ্গিনীও। এই মুহূর্তে টলমলে ভঙ্গিতে সিধে হচ্ছে আবার, পিস্তলের সহজ টার্গেট। অলঙ্কারের মত বুকে তিনটে গর্ত নিয়ে প্রতিবাদের সুরে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, তারপর আছাড় খেল পিছন দিকে। মেয়েটির চোখে-মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠছে, তা সত্ত্বেও সাহস হারায়নি, রানার দিকে সাবমেশিন গানটা তুলছে। একটা বুলেট তার বুকের মাঝখানে, আরেকটা গলায় ঢুকল, পড়ে গেল সঙ্গীর পাশে ট্যাংক ঘুরিয়ে নিল আসাদ, কয়েক মিনিটের মধ্যে হেডকোয়ার্টার তাঁবুর সামনে চলে এল ওরা, মাত্র পঁচিশ ফুট দূরে। ডান দিকের পোলগুলো ভেঙে যাওয়ায় ছাগলের চামড়া মাটিতে লুটাচ্ছে। তাঁবুর বাকি অংশ অক্ষত, অন্তত রানা যতদূর দেখতে পাচ্ছে, কোথাও কোনও বুলেটের গর্ত নেই।

মেশিনগানের সাইড হ্যান্ডেল ধরে ট্রিগার টানল রানা। কিছুই ঘটল না। হয় অ্যামিউনিশন শেষ হয়ে গেছে, নয়তো কোথাও জ্যাম হয়ে গেছে যন্ত্রটা। এক মুহূর্ত চিন্তা করল ও। তাঁবু থেকে একটাও গুলি ছোঁড়া হয়নি। তারমানে ভিতরটা কি খালি?

আরও উপরে উঠে হ্যাচ থেকে পুরোপুরি বেরুতে যাচ্ছে রানা, টারিটের পিছন দিয়ে পিছলে নীচে নামবে, এই সময় বাম পায়ে একটা টান অনুভব করল। নীচে তাকাল ও, দেখল মুখ তুলে ওকে দেখছে মোহসিন।

'এক মিনিট, মাসুদ ভাই,' বলল সে। 'আমিও যাচ্ছি। কাজটা তোমার একা করতে যাবার কোনও মানে হয় না।'

সাহায্যের প্রস্তাব পেয়ে খুশি রানা। ক্রল করে হ্যাচ থেকে বেরিয়ে এল ও, পিছু নিয়ে মোহসিনও, তার হাতে একটা মাউজার "রেড নাইন" মেশিন পিস্তল।

টারিটের পিছন থেকে পিছলে নেমে এল ওরা, উত্তপ্ত ট্রান্সমিশন ও ইঞ্জিন কাভার-এর উপর দিয়ে ক্রল করে ঝুপ করে

খসে পড়ল মাটিতে।

'আমার ধারণা খালি জায়গায় হামলা চালাতে যাচ্ছি আমরা,' বলল মোহসিন। 'ওই তাঁবুতে কেউ নেই। জেনারেল ওয়াহাবা এত পাগল নয় যে ওখানে আমাদের জন্যে বসে থাকবে। লোকটা সাইকো, তবে গর্দভ নয়।'

'এখনই জানা যাবে। তুমি রেডি?'

মাথা ঝাঁকাল মোহসিন।

'তা হলে এসো, শুরু করি।'

এগারো

চওড়া প্রবেশ পথের কিনারা দিয়ে তাঁবুর ভিতর ঢুকল ওরা, পরক্ষণে লাফ দিয়ে বড় একটা বাক্সের পিছনে আড়াল নিল। চোখ দুটোকে সইয়ে নেয়ার জন্য কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে হলো। বাইরে সূর্য অস্ত গেলেও, দিনের আলো এখনও ফুরিয়ে যায়নি; ভিতরটা প্রায় অন্ধকার।

যখন বুঝল বোকার মত ফাঁদে পা দিয়েছে, তখন আর নিরাপদে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তিনদিক থেকে এল ওরা, সব মিলিয়ে নয়জন। রানা শুধু আন্দাজ করতে পারল ট্যাংকের আওয়াজ শুনে কম্বলের তলায় লুকিয়ে ছিল লোকগুলো, অপেক্ষা করছিল কখন ওরা ভিতরে ঢুকবে। প্ল্যানটা নিশ্চয়ই জেনারেল ওয়াহাবার, সে ধরে নিয়েছে তার খোঁজে তাঁবুর ভিতর একবার হলেও আসবে রানা। ঘটেছেও ঠিক তাই।

রাইফেলের সিলেক্টর অটো-য় দিয়ে ফায়ার করল রানা,

ব্যারেলটা একদিক থেকে আরেকদিকে ঘোরাল। অস্ত্র উঁচিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছিল মোসাদ এজেন্টরা, আত্মসমর্পণ করতে বলবে, গুলি খেয়ে চার-পাঁচজন লুটিয়ে পড়ল। আরও দুজন ধরাশায়ী হলো মোহসিনের রেড নাইনের গুলি খেয়ে।

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল মোহসিনকে, খুব সম্ভব রানা মনে করে, ধরতে আসছে তিন ইজরায়েলি, দুজন দু'পাশ আর একজন সামনে থেকে। একজনের উরুসন্ধিতে লাথি মারল সে। দ্বিতীয় লোকটার গলায় হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারল। তারপর ঝপ্ করে বসে পড়ল, ফলে তৃতীয় লোকটার পিস্তলের বাঁট তার মাথায় লাগল না। এই লোকটার শিরদাঁড়ায় একটা লাথি মারল রানা। ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল সে। তার উপর ডাইভ দিয়ে পড়ল মোহসিন।

প্রবেশ পথে হাজির হলো তানভির, হাতে মেশিন পিস্তল। 'ভাবলাম তোমাদের হয়তো সাহায্য দরকার হবে।' চারদিকে পড়ে থাকা লাশগুলোর উপর চোখ বুলাল সে। 'কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাহায্য ছাড়াই বিপদ কাটিয়ে উঠেছ।'

'ওয়াহাবা আমাদের জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছিল,' বলল মোহসিন, অজ্ঞান লোকটাকে ছেড়ে সিধে হচ্ছে। 'কিন্তু শালা গেছে কোথায়? এখানে তো নেই!'

একপাশে সরে এল রানা, টেবিল ও বাক্সগুলোর মাথায় চোখ বুলাচ্ছে।

'কী খুঁজছ তুমি, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল তানভির।

'আমার এক বন্ধুকে!'

দুই আরব গেরিলা দৃষ্টি বিনিময় করল। 'নিশ্চয়ই তারা ইজরায়েলি নয়!' বিস্মিত হয়ে বলল তানভির।

লোহার একটা চেস্ট উল্টে পড়েছে, দেখতে পেয়ে দ্রুত সেদিকে এগোল রানা। হাঁটু গাড়ল, খুলল সেটা, দেখল ভিতরে কার্দিশের ওয়ালথার আর ওর ছুরিটা ছাড়াও দুটো ফোল্ডার

রয়েছে। ভুরু কোঁচকাল রানা, মনে পড়ল বস্ বলে দিয়েছেন ইজরায়েলি এমআইজের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। দ্রুত হাতে একটা ফোল্ডার খুলল ও। কাগজ-পত্রে চোখ বুলাচ্ছে।

হঠাৎ শিস দিল রানা। জেনারেল ওয়াহাবাকে লিখিত কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মোসাদ হেডকোয়ার্টার তেল আবিব থেকে, সেগুলো পড়লে যে-কেউ বুঝবে পারবে এমআইজের নামে মোসাদই ইউরোপ ও আমেরিকায় রোমহর্ষক স্যাবটাজগুলো চালিয়ে আসছে।

সব দেখার সময় নেই, দুটো ফোল্ডারই গোল করে পাকিয়ে ট্রাউজারের পকেটে ভরে নিল রানা।

ওয়ালথারটা পেয়ে খুশি হলো রানা, হোলস্টারে ফিরে গেল ওটা, ছুরিটা গেল ডান বগলের নীচে, ডান বাহুর ভিতর দিকে।

হাসল তানভির। 'বন্ধুই বটে!'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসছে রানা, বলল, 'চলো ট্যাংকে ফিরে যাই। কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, জেনারেল ওয়াহাবা ও তার লেফটেন্যান্টরা এমন জায়গায় লুকিয়েছে যেখানে সার্চ করার কথা ভুলেও আমরা ভাবব না।'

'কোথায় সেটা?' জানতে চাইল তানভির।

'বিধ্বস্ত টাওয়ার।'

তাঁবু থেকে ওরা তিনজন বেরিয়ে এসে দেখল মাথার উপরের হ্যাচ খুলে সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছে নওশের, পাশে বশিরও রয়েছে। সরাসরি ওদের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। 'মোহসিন আর তোমাকে ওরা যদি খুন করত, ট্যাংক চালিয়ে মাটির সঙ্গে আমরা মিশিয়ে দিতাম তাঁবুটা,' রানার চোখে চোখ রেখে বলল নওশের। 'অর্ডার করো, মাসুদ ভাই, এখন আমরা কী করব?'

'টাওয়ার,' বলল রানা। 'আমার ধারণা, রোমানদের ওই ভাঙা

দালানের ভেতরই কোথাও আছে ওয়াহাবা। গা ঢাকা দেয়ার মত আর কোনও জায়গা নেই তার, তবে লাশ হয়ে পড়ে থাকলে আলাদা কথা।'

তানভির ও মোহসিনকে নিয়ে পিছনের গ্ল্যাসিস প্লেট ডেকে উঠল রানা, তারপর কমান্ডারের গম্বুজ আকৃতির হ্যাচ গলে ঢুকল ট্যাংকের ভিতর।

ট্যাংকটা ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে সিংহ টাওয়ারের দিকে ছুটল।

ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল পেরিস্কোপের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের সমান স্তূপ হয়ে থাকা পাথরগুলোর দিকে তাকাল রানা, সন্ধ্যার ছায়ায় কাঠামোটা ভীতিকর লাগছে।

এরপর যা ঘটল, রানা আশা করেনি। ওদের কেউই আশা করেনি।

ধ্বংসাবশেষের উত্তর প্রান্ত থেকে একটা বিটিআর-৪০ পারসোনেল ক্যারিয়ার ফুল থ্রটলে যেন লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল, ইঞ্জিন ফুঁসছে। রানা আন্দাজ করল ঘণ্টায় চল্লিশ মাইলের কম হবে না গতি। ঠিক ওটার পিছু নিয়ে এলো এল-৫৯ আর্মারড কার, ফরওয়ার্ড টারিট আর ৫০ এমএম কামান ওদের দিকে ঘোরাচ্ছে গানার।

আইয়াহু ওয়াহাবা!

'মাসুদ ভাই! দেখেছ ওদেরকে?' মোহসিন চেঁচিয়ে উঠল, দৃশ্যটা কমান্ডারের স্কোপ দিয়ে দেখছে সে। 'উড়িয়ে দিন ক্যারিয়ারটা! উড়িয়ে দিন!'

১৪০ এমএম কামান নিচু করল রানা। হুইলে আঙুলগুলো পিচ্ছিল হয়ে আছে। ডান পেডালে চাপ দিল। সামান্য ঘুরিয়ে নিল টারিট। এই সময় ট্যাংকের সামনে জোরাল একটা সংঘর্ষের আওয়াজ হলো। আর্মারড কার ওদেরকে লক্ষ্য করে একটা ৫০ এমএম শেল ছুঁড়েছে। শত্রুপক্ষের গানার জানে ট্যাংকের পুরু আর্মার প্লেটের কারণে জখম করা সম্ভব নয়, গোলা ছুঁড়ে ওদেরকে

শুধু দেরি করিয়ে দিতে চাইছে সে, জেনারেল ওয়াহাবা যাতে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়।

কান ভোঁ-ভোঁ করছে, ক্যালিব্রেইশান নব ঘোরাল রানা, দু'বার চেক করল রেটিকল প্যাটার্ন। ফায়ারিং বাটনে চাপ দিতে ১৪০ এমএম কামান বজ্রপাতের মত আওয়াজ করল। কয়েক শো ফুট সামনে বিগ ব্যাঙ-এর অতি ক্ষুদ্র একটা সংস্করণ দেখা গেল, ধূসর রঙের ভেহিকেলটা পরিণত হলো ক্ষণস্থায়ী অথচ প্রচণ্ড লাল ও কমলা শিখার বিস্ফোরণে, গাড়ির বিরাট সব ভাঙা টুকরো উড়ে যাচ্ছে চার-পাঁচদিকে।

'মাসুদ ভাই!' আবার চেঁচাল মোহসিন, অসন্তুষ্ট। 'তোমার উচিত ছিল ক্যারিয়ারটাকে টার্গেট করা!'

ডান দিকে টারিট ঘোরাল রানা। খালি কেসিং টান দিয়ে বের করে কামানের ভিতর তাজা আরেকটা এপি শেল ভরল তানভির, দক্ষ হাতে ব্রিচ বন্ধ করে লক করে দিল ক্যাম-লিভার।

রানা দেরি করে ফেলেছে। স্কোপে ভালভাবে পাওয়ার আগেই পারসোনেল ক্যারিয়ারটা সগর্জনে নিচু একটা রিজের আড়ালে চলে গেল।

ড্রাইভারের কমপার্টমেন্ট থেকে ভেসে এল আসাদের বিস্মিত কণ্ঠস্বর। 'মাসুদ ভাই, রাউন্ডটা তুমি ক্যারিয়ারকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লে না কেন? এ তো জানা কথা যে জেনারেল ওয়াহাবা আর্মারড কারে থাকবে না! ওটায় ফিফটি মিমি কামান রয়েছে, কাজেই সে জানে ওটাকেই প্রথমে আমরা ধ্বংস করতে চাইব।'

'ট্যাংক ঘুরিয়ে নাও, খালি একটা পারসোনেল ক্যারিয়ারের কাছে নিয়ে চলো আমাদেরকে,' বলল রানা। 'ট্যাংকটা আমরা ছেড়ে যাচ্ছি। ক্যারিয়ারের দিকে কামান দাগিনি আমি, কারণ জানতাম মিস করলে আর্মারড কারটাকে ফায়ার করার সুযোগ পাব না। আবার লক্ষ্যস্থির করার আগে রিজের আড়ালে চলে যেত ওটা। আমরা...'

'কিন্তু আর্মারড কার ধ্বংস করে লাভ তো তেমন কিছু হলো না!' বলল আসাদ, অনেক কষ্টে রাগ চেপে রেখেছে। 'মাঝখান থেকে ওয়াহাবাকে হারিয়ে ফেললাম। অথচ তার লাশটাই সবাই আমরা দেখতে চাইছি।'

'এত কথা না বলে একটু চিন্তা করো,' বলল রানা, সুরে খানিকটা ধমক। 'ক্যাম্প থেকে বেরুবার মেইন রোডটা উত্তর দিকে। সঙ্গীদের নিয়ে জেনারেল ওয়াহাবা গেছে পুবে, সরু রাস্তাটা ধরে। জানি না কী ভাবছে সে, তবে কম স্পিড নিয়ে এই ট্যাংক কখনোই কোনও পারসোনেল ক্যারিয়ারকে ধরতে পারবে না। একটা ক্যারিয়ারে চড়তে হবে আমাদেরকে। আমি চাইনি ফিফটি মিলিমিটার কামান নিয়ে ওই আর্মারড কারটা আমাদেরকে একটা ক্যারিয়ারের ভেতর পেয়ে যাক। তা পেলে বাঁচার কোন উপায় থাকত না।'

এক মুহূর্ত পর নরম সুরে জবাব দিল আসাদ। 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু বলো ওয়াহাবাকে ধরার কী উপায় করা যায়। তার পিছু নেব, ওই সরু পথ ধরে?'

'এর কোনও বিকল্প নেই। যত তাড়াতাড়ি একটা ক্যারিয়ারে উঠতে পারব আমরা ততই তার নাগাল পাওয়া সহজ হবে।'

দ্রুত ট্যাংক ঘুরিয়ে নিয়ে জোড়া পারসোনেল ক্যারিয়ারের দিকে ফিরে চলল আসাদ। শুধু ওই দুটো ভেহিকেলই অক্ষত অবস্থায় চাকার উপর দাঁড়িয়ে আছে।

জেনারেল ওয়াহাবার কথা ভাবছে রানা, মনে মনে তার সতর্কতার প্রশংসা না করে পারছে না। ঠিক এ-ধরনের ইমার্জেন্সির জন্যই একটা করে আর্মারড কার ও ক্যারিয়ার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে লুকিয়ে রেখেছিল সে। তাকে যে ওরা ধরতে পারবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

রানা আন্দাজ করছে তার ক্যারিয়ার পুরো বোঝা বহন করছে, অন্তত বিশজন লোক। আর ওরা সব মিলিয়ে চোদ্দজন হলেও,

গুলি চালাতে পারবে খুব বেশি হলে আটজন, তার মধ্যে প্রফেশনাল যোদ্ধা মাত্র পাঁচজন। তবে ওজন খানিক কম হওয়ায় ওদের ক্যারিয়ারের গতি নিশ্চয়ই একটু বেশি থাকবে।

'এই ট্যাংক নিয়ে কী করব আমরা?' জানতে চাইল তানভির। 'স্রেফ এখানে ফেলে রেখে যাব?'

'ফাটিয়ে দেব,' বলল রানা। 'তার আগে দেখে নিতে হবে জর্দানে যাবার মত যথেষ্ট গ্যাস আছে কিনা ক্যারিয়ারে।'

ট্যাংক থামাল আসাদ। দ্রুত নেমে পড়ল ওরা চোদ্দজন। আসাদ ও রানা প্রথম ক্যারিয়ারটা পরীক্ষা করছে। ওদিকে হাতে পিস্তল নিয়ে বাকি তিন যোদ্ধা মাটিতে পড়ে থাকা লাশ থেকে অস্ত্র ও অ্যামিউনিশন বেল্ট সংগ্রহ করছে।

ওরা দেখল পারসোনেল ক্যারিয়ারে ট্যাংক ভর্তি গ্যাস রয়েছে। অতিরিক্ত দুই জেরিক্যান গ্যাসও পাওয়া গেল স্টোরেজ কমপার্টমেন্টের মেটাল বেঞ্চের নীচে।

ঢালু ক্যাব-এর পিছন দিকে, সমতল অংশে বোল্ট দিয়ে আটকান তেপায়াটা ধরে রেখেছে একটা চেকোস্লোভাকিয়ান জেডবি ৩০ লাইট মেশিন গান। পাশেই দুই বাক্স ম্যাগাজিন ভর্তি ৭.৯২ এমএম কার্তুজ। দ্বিতীয় স্টোরেজ কমপার্টমেন্টের নীচে, একটা বেঞ্চের তলায় পাওয়া গেল অ্যামিউনিশনের আরও নয়টা বাক্স।

রানা ও আসাদ চিৎকার করে ডেকে নিল ওদেরকে। একটু পরেই ক্যারিয়ারের কাছে চলে এল সবাই, তারপর উঠে পড়ল ড্রাইভার কমপার্টমেন্টের পিছনে, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র—একটা রাশান একেএম অ্যাসল্ট রাইফেল, একটা বেলজিয়ান সিএএল মেশিন গান, একটা ফ্রেঞ্চ এল ৫৫৭ সাব-গান, আর একটা ভিয়েতনামিজ ১৯ সাবমেশিন গান। মোহসিনের কাছে এমনকী দুই বস্তা চাইনিজ স্টিক গ্রেনেডও দেখা যাচ্ছে।

'এবার ট্যাংকের ব্যবস্থা করো,' বলল রানা। ঘুরে ক্যারিয়ারের পিছন দিক ও ড্রাইভার কমপার্টমেন্টের মাঝখানে খোলা হ্যাচ দিয়ে তাকাল ও। 'দুজন নেমে যাও, কমান্ডারের হ্যাচের ভেতর কয়েকটা গ্রেনেড লব করো। তার আগে চলো, একশো ফুট সরে যাই আমরা।'

ক্যারিয়ারের পিছন থেকে লাফ দিয়ে নেমে ট্যাংকটার দিকে এগোল নওশের ও তানভির। ক্যারিয়ারকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আসাদ। কয়েক সেকেন্ড পরেই ট্যাংকের ভিতর থেকে ভোঁতা আওয়াজ বেরিয়ে এল। ছুটে এসে ক্যারিয়ারে উঠে পড়ল নওশের ও তানভির। সঙ্গে সঙ্গে সগর্জনে ছুটল ওদের নতুন বাহন। এক মুহূর্ত পরেই ১৪০ এমএম শেলগুলো ফাটতে শুরু করল, সেই সঙ্গে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে ট্যাংকটা।

'ওয়াহাবাকে ধরার ফিফটি-ফিফটি চান্স আছে আমাদের,' গম্ভীর সুরে বলল আসাদ। 'ব্যাপারটা সম্ভবত নির্ভর করবে কোনদিকে সে আছে, আর গাড়িটায় লোক আছে কজন তার ওপর। এ কথা কি আমরা কেউ ভেবেছি, আরেকটা ট্যাঙ্কও লুকিয়ে রাখা হতে পারে ওখানে?'

'হতেও পারে,' বলল রানা। 'তখন সার্চ করার সময় ছিল না। এখন যদি পিছু নিয়ে আসে, ওটার রেঞ্জের বাইরে থাকতে হবে। আর যদি এরচেয়ে ভাল কোনও সাজেশন দিতে পার তো দাও।'

'নাহ্, মাসুদ ভাই, কোত্থেকে দেব!' আসাদ হতাশ।

পুবদিকে ঘুরে গিয়ে জেনারেল ওয়াহাবার রাস্তাটা ধরল ওরা, পারসোনেল ক্যারিয়ারের নিরেটদর্শন আটটা রাবারের চাকা ছড়ানো নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে ছোটার সময় অনবরত লাফাচ্ছে। ওদের দু'পাশে স্ল্যাব রক-এর স্তূপ ক্রমশ বড় হচ্ছে আকারে। এদিকে রাস্তার অংশবিশেষ মানুষের তৈরি, বাকিটা প্রাকৃতিক।

'বাকিট' সিটে বসে উপর-নীচে ঝাঁকি খাচ্ছে রানা। জেনারেল ওয়াহাবাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ধরে নিয়ে সমস্ত সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখছে ও। হয় এই ট্রেইল আস মোলায়দা পাহাড়শ্রেণীতে পৌঁছাবার সংক্ষিপ্ত পথ, আর নয়তো অসংখ্য গুহার মধ্যে ওয়াহাবার গোপন কোনও ঘাঁটি আছে কোথাও। তবে সন্দেহ আছে রানার। তার মাথায় যে প্ল্যানই থাকুক, ওদেরকে বাদ দিয়ে অবশ্যই নয়। ব্যাপারটা আরেকটা ফাঁদ হতে বাধ্য।

রাস্তাটা কমবেশি লেভেল পেলে ম্যাক্সিমাম স্পিড তুলছে আসাদ, ঘণ্টায় প্রায় ৫২.৭ কিমি।

পাঁচ বাই ষোলো ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে সামনেটা দেখতে ওদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। তবে, ওদের মাথার উপরের চৌকো হ্যাচ কাভারটা বন্ধ করে রেখেছে ওরা। ওটা খোলা পেলে আড়ালে থাকা একজন স্নাইপার খুব সহজেই টার্গেট করতে পারবে ওদেরকে। এই একই কারণে পিছনের বাকি সবাই মাথা নিচু করে বসে আছে।

আঁকাবাঁকা ট্রেইলটা একসময় বিরাট একটা জলপথে নেমে এল। টায়ারের নীচে পাথরগুলো বড় হচ্ছে, ফলে সারাক্ষণ ঝাঁকি খেতে হলো ওদেরকে। ডান ও বামদিকে ঝুলে আছে গ্র্যানিট ও স্যান্ডস্টোন পাঁচিল। এখানে সেখানে লাল মাকড়সার জালের মত আকৃতি দেখা গেল, বর্ষার মরশুমে পাথর থেকে আয়রন অক্সাইড ভেসে আসায় তৈরি হয়েছে।

পরিবেশে এ-ধরনের নিঃস্ব ফাঁকা ভাব দেখে জেনারেল ওয়াহাবাকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে আরও দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে উঠল রানা। তারপর তায়ফা সালোনার কথা মনে পড়ল। তার জন্য বিশেষ একটা প্ল্যান আছে ওর।

রাস্তাটা, বলা উচিত শুকনো নালার তলা, দক্ষিণ-পুবদিকে ঘুরে গেল। রানার সঙ্গে একমত হলো আসাদ, শর্টকার্ট পথ ধরে মেইন রোডে যাচ্ছে না ওয়াহাবা। সামনে কোথাও ফাঁদ পেতে

অপেক্ষায় আছে তারা। সেই ফাঁদে পা না দিয়ে ওদের কোনও উপায় নেই; মানে, যদি তাকে ধরতে চায় ওরা। আর ধরতে না চাওয়ারও কোনও কারণ নেই, এখনই ওয়াহাবাকে সামাল দিতে না পারলে নেগেভ থেকে বেরোবার সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে ওদের জন্য। তেল আবিব থেকে ছুটে আসবে ঝাঁক-ঝাঁক জেট ফাইটার।

সামনে একটা বাঁক পড়ল। তারপর কয়েক মাইল দীর্ঘ সরল একটা বিস্তৃতি, অনুর্বর জমিনের একটা ফিতে, ওদের ডানদিক ধরে সোজা পুবদিকে চলে গেছে। গোধূলি এখন স্মৃতি।

তারপর ওরা খেয়াল করল পাহাড়ী জলপথ, অর্থাৎ শুকনো নদীটা কোথাও নেই আর। এই মুহূর্তে ওদের বামদিকে দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড আকারের গ্র্যানিট স্ল্যাব ও ঢেউ খেলানো লাইমস্টোন, মার্বেলের মত পালিশ করা; ডানদিকে শুধু লম্বা একটা ঢাল, ফুলে-ফেঁপে থাকা স্যান্ডস্টোনের তৈরি।

'ডানদিকে তাকাও,' আসাদকে বলল রানা। 'ঢালটা তোমাকে কোনও আইডিয়া দিচ্ছে?'

'কী ভাবছেন বলুন তো, মাসুদ ভাই?'

'আন্দাজ করো: ওয়াহাবা আমাদের কাছ থেকে কতটা সামনে আছে?'

'তিন কি চার মাইল। তাকেও আমাদের মতই পথের ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে।'

'আমি ভাবছি,' ধীরে ধীরে বলল রানা, 'ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে যেতে পারি আমরা। জমিন যদি অনুকূল হয়, আর ভাগ্য যদি সহায়তা করে, ওয়াহাবার সামনে, কিংবা তার ঠিক পিছনে পৌঁছে যেতে পারি আমরা।'

চিবুকটা সামনের দিকে ঠেলে দিল আসাদ। 'সেটা ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে। আমরা জানি না, উল্টোদিকে পাহাড়ের খাড়া গা-ও থাকতে পারে। কিংবা কিছুদূর যাবার পর দেখব সামনে আর পথ নেই, গাড়ি ঘোরানোও সম্ভব নয়। তখন কী হবে?'

'আমি বলি চেষ্টা করে দেখা উচিত,' শান্ত, দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'ক্যারিয়ারটা ফোর-হুইল ড্রাইভ, আর ঢালটাও তত বেশি খাড়া নয়।'

'আর আমি বলি, মাসুদ ভাই, আমরা দুজনেই পাগল, তা না হলে তোমার সঙ্গে আমার একমত হতে ইচ্ছে করবে কেন! হ্যাঁ, সামনে পৌঁছানোর একটা সুযোগ পেতেও পারি আমরা। ওদেরকে বলা দরকার।'

ড্রাইভার সেকশন ও ক্যারিয়ারের মাঝখানে হ্যাচটা খোলাই রয়েছে, সেদিকে ঘুরে বসল রানা। 'পেছনের তোমরা সবাই শক্ত হয়ে বসো,' গলা চড়িয়ে বলল ও। 'আমরা ঢাল বেয়ে উঠছি।'

পাথুরে খানা-খন্দে ভরা ঢাল বেয়ে ওঠার সময় হরদম ধাতব গোঙানি ছাড়ল ক্যারিয়ারটা। কয়েকবারই মাত্রা ছাড়িয়ে কাত হয়ে পড়ায় উল্টে যাওয়ার উপক্রমও করল। তবে কোনও অঘটন ছাড়াই অবশেষে উঠে এল চূড়ায়।

ইঞ্জিন বন্ধ করল আসাদ। ওরা সবাই সামনে তাকিয়ে থাকল। নীরবতা ভাঙল নওশের, 'ধ্যাত! এ কোথায় উঠে এলাম!'

বড়সড় চাঁদের প্রায় দিনের মত উজ্জ্বল আলোয় ওদের সামনে দুই মাইল চওড়া দুর্গম একটা এলাকা দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতির তৈরি দৈত্যাকার একটা টেরেস, তাতে বিভিন্ন আকারের পাহাড়। জায়গাটাকে আসলে ভাস্কর্যের বাগান বললে ভুল হবে না, আকৃতি দিয়েছে কয়েক সহস্রাব্দের ঝড়ো বাতাস। চাঁদের সাদা আলো মাখা দৃশ্যটা গা ছমছমে একটা ভাব এনে দেয়। জেনারেল ওয়াহাবাকে খুন করাটা যতই প্রয়োজন হোক, সালোনার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছেটাও যতই প্রবল হোক, সবাইকে নিয়ে এই পাথরের রাজ্যে আটকা পড়তে রাজি নয় রানা।

'চাঁদ যথেষ্ট উজ্জ্বল,' বলল রানা। 'আলো না জ্বেলে সামনে এগোতে পারব বলে মনে করো?'

'আলো জ্বেলে এগোলে ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনার আগে

আলোটাই প্রথমে দেখতে পাবে ওরা,' জবাব দিল আসাদ। 'তবে, যে জ্যোছনা দেখছি গাড়ি চালাবার জন্যে তা যথেষ্ট।'

মনে মনে আসাদের প্রশংসা করল রানা, ড্রাইভার হিসাবে সত্যি খুব ভাল সে। সাবধানতা ও দক্ষতার সঙ্গে পাথুরে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে ক্যারিয়ারটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সারাক্ষণ গিয়ার বদলাতে ব্যস্ত...হুইলের সঙ্গে যুদ্ধ করছে...ক্লাচ ও গ্যাস পেডালে খাটিয়ে মারছে পা দুটোকে।

মাঝে-মধ্যে গতি কমিয়ে এনে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়তে হলো তাকে, আর ঘণ্টায় পনেরো মাইলের বেশি স্পিড একবারও তুলতে পারল না। ক্যারিয়ারটাকে যে-ধরনের চড়াই-উতরাই পেরোতে হচ্ছে, তুলনায় একটা রোলার কোস্টারে চড়াকে মৃদু ধকল না বলে উপায় নেই। বিরাট আকারের স্প্রিংগুলো কাতরাচ্ছে। অন্তত পাঁচবার সামনের চাকাগুলো পিছলে নেমে গেল ডেবে থাকা জমিনে, কিংবা বড় কোনও ফাটলে। ইঞ্জিনের শক্তি আরও বাড়াচ্ছে আসাদ, রাবারের চাকা নগ্ন গ্র্যানিটে ঘষা খেয়ে কর্কশ আওয়াজ করছে, কিন্তু গ্র্যানিটে মসৃণ মার্ল পাথরের আবরণ থাকায় গড়াচ্ছে না। ঘেমে গোসল হচ্ছে সে। তবে ইঞ্জিনের শক্তি বারবার কমিয়ে-বাড়িয়ে চাকাগুলোকে ঠিকই এক সময় তুলে আনতে পারছে উপরে।

অবশেষে অধিত্যকার প্রান্তসীমার কাছাকাছি চলে এল ওরা, বোঝা গেল দূরে একটা সামান্য উঁচু কিনারা দেখে। কিনারার পর ফাঁকা শূন্যতা। সাবধানে, ধীরে ধীরে ক্যারিয়ারটাকে পুরোপুরি থামাল আসাদ, কিনারা থেকে পঞ্চাশ ফুট পিছনে। রানার পিছু নিয়ে নীচে লাফ দিল সে। দুজন ছুটল কিনারা লক্ষ্য করে। তারপর নীচের দিকে তাকাল। পিছনের বাকি সবাইও গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছুটে এল। ওরা সবাই পরম স্বস্তির সঙ্গে একটা ঢালের দিকে তাকিয়ে থাকল। তবে ঢালটা কিছুটা মসৃণ হলেও খুব খাড়া ভাবে নেমে গেছে।

ওদের ধারণাই সত্যি হলো। রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে

আসায় জেনারেল আইয়াহু ওয়াহাবাকে ধরে ফেলেছে ওরা। তার পারসোনেল ক্যারিয়ার সোজা উত্তর দিকে ছুটছে, মাত্র আধ মাইল দূরে।

'আমরা কি ওখানে নামতে পারব?' জিজ্ঞেস করল তানভির। 'ঢালটা খুব বেশি খাড়া লাগছে না?'

তার পিঠে চাপড় মারল আসাদ 'কিচ্ছু চিন্তা কোরো না, তানভির। যখন দেখবে আমরা পিছলাচ্ছি, আর ক্যারিয়ারটা আমাদেরকে চাপা দিচ্ছে, বুঝে নিয়ো ব্যর্থ হয়েছি আমরা।'

নেতারা কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না।

ক্যারিয়ারে ফিরে এল ওরা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল আসাদ। অত্যন্ত সাবধানে, ধীর গতিতে ভেহিকেলটাকে কিনারায় নিয়ে এল সে। ইঞ্জিনে আরও খানিক গ্যাস দিল। গিয়ার বদলাল। সামনের চাকা সোজা সামনে গড়াচ্ছে। কিনারা ছাড়িয়ে গেল ওগুলো। এরপর ক্যারিয়ার সামনে বাড়ল শুধু পিছনের চাকার উপর ভর করে। একেবারে শেষ মুহূর্তে আবার গিয়ার বদলে নিউট্রাল করল আসাদ। নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল ক্যারিয়ারের, ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টের সামনের পাঁচ ফুট কিনারার বাইরে ঝুলে আছে।

'এইবার, মাসুদ ভাই, যাচ্ছি আমরা!' আবার গিয়ার বদল করল আসাদ। ক্যাবের সামনের অংশ নিচু হলো। জমিন স্পর্শ করল চাকা। পারসোনেল ক্যারিয়ার ঢাল বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। আসাদের দিকে তাকাল রানা। তার মুখ উদ্বেগ ও উত্তেজনার তৈরি বড়সড় একটা মুখোশ।

একবার গড়াতে শুরু করবার পর কার সাধ্য গাড়িটাকে থামায়। স্পিড বাড়ছে, তার সঙ্গে বাড়ছে বিপদের আশঙ্কাও। চেষ্টা করেও হয়তো বড় পাথরগুলোকে এড়াতে পারবে না আসাদ। আর তা না পারলে হয় উল্টে যাবে ভেহিকেল, নয়তো সামনের একটা চাকা হারাবে ওরা।

ক্যারিয়ারের পঁয়ত্রিশ টন ওজন পতনের ঝোঁক আরও বাড়িয়ে

তুলল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কারুরই বুঝতে বাকি থাকল না যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, কারণ ইঞ্জিনের শক্তি নিয়ে যে গতিতে নামছে ওরা, ক্যারিয়ারের নিজের ঝোঁকও সেই গতির চেয়ে বেশি তো কম নয়। রানা ভাবছে, শেষ পর্যন্ত আসাদের কৌতুকটাই না বাস্তবে রূপ নেয়, হয়তো ক্যারিয়ারটা সত্যি সত্যি ওদেরকে চাপা দেবে।

ইঞ্জিন ফার্স্ট গিয়ারে দিয়ে ব্রেক অ্যাপ্লাই করল আসাদ। কয়েক মুহূর্তের জন্য ধীর হলো ক্যারিয়ার। কিন্তু আবার আগের স্পিডে ফিরে এল, প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল চাকাগুলো।

'ইমার্জেন্সি অ্যাপ্লাই করো,' বুদ্ধি দিল রানা। 'তলা থেকে এখনও অন্তত একশো ফুট ওপরে আমরা।'

ইমার্জেন্সি ব্রেক ব্যবহার করল আসাদ, তবে লিভারটা তাড়াতাড়ি সামনে ঠেলে দিয়ে রিলিজ করল ওটা, কারণ ক্যারিয়ারের পিছনটা ঘুরে যাচ্ছিল। তাসত্ত্বেও, পাঁচ সেকেন্ড পর আবার ইমার্জেন্সি ব্রেক এনগেজ করল আসাদ। যে-কোন কারণেই হোক এবার ঢালের জমিন বাধা হয়ে দাঁড়াল, চেষ্টা করেও ক্যারিয়ারটা নিতম্ব ঘোরাতে পারল না। হেলেদুলে, অনবরত ঝাঁকি খেয়ে, কচ্ছপের মত অলস ভঙ্গিতে নামছে ওরা। পাঁচ সেকেন্ড, দশ সেকেন্ড, পনেরো সেকেন্ড কাটল। আবার বেয়াড়া ও মরিয়া হয়ে উঠেছে ভেহিকেলটা।

কী মনে করে কে জানে, ব্রেক রিলিজ করে দিল আসাদ। হঠাৎ ছাড়া পেয়ে গর্জে উঠল ইঞ্জিন, বুনো ঘোড়ার মত লাফ দিল ক্যারিয়ার। এক...দুই...তিন লাফ! সমতল জমিনে আছাড় খেল ওরা। বিরাট একটা বোল্ডারে ধাক্কা খেতে চলেছে। গায়ের জোরে ব্রেক করল সে।

আসাদ ও রানা দৃষ্টি বিনিময় করল। হ্যাচের দিকে মুখ করে গলা চড়াল রানা, 'কেউ কি জখম হয়েছো?'

'ভাল আছি সবাই,' মোহসিনের জবাব ভেসে এল।

'এবার দেখা যাক গাড়ির কী হাল করেছি,' বলে ইগনিশন অন

করল আসাদ, গিয়ার বদলাল, ক্লাচ ছেড়ে পায়ের চাপ দিল গ্যাস পেডালে। কয়েক মিনিটের মধ্যে নুড়ি ছড়ানো রাস্তায় ফিরে এল ওরা, আসাদ ব্রেক টেস্ট করায় আগুপিছু ঝাঁকি খাচ্ছে ক্যারিয়ার। একটু ঢিলে ভাব থাকলেও, ভালই কাজ করছে ওগুলো।

'এবার সাইকোপ্যাথ ওয়াহাবার পিছু নাও,' নির্দেশ দিল রানা। 'আমরা চাই না আমাদের আর কোনও ক্ষতি করতে পারুক সে।'

'ধরা তাকে পড়তেই হবে, মাসুদ ভাই!' হেসে উঠল আসাদ। 'ব্যাটার ক্যারিয়ার অনেক ভারী বোঝা বইছে। আমাদেরটা হালকা। তার সঙ্গে বিশ-ত্রিশজন অপারেটর আছে, এদিক থেকে আমরা অবশ্য দুর্বল।'

'আমাদের ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ওরা,' বলল রানা। 'ইচ্ছে হলে আলো জ্বালাতে পার তুমি, আসাদ। আমরা দুর্বল? অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি, এটা কী কম বড় শক্তি?'

সামনের ও পিছনের আলো জ্বেলে হাসল আসাদ। 'কে বলতে পারে, এ যাত্রায় আমরা হয়তো বেঁচেও যেতে পারি।'

'আল্লাহকে ডাকো, ভাই,' বলল রানা।

মাথা নাড়ল আসাদ। 'দুঃখিত, আল্লাহর ওপর বিশ্বাস নেই।'

'সে কী! কেন?'

'কেন থাকবে, বলো? নিরীহ মুসলমানরা কোথায় না মার খাচ্ছে, কই, কিছু করছে সে? সমস্ত পার্শিয়াল্টি শুধু খ্রিস্টান আর ইহুদিদের বেলায়!'

ট্রেইল ধরে টপ স্পিডে ছুটছে ওরা। ইঞ্জিন গজরাচ্ছে। ক্যারিয়ার কাঁপছে, বিভিন্ন আকারের পাথরের উপর দিয়ে গড়াবার সময় ছোট-খাট লাফ-ঝাঁপও দিচ্ছে। পাঁচ মিনিট পেরুল...আট মিনিট...দশ। তারপর আবার ওরা দেখতে পেল শত্রুপক্ষের ক্যারিয়ারটাকে। থালা আকৃতির চাঁদের সাদা আলো ওটার আর আশপাশের পাথরগুলোর কাঠামো পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলেছে।

'আমার হিসেবে সিকি মাইল দূরে,' বলল রানা। 'আমরা ওটার

পাশে পৌঁছানোর চেষ্টা করব, পেছন থেকে আমাদের লোকেরা গ্রেনেড ছুঁড়বে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ, এই ক্যারিয়ারগুলোর পেছনদিকে ছাদ নেই।' সিটের উপর খানিকটা ঘুরে বসল রানা, আরব গেরিলাদের উদ্দেশে চেঁচাচ্ছে, 'ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি। মাথা নিচু, সাবধান। কাছাকাছি হলে তোমাদের কাছে চলে আসব আমি।'

অপ্রীতিকর একটা চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়। এক ঘণ্টার মধ্যে হয় মিশনটা সফল হবে, নয়তো আমরা মারা যাব।

বারো

দুই পারসোনেল ক্যারিয়ারের মাঝখানে দূরত্ব ধীরে ধীরে কমে আসছে। ওদের দু'পাশে নানা আকারের টিলা, কোনটা লম্বা ও ঢালু, আবার কোনটা ছোট, মাথার দিকটা চৌকো বা গোল ব্যাসল্ট, গ্র্যানিট ও স্যান্ডস্টোন দিয়ে তৈরি। প্রতিটি স্তরে মুখ ব্যাদান করে আছে অন্ধকার গুহা।

থামার পর দেখা গেল জেনারেল ওয়াহাবার ক্যারিয়ার থেকে তিনশো গজ পিছনে রয়েছে ওরা। পারসোনেল সেকশনের পিছনের আর সাইড হ্যাচগুলো খুলে গেল, লোকজন ঝপাঝপ লাফ দিয়ে নীচে নেমে ছুটল বাঁ দিকের একটা গুহামুখ লক্ষ্য করে।

রানা ও আসাদ দেখতে পেল কী কারণে সামনের ক্যারিয়ার দাঁড়িয়ে পড়েছে। স্ল্যাব পাথরের বিরাট কয়েকটা স্তূপ বন্ধ করে রেখেছে রাস্তাটা। তবে লোকগুলোর আচরণ দেখে মনে হলো গুহাটাই তাদের গন্তব্য। রানার কাছে ব্যাপারটা বিদঘুটে লাগছে।

'কী বুঝছেন, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল আসাদ। 'এতটা পথ

পাড়ি দিয়ে এসে ইঁদুরের মত একটা গুহায় লুকাবে ওয়াহাবা, ঠিক মানাচ্ছে না!'

বুলেটের মত শক্তি নিয়ে অকস্মাৎ জবাবটা আঘাত করল রানাকে! 'জলদি!' বলল ও। 'বাঁ দিকের ওই ঢালের দিকে এগোও। আমার ধারণা গুহাটা আসলে টানেল।'

ঝট করে বাম দিকে তাকাল আসাদ। কয়েক মাইল পিছনে যে ঢালটা থেকে নেমেছে ওরা তার তুলনায় অর্ধেকও খাড়া নয় এটা। তলা থেকে মাথা পর্যন্ত হয়তো একশো ফুট হবে। তবে চূড়ার দিকটা বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না, কিছু পাথর আকারে একতলা বাড়ির মত।

কোনও রকম ইতস্তত না করে ক্যারিয়ারকে বামদিকে ঘুরিয়ে নিল আসাদ, ইঞ্জিনের শক্তি বাড়িয়ে ছুটল আবার। পিছনে বসা সঙ্গীদের উদ্দেশে গলা চড়াল রানা, 'শক্ত হয়ে বসো সবাই। ঢাল বেয়ে উঠছি আমরা।'

'ঠিক আছে,' চিৎকার ভেসে এল নওশেরের, খানিকটা বিদ্রূপাত্মক। 'তবে বেশি ওপরে উঠতে চাই না, এখনই বেহেশতে যাবার ইচ্ছে নেই।'

'আমিও না,' ভারী গলায় বললেন এক মৌলানা।

আসাদ জিজ্ঞেস করল, 'ধরে নিচ্ছি একটা টানেলের ভেতর দিয়ে ছুটছে তারা, তার মানে কি—?' প্রশ্নটা বাতাসে ঝুলিয়ে রেখে নিঃশব্দে হাসছে সে।

'ঠিক ধরেছ! হেলিকপ্টার!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রানা।

'টানেলটা যেন খুব লম্বা হয়,' বিড়বিড় করল আসাদ। স্ল্যাব স্তূপের ফাঁক গলে, যতটা সম্ভব দ্রুত ঢাল বেয়ে ক্যারিয়ারটাকে তুলছে সে। এক সময় টিলার মাথায় উঠে এল ওরা। এবার উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে নামতে হবে। পাথরের স্তূপগুলোকে এড়িয়ে কিনারার দিকে এগোল ক্যারিয়ার।

দুজনের কেউই ওরা ভোলেনি যে ইজরায়েলি জেনারেল ওদের

কাছ থেকে এক হাজার ফুট এগিয়ে আছে। খুব সুবিধে হয় আসাদ যদি এমন একটা কোণ ধরে এগোয়, যেটা টানেলের মুখের আশপাশে পৌঁছে দেবে ক্যারিয়ারটাকে। তবে তা বোধহয় সম্ভব হবে না, পাথরের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোতে প্রচুর সময় বেরিয়ে যাবে। তারচেয়ে চূড়া পেরুবার জন্য সোজা এগোনোই ভাল, সামনের ঢাল যেখানে নামাবে নামাক, তারপর সোজা এগিয়ে পথরোধ করবে ওয়াহাবার।

বাধা কম, এরকম রুট বাছাই করল আসাদ। তবে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, চূড়ার সবচেয়ে চওড়া জায়গা এটা, সিকি মাইলের কিছু বেশি হবে তো কম নয়।

কিনারায় পৌঁছে ইঞ্জিনটাকে অলস করে রাখল আসাদ, ক্যাব থেকে নেমে পরিবেশটা দেখতে গেল।

অস্থির লাগছে রানার। সাইড হ্যাচ গলে আসাদ নিজের সিটে ফিরে আসতে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলে? হেলিকপ্টার আছে বলে মনে হলো?'

'ঢালটা তেমন খাড়া নয়,' জানাল আসাদ, গিয়ার বদলাচ্ছে। 'নীচে মনে হলো বালি। সন্দেহ নেই প্রাচীন কোনও রিভারবেড। দূরে যেন একটা চাঁদোয়ার মত কিছু আছে, ক্যানাপি হতে পারে, ঠিক বোঝা যায় না।'

'চাঁদোয়া থাকলে তার নীচে বড় একটা ফড়িংও নিশ্চয় আছে,' বলল রানা। 'একটু পরেই জানা যাবে।'

ঢাল বেয়ে সহজেই নীচে নামা গেল। নামার পর ডান দিকে ঘুরে গেল ক্যারিয়ার, গতি ক্রমশ বাড়ছে। ওদের দুজনেরই অনুভূতি হলো কোটি টাকার লটারি জিতেছে, কারণ সমতল জমিনে নেমে আসবার পর এখন ওরা বড়সড় ক্যানাপির তলায় একজোড়া হেলিকপ্টার দেখতে পাচ্ছে—একটা বেশ বড়, অপরটা খানিক ছোট। তবে এখনও অনেকটা দূরে, আকার বা প্যাসেঞ্জার ক্যাপাসিটি বোঝা যাচ্ছে না।

'শোনো, পেছনে গিয়ে ওদেরকে জানাই ঠিক কী ঘটছে,' বলল রানা। 'টানেল থেকে এখনও বোরোয়নি ওয়াহাবা, বেরুলে তার লোকেরা কপ্টারের ওপর থেকে ক্যানাপি সরাতে ব্যস্ত হয়ে উঠত। তাদেরকে প্রোটেকশন দিতে পারত আর্মারড কারটা, সেটার আমরা বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি।'

'আমরা কেউ হেলিকপ্টার চালাতে জানি না, মাসুদ ভাই!' চিন্তিত দেখাল আসাদকে। 'ধরে নিচ্ছি তুমিও জানো...'

'ভুল ধরছ।' কো-ড্রাইভারের সিট থেকে নেমে ক্যাবের পিছনে, গোলাকার ফাঁকটার কাছে চলে এল রানা। 'শোনো, হেলিকপ্টারে চড়ে জর্দানে ফিরব আমরা, তবে আগের কাজ আগে। ওগুলোর সামনে পার্ক করো তুমি, ক্যারিয়ারের সামনে থাকবে টানেলের মুখ।'

রানার দিকে অবাক হয়ে তাকাল আসাদ। 'ওগুলোর সামনে! তারমানে গুহামুখ থেকে নব্বুই ফুটেরও বেশি দূরে। এত দূরে কেন?'

হ্যাচের দিকে হেঁটে এল রানা, থামল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। 'আমাদের কাছে চেক জেডবি ৩০ আছে, ওটার সাহায্যে তাদেরকে আমরা টানেল থেকে বেরুতে বাধা দেব। দূরত্ব বেশি হওয়ায়, যদি দেখি গুহা থেকে বেরিয়ে ছুটে আসছে, গ্রেনেড ছুঁড়ে থামিয়ে দিতে পারব। টানেলের এদিকের মুখে আটকে দিলে ওয়াহাবা কী করবে তা জানার জন্যে গণক হবার দরকার নেই।'

রানার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে আসাদ। 'আমাদের মত ঢাল বেয়ে ওপরেও উঠতে পারে তারা, সেখান থেকে আমাদেরকে লক্ষ্য করে ফায়ার করবে, কিংবা যুদ্ধ করার জন্যে নেমেও আসতে পারে। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে...ইংরেজিতে কী যেন বলে...'

'আ মেক্সিকান স্ট্যান্ড অফ,' বলল রানা, হাসছে। 'তবে না, আমি চাই না সেরকম কিছু ঘটুক।'

পাল্টা আর কিছু বলল না আসাদ। শুধু গ্যাস পেডালে আরও জোরে চাপ দিল।

হ্যাচের ভিতর দিয়ে নিজের পথ করে নিল রানা। প্রথমে নিরস্ত্র ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতারা কে কেমন আছে খবর নিল ও। সবাই তারা ভাল আছে, তবে আগের মত নির্লিপ্ত নয়; নিজেদের ভাগ্যের উপর একটু বিরক্ত ও সন্দিহান বলে মনে হলো। তারপর তানভির, মোহসিন ও নওশেরকে পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল। বাক্স আকৃতির এই সেকশনে ছিটকে পড়বার ভয়ে মেটাল বেঞ্চ ধরে ঝুলে থাকল ওরা চারজন।

'উড়ে যাবার কথা শুনে ভালই লাগছে,' বলল তানভির। 'কিন্তু টানেলের এই প্রান্তে ওয়াহাবা ও তার লোকদের আটকে রেখে কী পাচ্ছি আমরা?'

নওশের গম্ভী মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্তে আসা ত। কপ্টারে চড়ে জর্দানে ফিরতে পারলে তো ভালই হয়।'

কিন্তু মোহসিন রানার চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়ল, ঠোঁটের কোণে সকৌতুক এক চিলতে হাসির রেখা। 'জেনারেল ওয়াহাবাকে না মেরে আমরা কোথাও পালাতে পারি না। আমাদের কয়েকটা আরব রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স মাসুদ রানাকে এই অ্যাসাইনমেন্টে পাঠিয়েছে, আর এমআইজে-কে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলাই ওর কাজ। ঠিক কিনা, মাসুদ ভাই?'

'তা ঠিক, বলল রানা, 'তবে তোমাদের সাহায্য ছাড়া কাজটা একা আমার পক্ষে করা সম্ভব হবে না!'

মোহসিন বলল, 'যতটুকু পারি সাহায্য তো আমরা করছিই। এখনও করব। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। অতগুলো লোকের বিরুদ্ধে আমরা এই কজন কী করতে পারব। যখন ট্যাংক ছিল তখনকার কথা আলাদা। তখন আমাদের ফায়ার পাওয়ার ছিল, আর্মারও ছিল।'

'আমার একটা প্ল্যান আছে,' বলল রানা। 'আর আমি মনে করি জেতার সম্ভাবনা আমাদেরই বেশি।'

'মাসুদ ভাই!' ক্যাব থেকে আসাদের চিৎকার ভেসে এল। 'টানেল থেকে বেরিয়ে আসছে ওরা!'

হ্যাচের বাঁ দিকে লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠল রানা, টান দিয়ে চেক জেডবি ৩০-এর ককিং নব পিছিয়ে আনল। পাঁচজন ইজরায়েলিকে দেখতে পেল ও, গুহার মুখ থেকে বেরিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে অর্ধেক দূরত্ব পার হয়ে এসেছে, তিনজন তাদের হাতের অ্যাসল্ট রাইফেল ঘোরাচ্ছে ওদের ক্যারিয়ারের দিকে। ব্যারেলের আগায় রিঙের মাঝখানে বল সাইট রয়েছে, তবে সেটার ভিতর দিয়ে লক্ষ্যস্থির করবার ঝামেলায় গেল না রানা। স্রেফ চাপ দিল ট্রিগারে। মেশিন গানের গর্জন যেন মৃত্যুসঙ্গীত গাইছে, পাঁচ মোসাদ এজেন্ট জীবনের শেষ গান শুনল, হাই ভেলোসিটি ৭.৯২ এমএম বুলেট ওদের শরীর দুটুকরা করে ফেলেছে, ঝাঁঝরা করে দিয়েছে বুক।

এমআইজের আর যারা গুহা থেকে বেরুতে যাচ্ছিল, লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল তারা। রানার ঘোরানো জেডবি ৩০ কয়েক শো বুলেট ছুঁড়ে গুহামুখে মৃত্যু বর্ষণ করল।

ইতিমধ্যে কপ্টার দুটোর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওদের ক্যারিয়ার। একটা রাশান এল-১৫, সম্ভবত ব্ল্যাকমার্কেট থেকে কেনা, বিশজন আরোহী বসতে পারবে। দ্বিতীয়টা এল-১৭; এটা দুই পাশে রকেট পডসহ গানশিপ, পোর্ট ও স্টারবোর্ড সাইডে মেশিন গান ফিট করা। হয়তো এগুলোর সাহায্যেই ওদেরকে খতম করতে চেয়েছিল ইজরায়েলি সেনাবাহিনী তথা মোসাদের সাবেক জেনারেল ওয়াহাবা। রকেটের বিরুদ্ধে কোনও ডিফেন্স তৈরি করতে পারত না ওরা।

আসাদ ডান দিকে তীক্ষ্ণ বাঁক নিচ্ছে, পিছনে ওরা চারজন জান বাঁচাতে ঝুলে আছে। থামল সে, পিছু হটল, তারপর আবার ব্রেক কষল। কপ্টারগুলোর সামনে, পঞ্চাশ ফুট দূরে এখন ওরা। একশো পঁচিশ ফুট সামনে দেখা যাচ্ছে এবড়োখেবড়ো গুহার মুখটা।

প্রবেশপথের কিনারা থেকে কয়েকজন মোসাদ এজেন্টকে উঁকি মারতে দেখল রানা, দু'একজন এক-আধ পশলা গুলিও করছে। বুলেটগুলো পাথরে লেগে গুঁড়ো ও ধুলোর মেঘ তৈরি করছে।

মুখ মুছতে মুছতে ড্রাইভারের পিছনের হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে এল আসাদ। ইঙ্গিতে মোহসিনকে চেক মেশিন গানের দায়িত্ব নিতে বলল রানা। প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে এল ও, ওর জায়গায় দাঁড়াল সে।

'এটা হলো মেক্সিকান স্ট্যান্ডঅফ,' রানাকে বলল আসাদ, ঠোঁট দুটো পরস্পরের সঙ্গে চাপল। 'আমরা ওদের কাছাকাছি যেতে পারব না, ওরা আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে না—অন্তত যতক্ষণ না ওয়াহাবার বুদ্ধি খোলে, অর্থাৎ নিজের ক্যারিয়ারটা না নিয়ে আসে।'

তানভির বলল, 'ক্যানভাস ক্যানাপি সরিয়ে কপ্টার নিয়ে আকাশে ওঠা পানির মত সোজা।' রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে, চোখে গোয়ার্তুমির ভাব। 'আমরা শুনেছি তুমি কপ্টার চালাতে জানো।'

'না, আকাশে ওঠাটা সহজ নয়,' বলল রানা। 'টেক-অফ করার সময়েই ওটাকে ঝাঁঝরা করে দেবে ওরা।'

'এখন তা হলে উপায়?' জানতে চাইল তানভির।

'যতই সময় লাগুক, যতটা সম্ভব ওদের সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। ওদেরকে ব্যস্ত রাখা দরকার, তা হলে ক্যারিয়ারটা নিয়ে আসার সুযোগ পাবে না।'

মাথা নাড়ল আসাদ। 'কিন্তু সংখ্যাটা তুমি কীভাবে কমাতে চাও? টানেলের দুই প্রান্তের কোনটার ভিতরই আমরা ঢুকতে পারব না। সে চেষ্টা করলে আমাদেরকে কচুকাটা করবে ওরা।'

'মোহসিন গুলি করে টানেলের ভেতরে আটকে রাখবে ওদেরকে,' নিজের প্ল্যানটা বলল রানা। 'সেই ফাঁকে আমরা কয়েকজন ছুটে গুহার এক পাশে পৌঁছাব।'

'এটা কোনও স্ট্র্যাটেজি হলো না, মাসুদ ভাই!' রেগে গিয়ে বলল নওশের। 'তুমি আত্মঘাতী হতে বলছ! ওদিকে পা বাড়ালে

একেকটা শরীরে ওরা এত বেশি সীসা ভরে দেবে যে, লাশগুলো তুলতে শেষে ক্রেন লাগবে। অসম্ভব, কোনভাবেই ওই গুহার ভেতরে আমরা ঢুকতে পারব না।'

গুহায় ঢোকবার চেষ্টা আত্মঘাতী হবে, এ তো জানা কথাই। 'ঠিকই বলেছ তুমি,' একমত হলো রানা। 'কিন্তু গুহায় ঢোকার কথা ভাবছি না আমি।' পকেটে হাত ভরে খুদে আকৃতির একটা টিউব বের করল ও। 'চিনতে পারছ এটা? হাতঘড়ির ভেতর থেকে যখন লক পিক বের করছিলাম, দেখোনি?'

মাথা ঝাঁকাল তানভির। 'হ্যাঁ, চিনতে পারছি। তুমি বলেছিলে–ক্যাপসুল বোমা।'

'কিন্তু,' প্রতিবাদ জানাল নওশের, 'ছোট্ট ওইটুকু একটা বোমা কী কাজে আসবে, শুনি?'

'কথা না বলে শোনো কী বলি,' ভারী গলায় ধমক দিল রানা। 'বিস্ফোরক নয়, এটা হলো এক ধরনের নার্ভ গ্যাস, ফুসফুসে ঢুকলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যু হবে।'

চারজনই ওরা চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'গুহার পাশে পৌঁছে টিউবটা ভেতরে ছুঁড়ে দেবে তুমি, ব্যস, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ইজরায়েলিদের সঙ্গে আমরাও মারা যাব! এই তো তোমার প্ল্যান?'

'আমার ধারণা ওদের কিছু লোক টানেলের এদিকে থাকবে, বাকি লোক ফিরে যাবে ক্যারিয়ার আনতে,' বলল রানা। 'গ্যাসে আমার কোনও ক্ষতি হবে না। আম্মান থেকে রওনা হবার আগে সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্সের একজন ডাক্তার একটা অ্যান্টিডোট ইঞ্জেকশন দিয়েছেন আমাকে, অ্যাট্রোপিন ও টেট্রাথাইয়াজাইড-এর কমবিনেশন, দুই হপ্তা মেয়াদী।'

'বাহ্, ভারী স্মার্ট!' কণ্ঠে বিতৃষ্ণা নিয়ে বলল মোহসিন, তবে চেক লাইট মেশিন গান ছেড়ে নড়ল না, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালও না। 'তোমার সঙ্গে যে যাবে তার কী হবে? কিংবা আমরা যারা ক্যারিয়ারে

থাকব, তাদের?'

'এই গ্যাস কাজ করে মাত্র তিরিশ সেকেন্ড,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'খেয়াল করো, বাতাস বইছে আমাদের উল্টো দিকে। ক্যারিয়ারে যারা থাকবে তাদের কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু গুহার ভেতর, এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকা লোকগুলোর মাঝখানে বোমাটা ফাটলে, পুরোপুরি একবার শ্বাস নেয়ার আগেই মারা যাবে তারা।'

তানভির কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'আমার সঙ্গে যে-ই যাক, গুহার পাশে থাকবে না সে, আমি যখন টিউবটা ভেতরে ছুঁড়ব, ঢালের চল্লিশ ফুট ওপরে থাকবে। কাজটা শেষ করে আমিও ঢালে উঠব, তাকে সঙ্গে নিয়ে পার হব চূড়াটা, তারপর ওদের ক্যারিয়ারের ওপর গ্রেনেড ছুঁড়ব। আমাদের বাকি লোক অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে। হুজুররা কয়েকজন অস্ত্র চালাতে জানেন, তাঁদের সঙ্গে তোমরা অন্তত দুজন যোদ্ধা থাকবে।' বশিরকে তৈরি হতে দেখে বলল, 'তুমি এখানেই থাকবে, এখানেও আমাদের ফায়ার পাওয়ার দরকার হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান না করলেও, বেশ বোঝা গেল রানার প্ল্যানটাকে সন্দেহের চোখে দেখছে গেরিলারা।

তানভির বলল, 'ঢালে উঠব, চূড়া পার হব, ক্যারিয়ারে গ্রেনেড ছুঁড়ব—কী করে বুঝছ তার আগেই নিজের ক্যারিয়ারের কাছে পৌঁছে যাবে না ওয়াহাবা? এ-ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তাকে তুমি কচ্ছপের মত অলস বলতে পারবে না।'

'এখানে আমরা তার আগে পৌঁছেছি, তার মানে ধরে নিচ্ছি টানেলের ভেতরে বেশ কয়েকটা লম্বা মোচড় ও বাঁক আছে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, তা হয়তো আছে, কিন্তু ওরা হেঁটে এসেছে,' বলল আসাদ। 'আমরা গাড়ি চালিয়ে এসেছি।'

'কিন্তু এ-ও ভুলো না যে আমাদের চেয়ে এক হাজার ফুট এগিয়ে ছিল ওরা,' বলল রানা। 'এ-ধরনের অ্যাকাডেমিক

আলোচনায় কোনও ফায়দা নেই। আমার দৃষ্টিতে, এখন শুধু গ্যাস বোমাটাই সাহায্য করতে পারে। তারপর আমরা চূড়া পার হয়ে হামলা করব।'

কেউ কথা বলছে না।

স্টিক গ্রেনেডের একটা প্যাক কাঁধে তুলে নিল রানা। 'আমার সঙ্গে আর কে নিতে চায় হিরোর ভূমিকা?'

বেলজিয়ান সাবমেশিন গান ও স্পেয়ার ম্যাগাজিনের লম্বা একটা পাউচ তুলে নিল আসাদ। 'বরং তোমার সঙ্গেই সেঁটে থাকি, মাসুদ ভাই। এখানে বসে কী ঘটবে চিন্তা করার চেয়ে কাজের মধ্যে থাকাই ভাল।'

এমপি ৪৩-এর জন্য আটটা এক্সট্রা ম্যাগাজিন ভর্তি পাউচটা দেখতে পেয়ে তুলল রানা। সেটাকে কার্টিজ বেল্টে আটকে রেখে জার্মানির তৈরি একটা অ্যাসল্ট রাইফেল বাছাই করল–এটার জ্যাম হওয়ার আশঙ্কা কম, লম্বা ম্যাগাজিনে চুয়ান্নটা ৭.৯২ মিলিমিটার কার্তুজ আছে, ফায়ার করা যায় সেমি বা ফুল অটোমেটিকে।

মোহসিনকে বলল রানা, 'আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে টানেলের মুখ লক্ষ্য করে গুলি চালাবে, তবে ভেতরে নয়–ডান, বাম ও উপর দিকে। কোনও দিকেই এক ফুটের চেয়ে বেশি দূরে নয়। আমরা ক্যারিয়ারের সামনে দিয়ে ডান দিক ঘেঁষে ছুটব। বুঝতে পারছ তো?'

'হ্যাঁ, পারছি,' জানাল মোহসিন।

আসাদকে একবার দেখে নিল রানা, তারপর কুঁজো হয়ে ক্যারিয়ারের পিছন দিকে চলে এল। ওর পিছু নিল আসাদ, হাতে বেলজিয়ান সাবমেশিন গান।

পিছনের হ্যাচের হাতলে হাত দিয়েছে রানা, ভারী গলায় নওশের বলল, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি। দুজনের চেয়ে তিনজন বেশি কাজে আসব। এদিকটা দেখার জন্যে মোহসিন আর তানভিরই যথেষ্ট।'

'ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখাটা কোনও সমস্যা নয়,' বলল তানভির। 'কিন্তু এক সময় তো অ্যামিউনিশন শেষ হবেই, তাই না? ততক্ষণে তোমরা তিনজন যদি নিজেদের কাজ শেষ করতে না পার, সূর্যোদয় দেখার জন্যে এখানে আমরা কেউ থাকব না।'

'এদিকের লোকগুলো ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে মারা যাবে,' বলল রানা। হ্যাচ খুলে বাইরে বেরুল ও, লাফ দিয়ে মাটিতে নামল, জার্মান অ্যাসল্ট রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিল পিঠে। এরপর প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুদে টিউবটা খুলল, নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করল লাল ক্যাপসুল, চাপ দিল ছোট্ট একটা বোতামে, তারপর সাবধানে আবার ভরে রাখল টিউবের ভিতরে। এখন জোরে একটা ঝাঁকি লাগলেই পিচ্চি আজরাইলটা মারাত্মক নার্ভ গ্যাস রিলিজ করবে।

রানার পিছু পিছু ক্রল করে বেরিয়ে এসেছে আসাদ ও নওশের, যেন সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে আছে, হাতে একটা করে সাবমেশিন গান ছাড়াও প্রত্যেকের বেল্টে একটা করে রাশান মেশিন পিস্তল গোঁজা রয়েছে।

'তুমি বললেই আমরা রেডি, মাসুদ ভাই,' বলল আসাদ।

'ডানদিকে! ডাইনে!' আসাদ ও নওশেরকে মনে করিয়ে দিল রানা। 'আমার কাছ থেকে নয় কি দশ ফুট দূরে থাকো। ঢালের গোড়ায় পৌঁছে থামবে না, উঠতে শুরু করবে। একটু পরেই আমি ধরব তোমাদেরকে।'

দুজনেই মাথা ঝাঁকাল।

'তোমার শো শুরু করো, মোহসিন!' গলা একটু উঁচু করে বলল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে লাইট মেশিনগান থেকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটল, প্রতিটি ৭.৯২ এমএম প্রজেক্টাইল মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে একেকটা খুদে রকেট, আঘাত করছে চওড়া অথচ নিচু টানেলের হাঁ করা মুখের তিন পাশে।

পারসোনেল ক্যারিয়ারের পিছন থেকে বেরিয়ে এল ওরা

তিনজন। সামান্য একটু এগিয়ে আছে রানা, আসাদ ও নওশের ওর ডানদিকে। পাগুলো দ্রুত তালে উঠছে আর নামছে, চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত ফাঁকা জায়গাটা তীরবেগে পার হয়ে যাচ্ছে রানা। ওর দুই সঙ্গী এমন একটা কোণ ধরল, তিনজন যখন ঢালের গোড়ায় পৌঁছাবে, রানার কাছ থেকে বিশ ফুট ডানদিকে থাকবে ওরা।

জেডবি ৩০ সারাক্ষণ গর্জন করছে, সামনের প্রবেশ পথের কিনারা থেকে চিঁ-ইঁ-ইঁ আওয়াজ উঠছে রিকোশে-র। ছোটার গতি বাড়িয়ে একটা পয়েন্টে পৌঁছাতে চাইছে রানা, প্রবেশপথের আট ফুট ডান দিকে সেটা; আশা করছে ঢালের গোড়ায় ওকে পৌঁছাতে দেখে গুলি ছোঁড়া বন্ধ করবে মোহসিন।

উন্মত্ত স্প্রিন্ট বিশ সেকেন্ডের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ করে কর্কশ পাথরের নাগাল পেয়ে গেল রানা, হাঁপাচ্ছে। টানেলের মুখ ওর কাছ থেকে সাত কি আট ফুট দূরে। হোলস্টার থেকে ওয়ালথারটা টেনে নিল ও, সেফটি লিভার অফ করল। বাঁ হাত ট্রাউজারের পকেটে ভরে টিউবটা ধরল, প্যাঁচ ঘুরিয়ে তালুতে বের করল ক্যাপসুলটা। ওর কাছ থেকে সামান্য পিছনে রয়েছে আসাদ ও নওশের, হাঁপাতে হাঁপাতে ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে, দুজনের পায়ের নীচে নুড়ি পাথর গড়াচ্ছে।

আরও এগোল রানা। গর্তমুখের তিন পাশ ক্ষতবিক্ষত করার কাজটা বন্ধ করেছে মোহসিন, তবে মাঝে-মধ্যে এক-আধ পশলা গুলি করছে, যাতে ভয়ে কেউ বাইরে না বের হয়।

টানেলের ডান কিনারা মাত্র দুই-আড়াই ফুট দূরে, হাত বাঁকা করে টানেলের ভিতরে গ্যাস বোমাটা ছুঁড়ে দিল রানা। টানেলের মেঝেতে পড়বার আগে নিশ্চয়ই বিশ-পঁচিশ ফুট ছুটে গেল ওটা। পপ্ করে মৃদু একটা শব্দ শুনল ও, বুঝল নার্ভ গ্যাস রিলিজ হচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্যই বলতে হবে, ভয় পেয়ে কেউ চেঁচাচ্ছে না। কারও হাঁপানোর আওয়াজও ভেসে এল না। টু-শব্দ না করে মরে গেল সবাই? না কি কেউ ছিলই না এখানে?

তবে কি বোকা বানানো হয়েছে ওদেরকে, এমআইজে এজেন্টরা এরই মধ্যে টানেলের আরেক মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে? এই মুহূর্তে নিজেদের ক্যারিয়ারে চড়ছে তারা?

পরমুহূর্তে বুঝতে পারল, এখানে কিছু লোক রেখে যেতেই হবে ওয়াহাবাকে। হেলিকপ্টার নিয়ে বন্দিরা পালাবার চেষ্টা করলে তাদের ঠেকাতে হবে না? গ্যাস বোমার কারণে কিছু লোক যে মারা গেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে, নিশ্চিত হওয়ার জন্য উঁকি দিয়ে টানেলের ভিতরটা দেখবার সাহসও নেই ওর। ডানদিকে দশ ফুট সরে এল ও, তারপর ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। টানেলের এদিকের মুখে কী ঘটেছে জানা হলো না।

তেরো

উত্তর-পুব দিক থেকে হিম বাতাস বইছে, নওশের ও আসাদকে নিয়ে রিজ-এর মাথাটা পেরুচ্ছে রানা। জমিনে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা আলগা পাথর আর বিদঘুটে আকৃতির স্যান্ডস্টোন কাঠামোর মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছে ওরা। গর্ত, ফাটল, জমিনের উত্থান-পতন, মাটির ঢিবি ও সরু নালা প্রতি পদে বাধা সৃষ্টি করছে। তবে চেষ্টা করলে একটা পারসোনেল ক্যারিয়ার ঢালের এই মাথা পেরুতে পারবে। ওদের দশ কি বারো ফুট ডান দিকে বড় আকৃতির বোল্ডার ও গ্র্যানিটের বিরাট সব ভাস্কর্য দেখা যাচ্ছে, ওগুলোর মাঝখান দিয়ে যে কোনও গাড়ি চালানো সম্ভব।

আরেকটা সম্ভাব্য বিপদ হলো, জেনারেল ওয়াহাবা ওদের প্ল্যান

আন্দাজ করতে পেরে তার কিছু লোককে হয়তো স্কাউট হিসেবে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে—পায়ে হেঁটে আসছে তারা। কাজেই ওরা তিনজন অত্যন্ত সাবধানে এগোচ্ছে। প্রতিটি বড় পাথরের উপর নজর রাখছে, কালো ছায়ার ভিতর গাঢ় কিছু নড়ে কিনা দেখছে, সামান্য একটু শব্দ হলেও শুনতে পাচ্ছে কানে।

'নিশ্চিত হওয়া যায়নি, তোমার গ্যাস বোমা কাজ করল কিনা?' আবার জানতে চাইল আসাদ। 'হাত-পা ছোঁড়ার শব্দ, গোঙানি, কিছুই না?'

'না,' বলল রানা। 'কিছু শুনতে পাইনি।'

হঠাৎ থেমে গেল রানা, মাথাটা কাত করল একদিকে, একটা হাত তুলে শব্দ করতে নিষেধ করল। নওশের ও আসাদ দাঁড়িয়ে পড়েছে, তাদের মুখ নিষ্প্রাণ মূর্তির মত।

সামনে থেকে অস্পষ্টভাবে ভেসে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। টানেলের ভিতর দিয়ে ক্যারিয়ারের কাছে পৌঁছেছে জেনারেল ওয়াহাবা, আর ইঞ্জিনের গম্ভীর শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে আর্মারড ভেহিকেলটা ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে উপরে উঠে আসছে।

নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়, তবে অনুমান করা যায় ঢালের মাথাটা একশো ফুট চওড়া আর সাড়ে তিনশো ফুট লম্বা। ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে আন্দাজ করা গেল কিনারা পার হয়ে ক্যারিয়ারটা ঢালে উঠে আসবে ওদের কাছ থেকে প্রায় একশো ফুট ডান দিকে।

'আমরা বোধহয় বড় একটা সমস্যায় পড়তে যাচ্ছি!' বিড়বিড় করল আসাদ। যখন দেখল তার কৌতুকে রানা বা নওশের সাড়া দিচ্ছে না, ঠাণ্ডা সুরে আবার বলল সে, 'হিসেব করে জানতে হবে কোন্ রুট ধরে আসবে ক্যারিয়ারটা, তা না হলে প্ল্যান করা যাবে না...'

'কেউ তোমাকে মাথা ঘামাতে বলেছে?' ফিসফিস করল নওশের।

ডানদিকে ঘুরল রানা। 'এসো! তাড়াতাড়ি এগোতে হবে।'

'কোথায়?' জানতে চাইল নওশের।

রানা উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না, ছুট লাগাল। বোল্ডারগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা। লাফ দিয়ে ফাটল পেরুচ্ছে। বড় আকারের গর্তের কিনারা ঘুরে সামনে বাড়ছে। মাঝে-মধ্যে আলগা নুড়ি পাথরে হোঁচট খেতে হলো। ইঞ্জিনের আওয়াজ যখন সরাসরি সামনে চলে এল, দাঁড়িয়ে পড়ে চারদিকে চোখ বুলাল ওরা। বোল্ডার ছাড়াও মনুমেন্ট ও টাওয়ারের আকার নিয়ে ব্যাসল্ট ও গ্র্যানিট পাথরের স্ল্যাব একে অপরের গায়ে হেলান দিয়ে আছে, কোথাও তৈরি করেছে ত্রিশ ফুট উঁচু প্রকাণ্ড ধাপ। এ-সব কাঠামোর মাঝখানে একটা ক্যারিয়ারকে যেতে দেওয়ার মত যথেষ্ট ফাঁকা জায়গাও আছে, জমিন মোটামুটি সমতলই বলা যায়।

নওশের ও আসাদ একযোগে রানার দিকে ফিরল, চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন—এখন কী করা হবে?

'আমি বাঁ দিকের ওই পাথরটায় চড়ব,' ওদেরকে বলল রানা। 'তোমরা ডানদিকে থাকো। আশা করা যাক ক্যারিয়ারটা আমাদের মাঝখান দিয়ে যাবে। আমি গ্রেনেড ছুঁড়ব। তারপরও কেউ পালাচ্ছে দেখলে মেশিন গান চালাবে তোমরা।'

'আর যদি ক্যারিয়ারের আগে স্কাউটরা আসে?' সম্ভাব্য সমস্যার সমাধান জানতে চাইছে নওশের। 'ওয়াহাবা এত বোকা নয় যে সাবধান হবে না।'

সে থামতে না থামতে আসাদ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'স্কাউটদের কোনভাবেই আমাদের পেছনে যেতে দেয়া হবে না। ক্যারিয়ার ও তাদের মাঝখানে স্যান্ডউইচ হলে একজনও বাঁচব না।'

'ক্যাবের মেশিন গানেও একজন লোক থাকবে,' বলল নওশের।

'ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে ক্যাবের গানার ও স্কাউটদের ঠেকাবে তোমরা,' বলল রানা। 'আমি ক্যারিয়ারে হামলা করব। চার-পাঁচটা গ্রেনেড ছুঁড়লেই সামনের একটা চাকা ফেটে যাবার কথা।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল আসাদ। 'হ্যাঁ, ভাগ্য যদি সাহায্য করে।'

যে-যার পজিশনে পৌঁছে অপেক্ষা করছে ওরা। এবড়োখেবড়ো কিনারা বিশিষ্ট একটা গ্র্যানিট পাথরের মাথায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে রানা। ওর কাছ থেকে চল্লিশ ফুট দূরে, ফাঁকা জায়গার ওপারে, একগাদা বিরাট আকারের ধাপের মাথায় বসানো কয়েকটা বোল্ডারের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে নওশের ও আসাদ। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

অপেক্ষা করছে ওরা। কড়া নজর রাখছে। সামনের দিকে তাকিয়ে ইঞ্জিনের শব্দ শুনছে। এটা যুক্তির কথা, ক্যারিয়ারের ড্রাইভার সবচেয়ে কম বাধা দেখে পথ তৈরি করবে। রানা ও দুই আরব গেরিলার মাঝখানে, নীচের রুটটা, গাড়ি চালাবার জন্য সবচেয়ে অনুকূল।

চোখ মিটমিট করল রানা। কয়েক শো ফুট সামনে একটা ছায়ামূর্তিকে পাথরের গাঢ় ছায়ায় সরে যেতে দেখল? ছায়াটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, চোখের পাতা ফেলতেও ভয় পাচ্ছে।

প্রথমবারই ঠিক দেখেছে রানা। নিকষ কালো ছায়া থেকে বেরিয়ে আরেকটা পাথরের দিকে ছুটল একটা মূর্তি। লোকটার কাছে হয় সাবমেশিন গান, নয়তো অ্যাসল্ট রাইফেল রয়েছে। ও আশা করল নিঃসঙ্গ শত্রুকে নওশের ও আসাদও নিশ্চয় দেখতে পেয়েছে।

প্রথম ইজরায়েলি স্কাউটের দশ ফুট পিছনে আরও দুজন লোককে দেখতে পেল রানা, তাদের সাদা জোব্বা চাঁদের আলোয় স্পষ্ট হয়ে আছে। এই তিনজনের পিছু নিয়ে আসছে চতুর্থ ও পঞ্চম মোসাদ এজেন্ট। শেষ গানম্যানটাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করা কঠিন, কারণ সিরিয়ান বেদুইনের গাঢ় আলখেল্লা পরেছে সে।

পাঁচ ইজরায়েলি এজেন্টকে এক পাথর থেকে আরেক পাথরে সরে আসতে দেখছে রানা, অস্ত্রগুলো নিতম্বের কাছে ধরে আছে।

হঠাৎ করে তাদের পঁচাত্তর কি আশি ফুট পিছনে ঝুলে থাকতে দেখা গেল ক্যারিয়ারটাকে, আলো নেভানো ।

সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করল রানা, দুই সঙ্গীকে নিয়ে বিপদে পড়ে গেছে ও। ক্যারিয়ারটা কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে স্কাউটরা ওদের পিছনে চলে যাবে, তখন তাদেরকে ওরা দেখতে পাবে না।

নওশের ও আসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার কোনও উপায় নেই রানার। এখন শুধু আশা নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে, একেবারে শেষ মুহূর্তে স্কাউটদের ঝাঁঝরা করে দেবে ওরা, আর ক্যারিয়ারটা তখন ওর এত কাছে চলে আসবে যে, একটা এক্সপ্লোসিভ প্যাক ব্যবহার করতে পারবে ও।

খানিক পর পর স্কাউটদের এগিয়ে আসা দেখছে রানা, সেই ফাঁকে কাঁধের ব্যাগ থেকে তিনটে গ্রেনেড বের করে কার্তুজ বেল্টে ক্লিপ দিয়ে আটকে রাখল। ক্যানভাসের ব্যাগ দিয়ে বাকি আটটা গ্রেনেড শক্ত, আঁটসাঁট করে বাঁধল, একটা পাথরের ধারাল কিনারা দিয়ে স্ট্র্যাপটা চিরে দুই ভাগ করল, তারপর সেগুলো দিয়ে প্যাকটাকে ভালভাবে জড়াল, একটা স্ট্র্যাপের ফালি ফুট খানেক ঝুলে আছে। প্যাকেজ রেডি। রানা আশা করল নওশের ও আসাদও নিশ্চয় তৈরি।

জার্মান অ্যাসল্ট রাইফেলটা তুলে নিয়ে সিলেক্টর ঠেলে অটোমেটিক ফায়ারে দিল রানা। বিশ ফুট নীচে, ওর সামনে, প্রথম স্কাউটকে দেখতে পাচ্ছে ও। নাহ্ ! হতাশ বোধ করছে রানা। স্কাউটদের গুলি খাওয়া শুরু হলে, পারসোনেল ক্যারিয়ারটা ওর একশো ফুট সামনে থাকবে। সেটা অনেক বেশি দূর হয়ে যায়। কিন্তু এই সমস্যার কোন সমাধানও নেই। এখন প্যাকেজটা খুব জোরে ছুঁড়ে মারার উপরে নির্ভর করবে ক্যারিয়ারের কাছাকাছি পড়বে কিনা। তা যদি না পড়ে...

আর দেরি করতে পারে না রানা। সাইটে প্রথম স্কাউটকে ধরল

ও। ওর তর্জনী ট্রিগার পেঁচাল। নওশের ও আসাদের সঙ্গে ওর বোধহয় একটা টেলিপ্যাথিক বন্ধন তৈরি হয়েছে, কারণ যে মুহূর্তে অ্যাসল্ট রাইফেল পাহাড়ী নিস্তব্ধতা ভাঙল ঠিক তখনই গর্জে উঠল তাদের মেশিন গানও।

প্রথম স্কাউট, তীর-এর মাথা, রানার ৭.৯২ এমএম বুলেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ধাক্কাটা বারো ফুট পিছিয়ে নিয়ে গেল তাকে। আরব গেরিলা নওশের ও আসাদ প্রমাণ করল গানফাইটে অত্যন্ত দক্ষ তারা। প্রথম স্কাউটকে গ্রাহ্যই করেনি, ধরে নিয়েছে রানাই তার ব্যবস্থা করবে, দুজন একসঙ্গে গুলি করেছে বাকি চারজনকে লক্ষ্য করে।

ক্ষণস্থায়ী কাতর আওয়াজ শুনল রানা, তা থেকে আন্দাজ করল ওর সঙ্গীদের বুলেট দুজন ইজরায়েলিকে ফেলে দিয়েছে, যে দুজনকে ছায়ার ভিতরে হারিয়ে ফেলেছিল ও।

রানার রাইফেলও গর্জে উঠল আবার। বাঁ দিকের একটা ছায়া লক্ষ্য করে গুলি করেছে ও। বাকি দুই শত্রুর একজন নিশ্চয়ই ছিল ওখানে, তবে বেঁচে গেছে সে। ঠিক ওখান থেকেই পাল্টা গুলি হলো। এক ডজন হাই ইমপ্যাক্ট প্রজেক্টাইল রানার চারদিকের পাথরে ঠোকর দিল, একটা এত কাছে লাগল যে পাথরের কয়েকটা টুকরো আঘাত করল ওর ডানগালে।

রানা গুলি করল লোকটার বিরতির সময়, তার মাজল ফ্ল্যাশ আঁকা হয়ে আছে চোখে। চাপা একটা আর্তধ্বনি জানিয়ে দিল ব্যর্থ হয়নি ও।

এবার জেনারেল ওয়াহাবা ও তার সঙ্গের যোদ্ধারা অ্যাকশন শুরু করল। তিন কি চার সেকেন্ড অপেক্ষা করল রানা, দেখতে চাইছে নওশের ও আসাদ নিজেদের কাজ করে কিনা। বাহ্, ভারী দক্ষতার সঙ্গেই করল তারা!

ক্যারিয়ারের গান প্ল্যাটফর্মে উঠে এল একজন এজেন্ট, আর্মারড শিল্ড ঘুরিয়ে জায়গামত নিয়ে আসছে, কিন্তু পরমুহূর্তে ইহলোক

থেকে বিদায় নিতে হলো তাকে নওশের কিংবা আসাদের নির্মম এক ঝাঁক বুলেট খেয়ে।

আরও এক পশলা গুলি ড্রাইভার কমপার্টমেন্টের সামনে আঘাত করল, রিকোশের আওয়াজ শুনে মনে হলো ব্যথা পেয়ে একদল আহত পশু কাতরাচ্ছে। কমপার্টমেন্টের জোড়া ফাটল দিয়ে শত্রুরা যাতে গুলি করতে না পারে, নওশের কিংবা আসাদ সেদিকটা দেখছে।

রানার জন্য এখনই সময়। স্ট্র্যাপ ধরে গ্রেনেডের প্যাকেজটা তুলল ও, সিধে হয়ে দাঁড়াল, দৃষ্টি দিয়ে দূরত্ব মাপল, তারপর বান্ডিলটা ছুঁড়ে দিল যত জোরে পারা যায়।

চাঁদের আলোয় ধনুকের আকৃতি তৈরি হতে দেখছে রানা, এরই মধ্যে আগের জায়গায় শুয়ে পড়েছে ও। পাশ থেকে রাইফেল তুলল।

প্যাকেজটা পড়ল ক্যারিয়ারের সামনে, ছয় ফুট বাম দিক ঘেঁষে, কয়েকটা পাথরের মাঝখানে। কোনও রকম ইতস্তত না করে ক্যানভাস বান্ডিলটা লক্ষ্য করে এক পশলা গুলি করল ও। আটটা গ্রেনেড দুনিয়া ফাটিয়ে দেওয়ার মত শব্দ করে বিস্ফোরিত হলো। এক ঝলক আগুনের শিখা দেখা গেল, এক গাদা শ্র্যাপনেল পাথরে ও মাটিতে আঘাত করবার আওয়াজ শোনা গেল—ব্যস, আর কিছু নয়। ধোঁয়া সরে যেতে শুরু করেছে। ক্যারিয়ারটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। ওদিক থেকে নওশের ও আসাদ ক্যাবের সামনে কয়েক পশলা গুলি করে আরও দুজন মোসাদ অপারেটরকে খুন করল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। আটটা গ্রেনেড কাজে লেগেছে। বিস্ফোরণে ক্যারিয়ারের সামনের একটা চাকা ধ্বংস হয়েছে। এখনও মাউন্টিং-এর সঙ্গেই রয়েছে সেটা, তবে দুমড়েমুচড়ে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা পেয়েছে। বাম দিকে কাত হয়ে গেছে শত্রুদের বাহন। ওটা আর কোনও দিন নড়বে না।

রানা ও তার দুই সঙ্গীও নড়বে না, পজিশন বদলে পাথরের উপর থেকে তাড়াতাড়ি না নামলে। রিলোড করবার জন্য নওশের ও

আসাদের সময় দরকার হলো, সেই সুযোগে দুজন ইজরায়েলি ক্যাবের ছাদের পিছনে বসানো মেশিনগানের কাছে পৌঁছে গেল, একজন শিল্ড টেনে নামাচ্ছে, আরেকজন খপ করে ধরে ফেলল গাইড হ্যান্ডেল।

লোকটা ফায়ার ওপেন করবার ঠিক আগে স্ল্যাবের কিনারা থেকে পিছিয়ে এল রানা, দেখল পিছনের হ্যাচওয়ে থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে ইজরায়েলিরা, তারপর ডান ও বামদিকের পাথরের আড়াল লক্ষ্য করে ছুটছে।

রানার তলপেটে গিঁট তৈরির অনুভূতি হচ্ছে। একটা ক্যারিয়ারের ভিতরে এত শত্রু থাকে কী করে! এর একটাই জবাব, ওর গ্যাস বোমায় তেমন কেউ মারা যায়নি। টানেলের মুখে অল্প কয়েকজন ইজরায়েলিকে রেখে জেনারেল ওয়াহাবা সবাইকে নিয়ে ক্যারিয়ারের কাছে ফিরে গিয়েছিল।

চিন্তার বিষয় হলো, জানার কোনও উপায় নেই নীচে সব মিলিয়ে কতজন তারা। ক্যারিয়ারের যে ধারণ ক্ষমতা, সংখ্যাটা তার দ্বিগুণও হতে পারে। সেক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন শত্রুর সঙ্গে জান বাঁচানোর লড়াইয়ে নামতে হবে ওদেরকে।

অ্যাসল্ট রাইফেলে একটা ফুল ম্যাগাজিন ভরল রানা। পাথরের মাথা থেকে পিছলে নীচের জমিনে নেমে এল। নামবার সময় একটু ডান দিকে সরে গেল। নওশের ও আসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার ইচ্ছে, ভাবছে তিনজন মিলে একটা প্রতিরক্ষা বৃত্ত তৈরি করা যায় কিনা।

ওর ষাট ফুট উত্তর থেকে মেশিন গানের খেঁকানি ভেসে এল–সে-ই দুই ইজরায়েলি। পশ্চিম থেকেও গুলিবর্ষণের আওয়াজ আসছে। শালারা ছড়িয়ে পড়ছে, ভাবল রানা।

তারপরই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। দেখে ফেলেছে ওকে! ট্রাউজার ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট, বাম উরুর পিছনের মাংস ছুঁতে ছুঁতেও ছোয়নি। আরেকটা বুলেট মাথার চুলে সিঁথি কাটল,

চাঁদি গরম হয়ে উঠল রানার, চুল পোড়ার গন্ধ ঢুকল নাকে। তৃতীয় বুলেটটা ওর কলারের পিছনে টান দিল, ওর কাছ থেকে কয়েক ফুট দূরের একটা পাথরে লেগে দিক বদলে চলে গেল আরেকদিকে।

ডাইভ দিয়ে ছোট একটা গর্তের ভিতরে পড়ল রানা। ক্রল করে সরে এল আগের পজিশন থেকে বিশ ফুট দূরে।

গ্র্যানিটের দুটো ঢিবি; রানার আড়াল, হাই ভেলোসিটি বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত হলো। এগিয়ে আসবার সময় গানম্যানরা ধরে নিয়েছে ওকে কোণঠাসা করে ফেলেছে তারা।

পাথরের পিছন থেকে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে ছয় কি সাতজনকে এঁকেবেঁকে ছুটে আসতে দেখল রানা, মাঝে মধ্যে থেমে দু'এক পশলা গুলি করছে। মনে মনে হাসল ও। লোকগুলো সতর্কতা বিসর্জন দিয়ে সোজা খোলামেলা মৃত্যুফাঁদে ছুটে আসছে।

একটা পাথরের উপর মেশিন গানের ব্যারেল রেখে ঝাড়ু দেওয়ার ভঙ্গিতে ফায়ার শুরু করল রানা। ইজরায়েলিরা ওর দিকে অস্ত্র ঘোরাবার সময়ই পেল না। বুলেটের ঝাঁক কাপড়চোপড় ফুটো করে মাংসে ঢুকে যাচ্ছে। একটা বুলেট এক লোকের বুকে ঝুলে থাকা গ্রেনেডে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো সে।

নওশের ও আসাদের উপর বিশ্বাস আছে রানার, উত্তর দিকটা নিশ্চয়ই নিজেদের দখলে রেখেছে ওরা; বেল্ট থেকে দুটো স্টিক গ্রেনেড নিয়ে একটার পিন খুলল ও, তারপর ছুঁড়ে দিল পশ্চিমে। দ্বিতীয়টা ছুঁড়ল প্রথম বিস্ফোরণের বিশ ফুট ডানদিকে। আবার শুয়ে পড়ল, গ্র্যানিটে শ্র্যাপনেলের আওয়াজ শুনছে।

পশ্চিম দিক থেকে আর্তনাদ ও গোঙানির শব্দ ভেসে এল। একজন ইজরায়েলি, হাত দিয়ে শক্ত করে থেঁতলান মুখটা চেপে ধরে আছে, হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে আসছে রানার দিকে। আরও কয়েকজন মোসাদ এজেন্ট, বিস্ফোরণের ধাক্কায় আহত, হত-বিহ্বল, মাতালের মত এলোমেলো পা ফেলে হেঁটে আসছে, হুঁশ নেই যে, রানার অস্ত্র ও তাদের মাঝখানে কোনও আড়াল থাকছে না।

এখনই এগোবার সময়। গ্র্যানিটের বড় বোল্ডারগুলোর কাছাকাছি থাকবার চেষ্টা করছে রানা, ক্রল করে ছয়-সাত গজ এগোল, তারপর লাফ দিয়ে সিধে হয়েই ছুটল উত্তর দিকে। পিছনে, ওর ছেড়ে আসা পজিশনের আশপাশে, বিস্ফোরিত হলো কয়েকটা গ্রেনেড। পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল আওয়াজগুলো।

বামদিকে নওশেরকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা, ত্রিশ ফুট দূরে। 'নওশের,' গলা চড়িয়ে বলল ও, 'আমি তোমার সামনে।'

কথা বলায় ঝুঁকি আছে জানত রানা। প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েক সেকেন্ড পরেই। ক্রল করে অল্প ডেবে থাকা জমিনে নেমে এল ও, কাছাকাছি একটা ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে—আসলে লাইমস্টোনের প্রকাণ্ড একটা স্ল্যাব। আন্দাজ করল, ওর চারপাশের পাথরে অন্তত একশো বুলেট লেগেছে, রিকোশের তীক্ষ্ণ আওয়াজে রি-রি করে উঠল গা।

আরও নিরাপদ একটা জায়গার খোঁজে চারদিকে তাকাল রানা, কিন্তু পেল না। ওর সমান্তরালে শুধু একটা ফাটল আছে। আধো অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে মনে হলো তির্যক একটা রুট ধরে মাত্র দশ ফুটের মত দক্ষিণে এগিয়েছে সেটা।

একটু একটু করে পাথরের বড়সড় ফাটলটার দিকে এগোল রানা। কাছে এসে উঁকি দিয়ে নীচে তাকাল। গর্তটার একদিকের দেয়ালে চাঁদের আলো পড়েছে। দেখা গেল গভীরতা পাঁচ ফুটের কম হবে তো বেশি নয়। পালানোর পথ হিসেবে আদর্শ। ঝুপ করে নেমে পড়ল রানা, রওনা হলো উত্তরে। আশা করল ওর নামবার শব্দটা নওশের ও আসাদ যদি শুনে থাকে, না দেখে নিশ্চয়ই গুলি করবে না।

ফাটলটার সামনের বাঁকে নুড়ি পাথরে পা ফেলবার আওয়াজ চমকে দিল রানাকে। দাঁড়িয়ে পড়ে শুনছে। পায়ের শব্দও থেমে গেল।

'মাসুদ ভাই? তুমি নাকি?' চাপা গলায় ফিসফিস করে জানতে চাইল নওশের, আরবিতে।

'আমি তোমার সামনে,' একই ভাষায় জবাব দিল রানা, হাঁফ ছাড়ল। 'এক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব।'

'স্টপ!' কঠিন সুরে নির্দেশ দিল নওশের। 'আমাদের নাম বলো।'

হাসল রানা, জানে এ-ধরনের সতর্কতার প্রয়োজন আছে। 'আলাবি নওশের ও আশরাফুল আসাদ, এই দুই জোকার সন্দেহ করছে আমাকে।'

'চলে এসো, মাসুদ ভাই!' হেসে উঠে ডাকল আসাদ।

দ্রুত সামনে বাড়ল রানা, বাঁকটা ঘুরল, একটু পরেই মিলিত হলো দুই গেরিলার সঙ্গে। রানার মত তারাও ধুলো মেখে সাদাটে হয়ে আছে।

'কজন?' সংক্ষেপে জানতে চাইল রানা।

'কমপক্ষে বারোজনের কথা জানি,' রানার দেখাদেখি ফিসফিস করল আসাদ। 'শালারা বোকা, সরাসরি ছুটে এসে হামলা চালাচ্ছিল। তুমি?'

'ওই রকমই হবে। জেনারেল ওয়াহাবা বা কোয়াফকে দেখেছ?'

দুজনেই মাথা নাড়ল। 'চেহারা দেখার সুযোগ পাইনি,' বলল নওশের। 'তবে অন্তত দুজনকে মেয়ে বলে মনে হয়েছে। এরপর কী?'

'গুলি না খেয়ে ফাঁকা জায়গাটা পার হওয়া সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'চলো, পেছন দিকে ফিরে গিয়ে যে-কজন আছে তাদেরকে শেষ করি। তবে সাবধান, ক্যারিয়ারের মেশিন গানে কিন্তু এখনও লোক থাকতে পারে।'

গভীর ফাটল ধরে আরও ত্রিশ-চল্লিশ ফুট এগোল ওরা, তারপর থেমে কান পাতল। নীরবতা ভয় পাইয়ে দিল তিনজনকেই। টিলার মাথায় যা-ও বা অল্প কিছু জীব-জন্তু আছে, গোলাগুলির শব্দে ভয়

পেয়ে নড়াচড়া বন্ধ করে দিয়েছে সবাই; অস্বাভাবিক নীরবতা স্নায়ুতে চাপ সৃষ্টি করছে। এমআইজের শয়তানগুলো হারিয়ে ফেলেছে ওদেরকে। তবে ওরাও জানে না তারা কোথায়।

ফাটলের কিনারা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল রানা, তারপর চারদিকে চোখ বুলাল। একদিকে বিভিন্ন আকার-আকৃতির পাথর ছড়ানো। আরেক দিকে বড় একটা খালি জায়গা। ওরা কী করবে বলে আশা করছে মোসাদ এজেন্টরা? তারা জানে ওরা এত বোকা নয় যে ফাঁকা জায়গাটা পার হওয়ার চেষ্টা করবে। তবে ধরে নেবে এই জায়গার কাছাকাছিই লুকিয়ে থাকবে ওরা।

ওদেরকে ঘিরে ফেলবে তারা। হয়তো একটা বৃত্ত তৈরি করবে।

বৃত্তটা ছোট হয়ে আসবার আগেই তাদের পিছনে চলে যেতে চায় রানা। 'এসো, ওই পাথরগুলোর দিকে যাই,' প্রস্তাব দিল ও। ফাটল থেকে উঠে ছড়ানো পাথরের মাঝখান দিয়ে এগোল তিনজন, যতটা সম্ভব নিচু করে রেখেছে যে-যার মাথা। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ওদের গাইড, অর্থাৎ রানা। উজ্জ্বল জ্যোছনায় সামনে তিনটে শরীর দেখতে পেয়েছে ও, একটা স্ল্যাব পাথরের এক ধারে পড়ে রয়েছে।

'সাবধান,' ফিসফিস করল রানা। 'ফাঁদ হতে পারে।'

'এই তিন কুত্তাকে আমরাই বোধহয় খুন করেছি,' নিচু গলায় বলল নওশের। 'সাফারি হ্যাটটা চিনতে পারছি, একজনের মাথায় তখন দেখেছিলাম।'

বাগিয়ে ধরা অস্ত্র নিয়ে লাশগুলোর পাশে পৌঁছাল ওরা। একটা লাশ এক তরুণীর, তবে প্যান্ট-শার্ট পরা। নিষ্প্রাণ চোখ দুটো আকাশ ও তারার দিকে স্থির হয়ে আছে। কোমরে জড়ানো রক্তাক্ত হোলস্টারে একটা মেশিন পিস্তল রয়েছে। সেটা বের করে নিয়ে নিজের বেল্টে গুঁজল রানা, তারপর নওশেরের দিকে তাকাল। বাকি দুটো লাশ সার্চ করছে সে। ওদেরকে কাভার দিচ্ছে আসাদ।

একটা লাশের কবজি ধরে রানার দিকে তাকাল নওশের। 'মাসুদ ভাই, দেখো এর হাতে একটা সিকো ক্রনোগ্রাফ রয়েছে।'

'খুলে নাও,' বলল রানা। 'কাজে লাগতে পারে।'

আবার এগোচ্ছে ওরা। সামনে পড়ল বিরাট একটা বোল্ডার। সেটাকে ঘুরে এগোচ্ছে, উত্তেজনায় ধক-ধক করছে ওদের বুক। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে উল্টোদিক থেকে আসা চার ইজরায়েলিও ওদের মতই হকচকিয়ে গেল। বলা যায় পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার উপক্রম হলো ওদের সাতজনের।

প্রথমে রিয়্যাক্ট করল রানা। সামনের দিকে ধরাই ছিল অস্ত্র, শুধু ট্রিগার টেনে ঝাড়ু দেওয়ার ভঙ্গিতে একদিক থেকে আরেক দিকে ঘোরাল। কয়েকটা 'হলো'-পয়েন্টেড বুলেট প্রথম খুনিকে প্রায় দু'টুকরো করে ফেলল। একই সঙ্গে নওশের ও আসাদ লাফ দিয়ে এক পাশে সরে গেছে, তারপর যে যার অস্ত্রের ট্রিগার টেনে ধরেছে, শত্রুরা কেউ গুলি করতে পারার আগেই।

মাথার দিকে খসখসে একটা আওয়াজ শুনে ঝট করে চোখ তুলল রানা, সঙ্গে সঙ্গে আরেক বিস্মিত ইজরায়েলিকে দেখতে পেল। লোকটার শরীর পিছলে ওর দিকে নেমে আসছে, পতন ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টায় হাত-পা উন্মত্তের মত এদিক ওদিক ছুঁড়ছে। বোঝা গেল ক্রল করে ফাটলের কিনারায় পৌঁছেছিল সে, ওদেরকে লক্ষ্য করে নীচে গুলি করতে যাচ্ছিল, এই সময় মার্বেলের মত মসৃণ ব্যাসল্টে পিছলে গেছে শরীরটা।

সরে যাওয়ার সময় পেল না রানা। সরাসরি ওর উপরে নেমে এল লোকটা, হাতের অস্ত্র ছেড়ে দিয়েছে। সংঘর্ষের ফলে রানার হাত থেকেও ছুটে গেল রাইফেলটা।

'আয় শালা!' গালি দিল লোকটা। 'কেটে টুকরো করি তোকে!' রানাকে নিজের নীচে আটকে রাখবার চেষ্টা করছে সে, ভাঁজ খাওয়া ওয়েস্টকোট থেকে টেনে একটা ছুরি বের করল।

তার বাম চোখে একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিল রানা, আরেক হাত দিয়ে কবজি ধরে ফেলেছে, ছুরির ফলাটা একটুর জন্য ওর গলায় বিঁধল না। এরপর দুজন দুই দিকে গড়াল, তারপর

পড়িমরি করে সিধে হলো।

রানা উদ্বিগ্ন, তবে লোকটা লম্বায় ওর চেয়ে ছয় ইঞ্চি আর ওজনে পঞ্চাশ পাউন্ড বেশি বলে নয়। ও ভয় পাচ্ছে এই গ্রুপটাকে ওরা খতম করবার আগেই না বাকি ইজরায়েলিরা এসে পড়ে। গুলির আওয়াজ ওদের অবস্থান প্রকাশ করে দিয়েছে।

প্রকাণ্ড মোসাদ এজেন্ট, রানার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, ঝাঁকি দিয়ে ছুরি ধরা হাতটা ছাড়িয়ে নিল। এরপর ডগাটা গাঁথার ভঙ্গিতে সোজা ছুরি চালাল সে, তবে তার আগেই পিছু হটতে শুরু করেছে রানা।

রণে ভঙ্গ দিচ্ছে ধরে নিয়ে ছুটে এল খুনিটা, ছুরি ধরা হাত মাথার উপরে। নাগালের মধ্যে পেয়ে রানার গলা লক্ষ্য করে ছুরি চালাল সে। একেবারে শেষ মুহূর্তে ঝপ করে বসে পড়ল রানা।

টার্গেট মিস করল লোকটা। এবার ওকে জুডো হোল্ডে ধরে উপরদিকে থ্রো করল রানা। ওর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল শত্রু, পড়ল একটা চওড়া বোল্ডারের উপর পেট দিয়ে।

ঘুরল রানা। ভরা-পেট অলস অজগর মনে হলো লোকটাকে। ছুরিটা হাত থেকে কোথাও পড়ে গেছে, চারপাশে হাতড়ে খুঁজছে সেটা।

এক পা এগিয়ে বুকে লাথি মেরে লোকটাকে বোল্ডারের উপর থেকে ফেলে দিল রানা। উপুড় হয়ে পড়েছে সে। তার ডান কনুইয়ের উপর দিকে পা দিয়ে দাঁড়াল রানা, ঝুঁকে কবজি ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। মট করে আওয়াজের সঙ্গে ভেঙে গেল হাতটা। ভোঁতা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। আর হামলা করবার শক্তি নেই। তারপরও চিবুক ও পাঁজরে কষে দুটো লাথি মেরে তাকে অজ্ঞান করল রানা।

লাফ দিয়ে তাকে টপকে আসবার সময় নওশেরকে দেখতে পেল ও, দুজন ইজরায়েলির সঙ্গে লড়ছে। তবে তার কোনও সাহায্য দরকার নেই।

এক লোকের চিবুকের নীচে সাবমেশিন গানের মাজল সেঁধিয়ে দিয়ে ট্রিগার টানল নওশের। ব্যারেল থেকে একটা ৭.৬২ এমএম প্রজেক্টাইল বেরুল। মারা যাওয়ায় ঢলে পড়ছে লোকটা। সাবমেশিন গানের ব্যারেল দিয়ে দ্বিতীয় লোকটার মুখে গুঁতো মারার কাজে বাম হাতটা ব্যবহার করল নওশের। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল শত্রু, নওশেরের ডান হাত ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তে গুলি করে তার বুকটা ঝাঁঝরা করে দিল নওশের।

ওদিকে আসাদও অন্য একজনের সঙ্গে লড়ছে। মেশিন পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে লোকটার খুলি ফাটিয়ে দিল সে।

আহত শত্রুর নীচ থেকে নিজের অস্ত্রটা উদ্ধার করতে যাচ্ছে, আসল ভয়টাকে বাস্তবে রূপ নিতে দেখল রানা। কাছে চলে আসছে এমআইজের খুনিরা।

চারদিক থেকে এত দ্রুত এল তারা, নিজের অ্যাসল্ট রাইফেল বা ইজরায়েলি লোকটার ফেলে দেওয়া রাশান মেশিন গান তুলে নেওয়ার সময় পাওয়া গেল না। ওর দুই হাত বেল্ট ও হোলস্টারে পৌঁছে গেছে। টান দিয়ে মেশিন পিস্তল ও ওয়ালথার বের করল। গুলি শুরু করল ওরা তিনজন একসঙ্গে। নওশের ও আসাদের চোখে-মুখে গম্ভীর দৃঢ়তা ফুটে আছে। তিনজনই ওরা মাথা নিচু করে ঘন ঘন জায়গা বদলাচ্ছে, গুলি করছে লক্ষ্যস্থির করার পর, এলোপাথাড়ি নয়।

তবে ভাগ্য ওদের বিপক্ষে। সংখ্যায় শত্রুরা অনেক বেশি। একটু পরেই তারা ঘিরে ফেলল ওদেরকে। মেশিন পিস্তলের শেষ গুলিটা রানা খরচ করল একজন ইজরায়েলি এজেন্টকে খুন করতে, লোকটা নওশেরের পিঠে ছুরি গাঁথতে যাচ্ছিল।

গোটা এলাকায় চোখ বুলাল রানা। দেখেই বোঝা যায় শত্রুপক্ষের অবশিষ্ট শক্তির মুখোমুখি হয়েছে ওরা। তাদের সঙ্গে জেনারেল ওয়াহাবাও রয়েছে! তাকে রানা ওর দক্ষিণ-পুবে দেখতে পেল, হাতে একটা রাশান সাবমেশিন গান। তার ডানে রয়েছে

তায়ফা সালোনার ভাই শিয়ালমুখো আব্রা কোয়াফ, কপালে বাঁধা কালো পট্টির লেজ মাথার পিছনে বাতাসে উড়ছে। জেনারেলের বাম দিকে রয়েছে সালোনা। তার হাতের অস্ত্রটা একে-৪৭ বলে মনে হলো। তিনজনই তারা ছুটে আসছে ওদের দিকে। তবে গুলি করতে পারছে না, কারণ দুই দলের মাঝখানে অতি উৎসাহী একজন মোসাদ এজেন্ট রয়েছে।

রানার ওয়ালথারে এখনও পাঁচটা গুলি আছে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে অতি উৎসাহীর মুখে এক রাউন্ড খরচ হলো। এরপর ওয়ালথারটা বাঁ হাতে চালান করে দিয়ে ডান হাতটা একটু মুচড়ে সামান্য ঝাঁকি দিল ও। স্ট্র্যাপ থেকে বেরিয়ে নেমে এল ছুরি, মেলে রাখা তালুতে এসে থামল হাতলটা।

৭.৬২ এমএম বুলেট এড়াবার জন্য লাফ দিয়ে একপাশে সরে এল রানা। ঠিক ওই সময় একজন ইজরায়েলির মুখটা মেশিন পিস্তলের বাড়ি মেরে থেঁতলে দিল আসাদ। কোনও বিরতি নেই তার, দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতারও বুঝি কোনও তুলনা হয় না। আধ পশলা গুলি ছুঁড়ে হামলা করতে কাছে চলে আসা দুজন ইজরায়েলিকে ফেলে দিল সে, তারপর বন করে ঘুরে আরও দুজনকে গুলি করে থামিয়ে দিল–এদের পেট বলে কিছু থাকল না, নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে আসছে। পড়ে যাওয়ার পর আর নড়ল না প্রথম লোকটা। দ্বিতীয়জনের চিৎকার শুনে বোঝা গেল, সে মেয়ে।

ডাইভ দিয়ে গ্র্যানিটের একটা চ্যাপটা স্ল্যাবের আড়ালে পড়ল রানা, দেখতে দরজার কবাটের মত; জানে জেনারেল ওয়াহাবা ও তার দুই সঙ্গী ওর কাছ থেকে মাত্র পঁচিশ ফুট সামনে রয়েছে। নিশ্চয় তারাও জানে কোথায় রয়েছে ও।

ছুরিটা দ্রুত বেল্টে গুঁজে রেখে ওয়ালথার রিলোড করল রানা, তারপর নিজেকে বাধ্য করল অপেক্ষায় থাকতে। সাবধানের মার নেই ভেবে চারদিকে চোখ বুলাল ও। পরমুহূর্তে আবার ডাইভ দিতে হলো। এক সেকেন্ড পর উজির প্রজেক্টাইল চেইন কবাট আকৃতির

পাথরটাকে প্রায় গুঁড়িয়ে দিতে শুরু করল। চারদিকে টুকরো পাথর ছুটছে। ধুলোর মেঘ তৈরি হলো। যে লোকটা গুলি করছে, রানার ডানে একটা স্যান্ডস্টোনের আড়াল থেকে সিধে হতে দেখা গেল তাকে। ওর সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল একটা পজিশনে রয়েছে সে। লোকটাকে অল্প সময়ের জন্য হেডকোয়ার্টার তাঁবুতে দেখেছে রানা, তারপরও চিনতে অসুবিধে হলো না। এই গানম্যান মেজর মঈনিহান, জেনারেল ওয়াহাবার অত্যন্ত বিশ্বস্ত এইড।

জান হাতে করে দ্রুত ক্রল করছে রানা, গন্তব্য একজোড়া লম্বা গ্র্যানিট স্ল্যাবের মাঝখানের ছোট্ট ফাঁক।

লোকটা সিধে হয়েছে, আবার গুলি করবে। সে ভেবেছে এক কোণে আটকা পড়ে অসহায় বোধ করছে রানা। এটাই তার মারাত্মক ভুল হলো।

মঈনিহানের বুলেট নগ্ন পাথরে আঘাত করল। নিজের নতুন পজিশন থেকে ওয়ালথারের ট্রিগার টানল রানা, একই সঙ্গে নওশেরও কোথাও থেকে পাওয়া একটা রাশান সাবমেশিন গান চালাচ্ছে। রানার দুটো বুলেট মঈনিহানের বুক ভেঙে দিল। আরও এক ঝাঁক বুলেট, নওশেরের, তার বাম পাশে সেলাইয়ের ফোঁড় তৈরি করল।

রানার জানা হলো না জেনারেল ওয়াহাবা, নাকি কোয়াফের গুলিতে খুন হলো নওশের। শুধু শুনতে পেল ওর সামনে, একটু ডানে, একটা আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল, বুলেটের বিরতিহীন বিস্ফোরণ ইরাকী মুক্তিযোদ্ধাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে গলা থেকে নাভী পর্যন্ত, সেই সঙ্গে ঠেলে পিছনদিকে নিয়ে যাচ্ছে শরীরটাকে। শরীরে বিশ-পঁচিশটা টানেল নিয়ে নিশ্চয়ই মারা গেছে সে।

আরও এক পশলা গুলি হলো। এটা আসাদের সাবমেশিন গান থেকে। কিন্তু তাকেও বোধহয় হারাল রানা। হঠাৎ ঝপ করে বসে পড়ে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে। সে কি মারা গেল? রানা জানে না। সাহস করে ডাকতেও পারছে না।

রানা নিশ্চিত ওর সামনে পাথরের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে ওয়াহাবা। তার সঙ্গে দুই ভাই-বোনও নিশ্চয় আছে—কোয়াফ ও সালোনা। ফিনিক ফোটা জ্যোছনায় চোখ দুটো সরু করল রানা। ওর পিছনে কি কোনও ইজরায়েলি লুকিয়ে আছে? যদি থাকে, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না ও। যদি থাকে, ওকেও দেখেনি তারা, তা না হলে গুলি করত। এমন কী হতে পারে, শুধু ওরা চারজন বেঁচে আছে। ও, ওয়াহাবা, কোয়াফ ও সালোনা?

রানার কাছে অস্ত্র বলতে ওয়ালথার ও ছুরিটা। সাবধানে ক্রল করে এগোচ্ছে ও। পাশের নিচু গ্র্যানিট স্ল্যাব বেশ লম্বা, ক্রমশ বাঁকা হয়ে একদিকে চলে গেছে। রানার সন্দেহ ওদিকেই লুকিয়েছে শত্রু।

সতর্কতার সঙ্গে ধীরে ধীরে, আলগা পাথর যাতে শব্দ না করে, আরও বিশ ফুট এগোল রানা। ভাবছে, প্রতিপক্ষ তিনজন লুকিয়ে না থেকে উল্টোদিকে যাচ্ছে কিনা। স্থির হলো, কান পেতে আছে। নিশ্চিত হতে পারল না, তবে মনে হলো ডান দিকে আলগা পাথর নড়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। কিছুই নেই, আলো ছায়ার ভিতর কিছু নড়ছেও না।

সামান্য একটু উঁচু হলো রানা, স্ল্যাবের তৈরি নিচু পাঁচিলের উপর দিয়ে এবার ডানদিকে তাকাল। পনেরো ফুট দূরে রয়েছে তারা—জেনারেল ও তার দুই সঙ্গী। তিনজনই ক্রল করে দূরে সরে যাচ্ছে রানার কাছ থেকে।

গ্র্যানিট পাঁচিলের আড়াল থেকে গুলি করতে পারে রানা। না করবার কারণ হলো, ক্রল করা টার্গেট একাধিক হওয়ায় সবাইকে গুলি লাগানো সহজ হবে না, এক কি দুজন হয়তো পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। ওর হাতে পিস্তল রয়েছে, ওদের অটোমেটিক সাবমেশিন গান ও মেশিন পিস্তলের সঙ্গে পেরে উঠবে না।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, পাঁচিলের শেষ মাথা ঘুরে এসে হাতের ওয়ালথার তুলল। আওয়াজ শুনে তিনজনই ঘাড় ফেরাল,

চোখে-মুখে বিস্ময় ও উদ্বেগ। দুটো গুলি করল রানা, টার্গেট করেছে ওয়াহাবাকে। কিন্তু লোকটার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কোয়াফেরও। ওদের মাথায় কী চলছে জানে রানা, কারণ এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আগে অস্তিত্ব রক্ষার যুক্তি ব্যবহার করত নিজেও। জানে এক সেকেন্ডের মধ্যে গুলি করা সম্ভব নয়, কাজেই বিদ্যুৎবেগে সরে গেল এক পাশে। শুধু সালোনা নিজেকে ঘোরাবার চেষ্টা করল।

বোকার মত লাফ দিয়ে সিধে হলো সে, রানার দিকে ঘোরাতে চেষ্টা করল হাতের একে-৪৭ রাইফেলটা। সময় পেলেও, তার দিকে ওয়ালথারের মাজল না ঘুরিয়ে ছুরিটা ছুঁড়ে মারল ও।

চেঁচাচ্ছে সালোনা, হাতের অস্ত্র ফেলে দিল, এক সেকেন্ড ওকে দেখে নিয়ে দুই হাতে ছুরির হাতল ধরল। তার পাঁজরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে ওটা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে জমিনে ঠেকল, তারপর ঢলে পড়ল একপাশে। শরীরটা দু'এক মুহূর্ত ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল।

রানা জানে ওয়াহাবা ও কোয়াফের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। দুটো সাবমেশিন গানের সঙ্গে পারা সম্ভব নয়। ছুরিটা ছুঁড়ে সময় নষ্ট করেনি, নিখাদ ইন্সটিঙ্কট-এর নির্দেশে নির্দিষ্ট একটা পয়েন্ট লক্ষ্য করে ডাইভ দিয়েছে। সেই মুহূর্তে ওই জায়গা থেকেই লাফ দিয়ে সিধে হলো দুই শত্রু।

যেহেতু হামলা করছে, তৈরি ছিল রানা। মাটিতে পড়বার আগে কোয়াফের গলাটা পেঁচিয়ে নিল এক হাতে, বুকের নীচে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে ওয়াহাবাকেও ফেলে দিল।

কোয়াফ আগে পড়ল জমিনের উপর পিঠ দিয়ে। তার উপরে রয়েছে রানা, শুনতে পেল লোকটার মাথা ঝুনো নারকেল ফাটার মত শক্ত আওয়াজ করল পাথরে ঠুকে যাওয়ায়। না মরলেও, এভাবে কারও খুলি ফাটলে তার জ্ঞান থাকবার কথা নয়, তারপরও বুকে মাজল ঠেকিয়ে একটা গুলি করল রানা। তাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে, দেখল নিজের পতন সামলে নিয়ে ওর মাথার দিকে সাবমেশিন গান ঘোরাচ্ছে ওয়াহাবা। এক হাতে এই হামলা ঠেকানো সম্ভব নয়

বুঝতে পেরে ওয়ালথারটা ছেড়ে দিল ও, খপ্ করে সাবমেশিন গানের ব্যারেলটা ধরে ফেলল, চেষ্টা করল লোকটার উরুসন্ধিতে হাঁটুর গুঁতো মারতে।

এত বড় শরীর নিয়ে তার বয়সী এক লোকের ক্ষিপ্রতা অবিশ্বাস্য, শরীরটাকে ধনুকের মত বাঁকা করে গুঁতোটা এড়িয়ে গেল সে। এরপর ওর পায়ের পাতার উপর দাঁড়াবার চেষ্টা করল, সেই সঙ্গে ঝাঁকি দিয়ে মুক্ত করতে চাইল অস্ত্রটা। স্টিল-ফ্রেম স্টক-এর উপর দিকটায় বাম হাতের আঙুল পেঁচাল রানা, তারপর কষে একটা লাথি মারল তলপেটে।

রাগে ও ব্যথায় এক সেকেন্ড চেঁচাল জেনারেল, তারপর কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল দুজন। ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর জেনারেল, মোসাদের সাবেক অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ওয়াহাবাকে এখন আর ধোপদুরস্ত, পরিপাটি, স্মার্ট এমআইজের লিডার বলে মনে হচ্ছে না। তার গোঁফ ও লম্বা জুলফিতে জমা ধুলো ঘামে ভিজে গেছে। মাথার চুল কাকের বাসা। পাথরের কণার আঘাতে রক্ত গড়াচ্ছে কপাল ও গালের অনেক জায়গা থেকে, শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে ধারাগুলো। চোখ দুটো ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে।

ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইছে রানার হাত-পা। ওর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী লোকটা। ভাব দেখে মনেও হচ্ছে না তাকে দুর্বল করতে পেরেছে ও। বোধহয় উল্টোটাই সত্যি, একমাত্র সন্তানের হত্যাকারী হিসাবে রানার প্রতি ঘৃণার কোন সীমা নেই তার, সেই ঘৃণা তাকে অতিরিক্ত শক্তি যোগাচ্ছে। মোচড় দিয়ে সাবমেশিন গানটা তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার কথা রানা ভাবতেই পারছে না। সুযোগের অপেক্ষায় থেকে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে যদি কিছু করা যায়। তা না হলে মরতে হবে।

সুযোগটা পাওয়া গেল। বাঁ পা সামান্য একটু সামনে বাড়াল ওয়াহাবা।

রানা উল্লসিত, পেয়েছি শালাকে! রাশান সাব-গান দু'হাতে ধরে ঝুলে আছে ও, সামান্য একটু ঘুরে নিজের বাম পাশ ওয়াহাবার সামনে আনল। অস্ত্রটা ছেড়ে দিল, তার ডান হাত আঁকড়ে ধরে লম্বা করার ভঙ্গিতে টান দিল বাইরের দিকে, তাল সামলাবার জন্য যাতে ডানদিকে কাত হতে বাধ্য হয় সে। এরকম কিছুর জন্য প্রস্তুত না থাকায় হাতটা টেনে নেওয়ার সময় পেল না ওয়াহাবা, কাজেই মেশিন গানটাও রানার দিকে ঘোরাতে পারল না। এবার জুজিৎসুর আশ্রয় নিল রানা।

ঠেকো দেওয়ার ভঙ্গিতে ওয়াহাবার ডান হাঁটুতে নিজের ডান পা রাখল রানা, অস্ত্রটা আবার আঁকড়ে ধরে ডান দিকে তুলতে শুরু করল, জানে ওটা ছাড়বার সাহস হবে না তার। মরিয়া হয়ে যখন সে শেষবারের মত চেষ্টা করল মাজলটা ওর দিকে ঘোরাতে, অস্ত্রটা আবার ছেড়ে দিয়ে তার ডান বাহু দুই হাতে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা—ব্যস, তাতেই কাজ হলো। ক্রোধে ও বিস্ময়ে গর্জে উঠল ওয়াহাবা, চরকির মত পাক খেয়ে দড়াম করে চিত হয়ে পড়ল মাটিতে।

উঠে বসে হাত থেকে ছুটে যাওয়া সাবমেশিন গান খুঁজছে ওয়াহাবা, হাতে পেয়েই ওটা ঘোরাবার চেষ্টা করছে; ততক্ষণে তার পিছনে সরে এসেছে রানা। উন্মুক্ত ঘাড়ের দুই পাশে দুই হাতে কারাতের দুটো কোপ মারল ও। কেঁদে উঠল ওয়াহাবা, হাত থেকে পড়ে গেল অস্ত্রটা। তার কলার বোন ভেঙে গেছে।

অসহায় জেনারেলের পিছনে হাঁটু গাড়ল রানা। বাম বাহু তার ঘাড়ের পিছনে রাখল ও, অপর হাতে ধরল তার চুলের মুঠি, তারপর ক্ষিপ্রগতিতে টান দিল পিছনে। মট্ করে আওয়াজের সঙ্গে ভেঙে গেল শিরদাঁড়ার দুটো ভারটেব্রা।

হঠাৎ করে এক টুকরো ভিজে টিস্যু পেপারের মত হয়ে গেল লোকটা। চুল ছেড়ে দিয়ে সরে গেল রানা, ঢলে পড়ল একপাশে। লাশটা শেষবারের মত দেখল রানা। হেঁটে এসে ওয়ালথারটা তুলল,

তারপর শান্ত পায়ে চলে এল সালোনার পাশে।

চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে সে। ছুরিটা এখনও তার পাঁজরে গাঁথা। জায়গামতই লেগেছে ছুরি, তবে জ্ঞান আছে।

তার পাশে একটা হাঁটু গাড়ল রানা, ওয়ালথারটা আলগাভাবে ঝুলছে হাত থেকে। সালোনার চোখ দুটো ভয়ে ও ব্যথায় চকচকে আয়না, রানার দিকে ঘুরে গেল। মুখটা নড়ছে, তবে কোনও শব্দ বেরুচ্ছে না।

'তোমার বিশ্বাসঘাতক ভাইটা মারা গেছে,' বলল রানা। 'ওয়াহাবাও বেঁচে নেই।'

কোনও রকমে কথা বলতে পারল সালোনা, কান পেতে শুনতে হলো রানাকে। 'রা-না, এভাবে মরতে চা-চাই না আমি…এমআইজে সম্পর্কে যা জানতে চা-চাও সব বলব তোমাকে…হেলপ মি…প্লিজ…'

'এমআইজে সম্পর্কে জানার কিছু নেই আমার…' শুরু করল রানা।

'ভু-ভুল! জানার আ-আছে!' বাঁচার স্বার্থে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সালোনা, নিজের দেশের বিরুদ্ধে বেঈমানী করতেও আপত্তি নেই। 'এমআইজের দুটো সেল আছে বিদেশে…একটা রাশিয়ায়, আরেকটা আমেরিকার নিউ ইয়র্কে। রাশিয়ার একটা সুপার ট্যাংকার হাইজ্যাক করে নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হবে…তরল প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালিয়ে স্যাবটাজ চালাবে…'

দুই সেল-এ কজন আছে, পাসপোর্টে তাদের নাম, সেফ হাউসের ঠিকানা ইত্যাদি সবই গড়গড় করে বলে গেল সালোনা। ইতিমধ্যে মানসিকভাবে তৈরি হয়ে গেছে রানা। কাঁধে করে হলেও বয়ে নিয়ে গিয়ে কপ্টারে তুলতে হবে তাকে, জর্দানে পৌঁছে ভর্তি করে দেবে কোনও ক্লিনিকে—আদৌ যদি ততক্ষণ বেঁচে থাকে। আরও অনেক কথা বেরোবে এর পেট থেকে।

একটা কাগজে সব লিখে নিল রানা। কাজটা শেষ করে তাকাল

সালোনার দিকে, একটা হাত বাড়িয়ে বলল,‘ধরো।’

কিন্তু নড়ল না সে।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে কী ঘটেছে বুঝতে পারল রানা। ওকে সব কথা বলবার পর নিঃশব্দে মারা গেছে সালোনা।

পাঁজরের ফাঁক থেকে ছুরিটা টেনে নিল রানা, তারই শার্টে ফলা মুছে ডান বগলের নীচের খাপে ভরে রাখল, তারপর রিলোড করল ওয়ালথারটা।

আসাদের খোঁজে এগিয়ে আসছে, একটা পাথরের গায়ে তাকে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখল রানা। ‘কতটা খারাপ?’ প্রশ্ন করল ও।

‘আমরা জিতেছি?’

‘ওরা সবাই মারা গেছে, জেনারেলও। মরার আগে কিছু তথ্য দিয়ে গেছে সালোনা। তোমার জখমটা কেমন?’

টলতে টলতে সিধে হলো ক্যাপটেন আসাদ, তার ডান হাত মরা সাপের মত ঝুলছে। ‘একটাই গুলি খেয়েছি,’ বলল সে, ব্যথা সহ্য করবার জন্য দাঁতে দাঁত চাপল। ‘ডান কাঁধে। মনে হয় হাড় ভেঙে গেছে। তবে এখন আর রক্ত পড়ছে না।’

সাহায্য করার জন্য একটা হাত বাড়াল রানা, মাথা নেড়ে সেটাকে ফিরিয়ে দিল আসাদ।

‘ঢাল বেয়ে নামতে হবে,’ বলল রানা। ‘পারবে?’

‘দেখতেই পাবে পারি কিনা!’

হঠাৎ উদ্বিগ্ন দেখাল রানাকে। ‘ঢালের নীচে ওরা কেমন আছে কে জানে...’ কথাটা শেষ হওয়ার আগেই আসাদকে মাথা নাড়তে দেখে চুপ করে গেল ও

‘খবর বোধহয় ভাল নয়, মাসুদ ভাই।’

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ‘কেন, এ-কথা বলছ কেন?’ বশিরের কথা মনে পড়ল, সেই সঙ্গে অশুভ একটা চিন্তা কাহিল করে তুলছে ওকে। মনে পড়ল তার বাবা মেজর জেনারেল ইশতিয়াক হাশেমির

কথাও, ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আশায় ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছেন দামেস্কে।

'খানিক আগে ওদিক থেকে বেশ কয়েক রাউন্ড গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে এসেছে।'

আশঙ্কায় কুঁকড়ে গেল রানার মনটা। ভাবছে, নীচে নেমে না জানি কী দেখতে হবে।

নীচে নামার সময় ঢালের উপর তিনটে লাশ পড়ে থাকতে দেখল ওরা। ভাল করে দেখে মাথা নাড়ল আসাদ, ওগলোর মধ্যে ওদের লোক নেই।

ঢালের নীচেও দুটো লাশ পাওয়া গেল। দেখেই চিনল রানা। একজন তানভির, দ্বিতীয়জন ইরাকী রাজনীতিক।

বাকি সবাইকে পাওয়া গেল একটা বোল্ডারের আড়ালে- মোহসিন, বশির ও সাতজন নেতা; সামান্য আহত হলেও বেঁচে আছে সবাই।

ছুটে এসে রানার সঙ্গে কোলাকুলি শুরু করে দিল নেতারা। বিশেষ করে গোঁড়া ধর্মীয় নেতাদের খসখসে দাড়ি রানার গালে ঘষা লাগায় ভয়ানক বিব্রত বোধ করল ও।

এবার বশির ও মোহসিনের পালা। মোহসিন রানাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'টানেলের ভেতর থেকে আট-দশজনের একটা দল হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে আসে। দেখলাম ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে। ফলে বাধ্য হয়ে আমরাই প্রথমে হামলা করি।'

'বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। তবে তানভিরের জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে।'

বশির এগিয়ে এল। তাকেও বুকে টেনে নিল রানা।

সবাই একসঙ্গে হেলিকপ্টার দুটোর দিকে হাঁটছে। ওগুলোর একটায় চড়ে জর্দানে ফিরতে এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না ওদের।

***